আরনা

(কবিতা ও গান)

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.



১৩৪৫

মূল্য ২৲ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীতিনকড়ি মিত্র
গোবর্দ্ধনপুর, পোঃ অঃ বাগনান,
জেলা—হাওড়া।

এইচ, এম, প্রেস
১০নং মদন গোপাল লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নিবেদ

আমি কবি নই, কাব্যানুরাগী। সুতরাং কবিজনোচিত যশঃ সৌভাগ্য না থাকা সত্ত্বেও কি দুঃসাহসে কবিতা ও গানগুলি ছাপার হরফে প্রকাশ করছি তার একমাত্র কৈফিয়ৎ, আমার লেখার মধ্যে সাহিত্যের শব্দসৌন্দর্য্য ও অনুপম ভাবগরিমা না থাকলেও সত্যের সরলতা আছে। আমার কবিতা ও গানগুলি বাঙ্গালী-প্রাণের সরল ও নিছাঁক অভিব্যক্তি। আমি সরলভাবে বিশ্বাস করি পাঠক একটু ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করলে ক্রমেই আমার আন্তরিক সহানুভাবক হয়ে উঠবেন। কারণ, মানুষের অন্তরে অন্তরে সত্যের যে যোগসূত্র রয়েছে তাতেই তিনি একটা স্পন্দন অনুভব করেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে এই বিশ্বাসই আমার দুঃসাহসের মূল।

পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ-যোগাশ্রমে অবস্থানকালে শ্রদ্ধেয়া শ্রীসাহানা দেবী দু' একটি গানের সুর করে দিয়েছেন। আমি যখন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে দু' একটি গান শুনাই, তিনি গানের প্রশংসা করেছিলেন ও আমায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক কলিকাতায় রেডিওতে দু' তিনটি গান গেয়ে অনেককে মুগ্ধ করেছেন। সুরাচার্য্য শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দু'চারটি চাড়া প্রায় সব গানের সুর করে দিয়েছেন। (কতকগুলির সুর নির্দ্দিষ্ট করে দেন নি কারণ সেগুলি তাঁর মতে নানা সুরে গাওয়া যায়) আমি এঁদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার তরুণ বন্ধুগণও কবিতা ও গানগুলি ছাপাবার জন্যে বারবার আমায় তাগিদ দিয়েছেন। দেখতে পাই যে-কবিতা বা যে-গান একজনকে ভাল লাগে না আর একজনকে তা বেশ ভাল লাগে। এই সব কারণে কবিতা ও গানগুলি ছাপাবার ভরসা পেয়েছি।

বোড়র,
পোঃ অঃ বাগনান, জেলা—হাওড়া,
১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৫।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

(কবিতা)

গান

শুদ্ধিপত্র

(কবিতা)

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৯	৫ম	গেল	গেহ
১৫৮	৯ম	করিব	কবির

(গান)

১৬৯	৭ম	আোমারি	তোমারি
১৭৬	১ম	কিছূ	কিছু
১৯২	৮ম	ভিখারি	ভিখারী
২১৪	১৪শ	কভূ	কভু

আল্পনা

(কবিতা ও গান)

—০ঃ※ঃ০—

কে তুমি ?

—০—

নিশা অবসানে
উজল কিরণে
সোহাগে উষারে তপন যবে ;
সুপ্তি পরিহরি
খেচর খেচরী
জাগয়ে যখন মধুর রবে ;
হেরিয়া তপনে
সহরষ মনে
সরোবরে যবে কমল ফুটে ;
প্রভাতী সঙ্গীতে
হরষিত চিতে
চরাচর যবে জাগিয়া উঠে ;

আসি সে সময়ে
কে তুমি হৃদয়ে
বিরাজ নীরবে ক্ষণেক তরে ?
কেন হাস হাসি
ক্ষণেক প্রকাশি
চলে যাও পুনঃ নিরাশ করে ?
বুঝিতে না পারি
ছলনা তোমারি
বিচ্ছিন্ন হৃদয় যাতনা ঘায় ;
কাটে নিশি দিন
পিয়াস-বিহীন ;
কে তুমি কে তুমি রহিয়া যায়

জ্যোতির প্রতি—

—০—

কোথা হ'তে আসিয়াছি,
　　কোথা পুনঃ যাব চলে ;
সংসারে আছে কি কেহ
　　পারে মোরে দিতে বলে ?

ভ্রমিতেছি বহুদিন
　　পথ নাহি হয় শেষ ;
সহিতেছি অসহায়
　　অসহ অনন্ত ক্লেশ ।

সম্মুখে চাহিয়া দেখি,
　　যত দূর আঁখি যায়,
উড়িছে সিকতারাশি,
　　প্রতিকূল বহে বায় ।

চিন্তি সব নিরন্তর
　　ভয়েতে বিহ্বল মন ;
কে তুমি সহসা আসি
　　দিলে মোরে দরশন ?

অনুভবি তনয়ের
বিষম যাতনা ঘোর,
সুরলোক হ'তে কি গো
স্নেহের জননী মোর

সুষুপ্তি সময়ে নামি
বলে দি'ছে কানে কানে,
"মুখ তুলি চেও, বাছা!
দুঃখিনীসন্তান পানে?"

তাই কি গো আসিয়াছ
শুনাতে সান্ত্বনা বাণী?
অমিয় স্নেহের রসে
ডুবাতে হৃদয়খানি?

অথবা দেবতা তুমি,
বসি শান্ত নৈশ নীলে,
নীরব নক্ষত্র গান
একাকী শুনিতে ছিলে;

সহসা কর্ণেতে পশি
অভাগার হাহাকার,
আকুলিত করিয়াছে
চিত তব সুকুমার?

তাই কি গো আসিয়াছ
    শীতলিতে ধরাতল ?
দুঃখী জনে সুখ দিতে,
    মুছাইতে অশ্রুজল ?

স্বার্থহীন পরহিত
    নরের কর্ত্তব্য হয় ;
এ হ'তে মহততর
    করণীয় নাহি রয়।

স্বার্থহীন পরহিত
    মানবে দেবতা করে,
স্বর্গীয় বিমল সুধা
    আনি পুনঃ দেয় পরে

সেই সুধা পান করি
    লভে অমরতা নর ;
আছে কি সংসারে দৃশ্য
    এ হতে সুন্দরতর ?

নারি করিবারে স্থির
    দেব কি মানব তুমি ;
ত্রিদিব নিবাস তব
    অথবা মরত ভূমি।

আরনা

তর্কে নাহি প্রয়োজন,
অমন হৃদয় যার,
দেবতা হইবে সেই
ইহাতে সংশয় কার ?

দয়া করে একবার
ভ্রমিতে ভবিষ্য পথ
সঙ্গী যদি হইয়াছ,
পূরে যেন মনোরথ।

সহসা পড়িলে পথে
প্রসারি কোমল কর,
তুলি লও অভাগায়
অক্ষম দুর্ব্বল নর

কি বা দিব প্রতিদান
ভাবিয়া না পাই কূল,
চলিতে চলিতে পথ
দিব কি গো বনফুল ?

বলিতে সরে না কথা,
ভয়েতে সকম্প কায়,
পারি কি গো দিতে তোমা
প্রাণ যাহা দিতে চায় ?

মণিরত্ন পরিহরি
ল'বে কি অমূল্য চিত?
চিরদিন রবে তব
হয় যদি মনোনীত।

উপহার

১

বিকচ গোলাপ ফুলে
সযতনে লয়ে তুলে,
উপহার দিতে আশা নাহিক আমার ;

২

কেন না এ মধু মাসে
হৃদে কি বাসনা আসে—
চাঁদেতে তোমারে দেখি গাঁথি অশ্রুহার ;

৩

পিকের মধুর গানে,
কি এক মোহন তানে
বেজে উঠে হৃদি-তারে নামটি তোমার ;

৪

একটি সরল প্রাণী
বিমল হৃদয় খানি
দিতেছে তোমারে, সখা, লও উপহার

রজত-বিমল-বিভা
উজল নয়ন দুটি
সরসী সলিলে যেন
আছয়ে কমল ফুটি ;

নিরঙ্ক পূর্ণেন্দু সম
মুখানি মাধুরীময়,
সতত বিরাজি তাহে
সুচারু সুহাস রয় ;

প্রণয় মাধুরীময়
হৃদয় কুসুম তার,
হাসিয়া সকলে দেয়
ভালবাসা উপহার ;

এমন হৃদয় বিধি
অসরল সৃজনিল,—
এমন রূপেতে আহা
কেন বা কলঙ্ক দিল ?

ছলনায়

সকৃত সরল সুহৃৎ আমার
নিতিই বলিত যতন করি,
"মধুরিমাময় মুখানি তোমার
বিরাজে হৃদয়ে তিমির হরি।

"অখিল সংসারে নাহি হেন জন
যা' সনে তোমার তুলনা হয় ;
বিজনে তোমারে করিয়া স্মরণ
হৃদয়ে সুখের লহরী বয়।

"হাসিলে পূর্ণেন্দু শারদ গগনে,
ফুটিলে কমল অমৃতধার,
তরল হইলে সমীর শীলনে
উষার গোলাপ শিশির হার,

"বিরহি দুরন্তে সরস বসন্তে
বাসন্তী কোকিলা গাহিলে গান,
অনিল-চঞ্চলা জোছনা সলিলা
ধরিলে তটিনী মধুর তান,

আরনা

"কিসের লাগিয়া কি জানি কেমনে
তোমারে সহসা মনেতে হয় ;
ক্ষণেকের তরে সুখের জীবনে
হৃদয় আমার মগন রয় ;

"যখন প্রবাসে, বিরহে তোমার,
সন্তাপে হৃদয় যাতনাচয় ;
ভালবাসি তোমা সুখ অনিবার,
হৃদয় সতত আলোকময়।"

শুনিয়া এরূপ সুখদ কোমল
সুহৃদ-রসনা-নিঃসৃত বাণী,
আনন্দে হৃদয় হইত বিহ্বল
অনৃত বা ঋত কিছু না জানি।

সময় দেখাল করিয়া বিশেষ
প্রণয় তাহার প্রণয় নয়,
মধুরতাময় বচন অশেষ
শুধুই কেবল ছলনাময়

প্রায়শ্চিত্ত

০

(১)

রাবণের চিতাসম
জ্বলিছে হৃদয়ে শত নরক অনল ;
রুদ্রমূর্ত্তি স্মৃতি মম
আহুতি দিতেছে তাহে কাল হলাহল !

(২)

করিতে ভীষণতর,
বীজনিছে বহ্নিরাশি দীরঘ নিঃশ্বাস ,
অনল প্রখর কর
পোড়ায়ে করিছে ভস্ম মুকুলিত আশ ।

(৩)

ছুটিছে শোণিত নদী
ঊর্দ্ধদিকে ঘুরাতেছে মনের আধার ;
সৌভাগ্য থাকিত যদি
মৃত্যু আসি প্রকাশিত বিক্রম তাহার ।

(৪)

কুসুমিত লতা সাজি
আছিল উরসে এক কাল বিষধর,
অবসর বুঝি আজি
ফুটায়েছে বিষদন্ত—তনু জর জর।

(৫)

আমৃত্যু থাকিবে জ্বালা,
নির্ব্বাপিতে পারিবে না শত অশ্রুজল ,
মন্দার কুসুম মালা
উরগ বলিয়া ভ্রম হ'বে অবিরল।

কুশলানন্দ ব্রহ্মচারী

স্নেহময়ী জন্মভূমি, জনক জননী,
প্রাসাদ সদৃশ রম্য বিলাস ভবনে,
পরিহরি প্রিয়তম অগ্রজ রজনী,
তীর্থে তীর্থে ভ্রমিতেছ ব্রহ্ম অন্বেষণে :
করিছ জীবনে নব জীবন সঞ্চার,
লভি' তাঁর কৃপাবলে সাধু মহাজনে ;
দেবশিশু পরাজিত বিনয়ে তোমার,
দধীচি বিড়ম্বী মন পরোপকরণে।
জানি না কি পুণ্যফলে দরশন তব
চঞ্চলিছে মন মম মহেশ মননে,
উৎসাহিছে প্রতিক্ষণ বিসর্জ্জি বিভব
থাকিতে তোমার সনে, তবানুগমনে !
সাধুসঙ্গ স্পর্শমণি, অন্য নাহি আর,
জীবন সুবর্ণ হয় প্রভাবে যাহার

কোন সন্ন্যাসীর প্রতি

—০—

সুলোলিত বাস তব, সুন্দর শরীর,
বাম করে কমনীয় সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল,
অভিজাত মধুময় সঙ্গীত রুচির,
সাধু বলি কার বল জন্মাত না ভুল !

কেমনে জানিবে তারা অন্তরে তোমার
সতত জ্বলিত তীব্র নরক অনল !
বাহিরিয়া অকস্মাৎ কণামাত্র যার,
যুগপৎ দগ্ধিয়াছে মানব সকল ?

বিপন্ন পথিক তুমি রোগে ম্রিয়মাণ ;
পুত্রনির্ব্বিশেষে সেবা করিয়া তোমার,
নীরোগিয়া যেই জন দিলা গৃহে স্থান,
প্রদানিল প্রতিদিন পূজা দেবতার ;

পিতা বলি সম্বোধিয়া সেই মহাজনে,
নীরস রসনা তব কাল সর্পসম
দংশিল যখন হায় ! ত্যজিল ভবনে,
দেখাইয়া নরলোকে ধৃতি দেবোপম !

বিকলাঙ্গ পুত্র তাঁর, অক্ষম রক্ষণে,
—সতত উচ্ছ্বাসময় ভক্তি তব তরে—
ভোজন সময়ে তুমি করিলে কেমনে
পদাঘাত সেই জনে নির্ম্মম অন্তরে ?

নির্ব্বাসি আশ্রয় দাতা, বুঝি অবসর,
সহসা রজনীযোগে করিলে প্রয়ান
হরিয়া রতন রাজি, লম্পট তস্কর !
সঙ্গে লয়ে কন্যা তাঁর প্রাণের সমান !

সরলা হরিণী যথা মৃগয়ু রঞ্জনে
পড়য়ে বীতংসে আহা ! চিরদিনতরে,
তেমনি তোমার, দুষ্ট, গুপ্ত প্রলোভনে
পতিতা বালিকা আজ নিরয় ভিতরে

প্রবাস হইতে যবে আসি নিজালয়,
শুনিবেন তব কথা, সহসা তখন
কৃতঘ্নতা সন্ন্যাসীর, শর বিষময়
পশিবে মরমে তাঁর জনম মতন।

এবার আসিলে গৃহে সন্ন্যাসী সুজন
আর কেহ নিজালয়ে দিবে না আশ্রয় ;
স্মরিয়া সুকীর্ত্তি তব ভাবিবে তখন
সন্ন্যাসিহৃদয় শুধু কপটতাময়।

পরাজি অনিলগতি সংবাদ গরল
বালিকার স্বামিকর্ণে পশিবে নিশ্চয় ;
হতভাগা যাতনায় হইয়া বিহ্বল
ত্যজিবে দীরঘ শ্বাস বিকল হৃদয়।

সেই উষ্ণ শ্বাস উঠি ধর্ম্মনিকেতনে
তোমার এ পাপবার্ত্তা করিবে প্রচার,
রৌরবে অক্ষম ভাবি সুযোগ্য শাসনে,
আদেশিবে যম নব যন্ত্রনা আগার।

পরিগ্রহি শ্যেনমূর্ত্তি কৃতঘ্নতা তব
দিবানিশি সেই স্থানে করিবে বিহার,
পশিবে যখন তথা পরিহরি ভব,
বক্ষঃ চিরি হৃদ্‌পিণ্ড করিবে আহার।

পূর্ণ করি দশ দিক্ বিকট ক্রন্দনে,
এরূপে অনন্ত কাল সহিবে যাতনা ;
বিশ্বাসবিহীন কর্ম্ম আনিয়া স্মরণে,
অট্টহাস্যে যমদূত করিবে সান্ত্বনা।

শেফালী

আবরি সুন্দর তনু সুনীল বসনে,
নামিলে বসুধাতলে শারদ যামিনী,
কার লাগি তুমি, সতী, ফেললো গোপনে
মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস, শেফালী দুঃখিনী ?
অতীত সুখের কথা আনিয়া স্মরণে
অস্থির হয়েছ তুমি, অয়ি বিষাদিনী ?
অথবা আকুল পর-আয়াস-চিন্তনে
সরোবরে ম্লানমুখী হেরিয়া নলিনী ?
অসংশয় পরতরে মানস বিকল ;
দেববালা হবে তুমি, নাহিক সংশয়,
ধরি চরেতর মূর্ত্তি, আসিয়া ভূতল,
নীরবে মানবে তুমি দিতেছ নিশ্চয়
সমদুঃখে উপদেশ , ফেলি অশ্রুজল
প্রফুল্ল প্রসূনরূপে, হইয়া সদয়।

শশিভূষণ বা মনুষ্যত্ব

(১)

একদা শিশির কালে, প্রদোষ যখন
উপনীত নগরেতে পান্থ একজন।
ভীষণ জনতা আর শকট ঘর্ঘর,
অজ্ঞাত চাঞ্চল্যে পূর্ণ করিল অন্তর।
ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস পান্থ ভাবিল তখন,
পরিহরি পুরী এই করিব গমন ;
নগরের প্রান্তে আছে বন্ধুর নিলয়,
রাত্রিতে তথা আমি লইব আশ্রয়।

(২)

চিন্তামাত্র চলিল সে ; নাহি বাহ্যজ্ঞান,
থামিল অনতিদূরে, করি মনে ধ্যান—
সান্ধ্য রবিকরে রক্ত পশ্চিম গগন,
তিমিরে শ্যামায়মান পল্লী প্রাচী বন,
নীলাভ সরসী নীর ক্রমে তমোময়,
নষ্ট-নীল-পত্রাবলী মহীরূহচয়,—
অস্ফুট-খদ্যোত-জ্যোতিঃ, স্থির অবিচল,—

(৩)

বিকট ঘর্ঘর শব্দ ! ফিরায়ে নয়ন,
দেখিল সম্মুখে পান্থ শকট শোভন
গন্তব্য স্থানের দিকে যাইছে সত্বর ;
না করি বিলম্ব আর উঠে তদুপর।
গৃহ সংখ্যা নির্দ্দেশিয়া বলে একজনে
"দয়া করি কহ, ভদ্র, যাইব কেমনে ?"
নিরুত্তর ভদ্রশ্রেষ্ঠ ; সুধাল অপরে ;
"দেখাইয়া দিব পথ," কহে কটু স্বরে।

(৪)

সজল-নয়ন পান্থ ভাবে মনে মনে,
মানব মানবে দুঃখ দেয় কি কারণে ?
সংসারে আমার বলি নাহি যার কেহ ;
পাবে না কি সেই জন দয়া মায়া স্নেহ ?
কৃপাসিন্ধু পরমেশ মানব হৃদয়
করেছেন কৃপা করি কোমলতাময় ;
তবে কেন রসনাতে কঠোরতা তার ?
রসহীন ভাষা যেন অশনি প্রহার !

(৫)

আবার কর্কশ স্বর পশিল শ্রবণে—
"অবতর, পল্লীবাসী, এস মোর সনে।"

থামিল চিন্তার স্রোতঃ ; নামি দ্রুতগতি,
চলিল সে জন সহ শোকবিগ্নমতি।
অপ্রশস্ত রাজপথ এক পার্শ্বে তার ;
জ্বলে ক্ষীণ দীপালোক বাড়ায়ে আঁধার।
শীতল অনিল রাশি কুজ্ঝটিকাময়,
ধরেতর স্থান বলি মনে ভ্রম হয় !

(৬)

"যাও বাম পথে, পান্থ, পাবে গম্য স্থান,"
এই কথা বলি ভদ্র কারল প্রস্থান।
অজ্ঞাত বিজন দেশ; সঙ্গিহীন তায়,
অস্থির পথিক জন না দেখে উপায়।
সম্মুখেতে বাহিরিল সহসা তখন
প্রাসাদগবাক্ষ দিয়া প্রদীপ কিরণ ;
আশাহীন প্রাণে হ'ল আশার সঞ্চার,
ভাবিল আশ্রয় পান্থ পাইল এবার।

(৭)

ক্ষণেক থাকিয়া স্থির দেখিল ভিতরে
নিষণ্ণ পুরুষ এক পর্য্যঙ্ক উপরে।
সুধাল কাতরভাবে, "কহ, ভদ্র জন,
কেমনে গন্তব্য স্থানে করিব গমন ?
অথবা রজনীতরে বিতর আশ্রয়,
বিপন্ন পথিক আমি নিরাশহৃদয়।"

দূর দূর করি ভদ্র তাড়াইল তায়,
কোথায় যাইবে পান্থ ভাবিয়া না পায়।

(৮)

ধীরে ধীরে চলে পান্থ হয়ে লক্ষ্যহীন
বিপুল নৈরাশ্যহেতু বদন মলিন।
হইল পতিত তার নয়ন গোচরে
সুন্দর প্রশস্ত পথ পূর্ণ দীপকরে।
ক্রমে ক্রমে উপনীত হইল তথায়,
দাঁড়াইল একধারে শ্রান্তি-ক্ষীণ-কায়।
সমীপস্থ মন্দিরেতে ঘটিকার ধ্বনি
একাদশ ঘণ্টা রাত্রি ঘোষিল অমনি।

(৯)

নিকটে যাইতেছিল যুবা একজন,
পরিধান দীন বেশ, প্রিয়দরশন;
একাকী পথিক দেখি আসি শীঘ্র করে,
সবিনয় স্নেহময় মধুময় স্বরে
করিল জিজ্ঞাসা, "পান্থ, গভীর নিশায়
একাকী এমন ভাবে দাঁড়ায়ে হেথায়?
প্রকাশ করিছে তব বদন মলিন
কাতরহৃদয় তুমি শরণবিহীন।"

(১০)

সজল হইল নেত্র, অক্ষম মননে
নৃদেহ সহানুভাব ধরিল কেমনে ?
যুবা প্রতি হল পান্থ আকৃষ্ট-হৃদয়—
গুণ প্রিয় করে লোকে, নহে পরিচয়।
ক্ষণেক নীরব থাকি করিল উত্তর,
"বিপন্ন পথিক আমি ত্যজিয়া নগর
স্বজনের অন্বেষণে এসেছি হেথায় ;
গৃহ তাঁর দেখাইয়া দিবে কি আমায় ?"

(১১)

প্রার্থনালঘুতা দেখি সহাস আনন,
পুনঃ মধুময় স্বরে করে সম্ভাষণ,—
"দেখা যবে মোর সনে চিন্তা কি তোমার ?
এখনই লইয়া যাব স্বজনআগার ;
যদি না সাক্ষাৎ হয় নাহি কোন ভয়,
স্বগৃহ ভাবিও তুমি আমার আলয়;
রহিবে নিশ্চিন্ত মনে তথা রাত্রিতরে ,
প্রাতঃকালে যাবে যথা লইব সাদরে ।"

স্বর্গ ও সংসার

পরিয়া লোহিত বাস
আসিল প্রকৃতিরাণী,
প্রদানিতে বিশ্বজনে
অক্ষয় অভয় বাণী।

শীতজলে করি স্নান
বহিছে দখিণা বায়;
ধীরে ধীরে অতি ধীরে
সুখে নদী বহে যায়;

ফুটিছে সুরভিময়
সুশোভন বনফুল,
ছুটিতেছে চারিদিকে
ঝঙ্কারিয়া অলিকুল;

পরিহরি জড়ভাব
বিশ্ব সঞ্জীবিত প্রাণ,
বিপুল উৎসাহে মাতি
পাখী সব করে গান।

গৃহ ত্যজি তরুতলে
একাকী বসিয়া কেন ?
স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তি
চিত্রেতে অর্পিত যেন।

পড়িতেছে মুহুর্মুহুঃ
গভীর দীরঘ শ্বাস,
হৃদয়-মরম-ভেদী
শোক করে পরকাশ।

অকস্মাৎ একি দেখি,
প্রাণের স—মম !
পড়ে উষ্ণ অশ্রুনীর
বহিয়া কপোল কম।

কি লাগি হৃদয়ে তব
নিহিত অসহ ব্যথা ?
সমদুঃখী জনে তব
কবে কি দুঃখের কথা ?

স—। অসহ অতীত স্মৃতি
আকুল করিছে প্রাণ ;
বাঁধা শুধু মনোবীণা
করিতে বিষাদ-গান।

পুণ্যক্ষেত্র জন্মস্থান,
সকল তীর্থের সার ;
উন্মীলি মানস-নেত্র
দেখি তারে একবার।

মুখরিত পিক রবে
বটতরু মহাপ্রাণ,
নিদাঘে পথিকে তথা
শীতছায়া করে দান ;

রবি করে শ্রান্ততনু
অশান্ত রাখাল দল,
তলে যার দ্বিপ্রহরে
করে ক্রীড়া কোলাহল

বর্ষাগমে পথ তথা
কর্দ্দমে দুর্গম নয়,
দিবসে বা রজনীতে
ভরমণ সুখময় ;

আছে তথা ক্ষেত্র কত,
যেখানেতে তারা পথ
ধরারে চুম্বন করে
পূর্ণ করি মনোরথ ;

মাঝে মাঝে তাল তরু
সুন্দর উন্নতকায়,
প্রভঞ্জন সনে সদা
স্বাধীনতা গান গায়।

শরতেতে ক্ষেত্রশোভা
মনোহর অতিশয়,—
মরকত-সিন্ধু যেন
সহসা প্রতীতি হয়;

উভয় পাশেতে তার
তৃণছাদ মনোরম,—
তীরস্থ সিকতাস্তূপ
বলি মনে হয় ভ্রম;

হেমন্তে বিস্ময়ে তথা
দেখিয়াছি কতবার,
সরোবরে শতদল
বিকসিত চারিধার;

শিশিরে শ্মশানে তথা
চিতা জ্বলে অনুক্ষণ;
অপূর্ব্ব বৈরাগ্যভাবে
আকুলিত হয় মন;

বসন্তে প্রকৃতি তথা
মাধুরীর পারাবার ;
পূর্ণ করে দশ দিক্
সুরভিতে সহকার ;

রাধিকা-মুকুট ফুল
সুনীল আকাশগায়
অনলের শিখা যেন
দূর হতে দেখা যায় ;

না হতে রজনী শেষ
অভিজাত গ্রামবালা,
আগত বকুল তলে,
করে লয়ে ফুল-ডালা ;

সহসা অনিল তার
মুখে দেয় ফেলি চুল,
শৈবালসংলগ্ন যেন
আধফুটা পদ্মফুল ;

সুকণ্ঠ বিহগচয়
সুমধুর করে গান,—
না জানি কেন বা তাতে
চঞ্চল সুখিত প্রাণ ।

প্রিয়তম জন্মভূমি
অনন্ত সুষমাধার ;
বুঝিয়াছি আমি তাতে
আশ্রয় পাব না আর।

জ্যোতির প্রতি

০

(আট বৎসর পরে)

অবসানপ্রায় দিবা
সুদূরে গন্তব্য স্থান ;
একাকী আঁধারে ফেলি
কর কোথা পরয়ান ?

কথা রাখ, প্রিয়তম,
বারেক ফিরিয়া চাও,
পথশ্রান্ত সঙ্গী তব
আসিয়া আশ্বাস দাও।

নবীকৃত পূর্ব্বভাব
অদূরে দণ্ডায়মান
ধাবিত কি করিবারে
সমগ্র হৃদয় দান ?

যাবে যদি যাও তবে
ফিরাতে নাহিক বল ;
ইষ্টস্থির মন আর
অধোগামী নদী জল।

স্মরি তব গত স্নেহ
শান্তিউৎস সুখময়,
হৃদয়ে নৈরাশ্য আসে
নেত্রে আসে অশ্রুচয়।

মণিরত্ন পরিহরি
লইলে অমূল্য চিত,
কি দোষে উপেক্ষি তারে
কর দূরে নিক্ষেপিত ?

জীবন সঙ্গিনী সতী
সরলা কোমলপ্রাণ ;
তথাপি মানসে মম
তোমার প্রথম স্থান।

আরনা

জ্যোৎস্নাস্নাত বাল্যমুখ
পূর্ণ ছবি সুষমার—
অতৃপ্ত কল্পনা নেত্রে
হেরি আমি শতবার।

ভাববশে একদিন
পূরি আশা সুকুমার
সাদরে তোমার গলে
পরায়েছি ফুলহার।

অথবা অতীত কথা
স্মরায়ে কি প্রয়োজন ;
অপরে অর্পিত তুমি
গলিবে না তব মন।

প্রিয়সনে শূন্য বিশ্ব
মুহূর্ত্ত অনন্তকাল ;
গরলে অমৃত করে
ভালবাসা ইন্দ্রজাল।

সদা থাক তার সনে
চিত যাতে সুখী রয় ;
নিদ্রাকালে স্বপ্নে যেন
সে মূর্ত্তি লক্ষিত হয়।

কবিতা

দূর হতে তব সুখে
সুখী রব চিরদিন—
তরুতলে থাকি যদি
একাকী আলয়হীন।

অমানিশা অন্ধকারে
আকাশে তারকামত
আশাহীন শূন্য মনে
বিরাজিবে অবিরত।

দিনশেষে বনরাজি
হইলে শ্যামায়মান,
বারেক নিমেষতরে
দিও গো হৃদয়ে স্থান

চলিতে চলিতে যদি
সঙ্গিহীন দুঃখ পাও,
আমি পুনঃ সঙ্গী হব
যদি সঙ্গী হ'তে দাও

বিবাহ উপলক্ষে

সচন্দন ফুলমালা
সরমে সরলা বালা
সাদরে তোমার গলে করিবে অর্পণ ;
পুরনারী শঙ্খনাদে পূরিবে গগন।

তুমিও গলেতে তার
পরাবে কুসুমহার,
আনন্দে হাসিবে মৃদু সলজ্জ বদন ;
প্রিয়-প্রীতি দিব্যকান্তি নয়ন-রঞ্জন।

সাক্ষী করি হুতাশন,
করি মন্ত্র উচ্চারণ,
সীমন্তে সিন্দূর পরে দিবে হে যখন,
ভাবিও এ খেলা নহে—অনন্ত মিলন।

যত দিন নারী সনে
সরল পবিত্র মনে
মিলিত না হয় নর, অপূর্ণতা তার।
পরিণয়ে পূর্ণভাব বিধান স্রষ্টার।

লঘুভাব পরিহরি,
মহা সত্য রক্ষা করি,
চল ধীরে হবে হৃদে প্রণয় সঞ্চার,
হবে কালে প্রিয়ামুখ প্রীতিপারাবার।

কবিতা

রূপমোহে কোন ক্রমে
প্রণয় ভেবো না ভ্রমে,
রূপনাশে নাশ তার, সংশয় কাহার ?
সদ্‌গুণ কল্পান্তস্থায়ী প্রেমের আধার।

আর্য্যনারী পতিব্রতা,
মূর্ত্তিমতী সরলতা,
স্বার্থহীন দয়াপূর্ণ মানস বিমল,
অনাঘ্রাত হিমসিক্ত প্রফুল্ল কমল।

উদ্দাম যৌবন তব,
নিত্য আশা অভিনব
সতত করিবে হায় ! মানস চঞ্চল ;
দেখো যেন সাধ্বী নাহি ফেলে অশ্রুজল।

বিধির আদেশে যদি,
অতিক্রমি ভবনদী,
চলি যায় পত্নী তব ত্যজিয়া সকল,
বিরলে তাহার কথা ভাবিও কেবল।

থাকে যদি অনুপম
সখা কেহ প্রিয়তম,
শ্রীহরি-প্রসাদ, পূর্ব্বপুণ্যকর্ম্মফল,
সর্ব্ব উচ্চে স্থান তার জেনো অবিরল।

৺ক্ষীরোদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

০

নমি আমি তব পদে কোটি কোটি বার
ঋষিকল্প প্রমাণিত জীবনে মরণে ;
স্মৃতিশেষ ভারতের পুণ্য তপোবনে
মিলিত, হে সাধুশ্রেষ্ঠ, তুলনা তোমার।
পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে গীতার চরণে
লভেছিলে আত্মজ্ঞান প্রসাদ গীতার।

গার্হস্থ আশ্রম তব শান্তরসাধার
ঢালি দিত শান্ত রস শান্তিহীন মনে।
ভৃত্যের কলহে কিংবা শিশুর ক্রন্দনে
লুপ্তধৈর্য্য রক্তচক্ষু সকল সংসার ;
কণামাত্র কোন দিন কর্কশ কথার
গৃহী বা অতিথি কভু শোনেনি শ্রবণে।

পাপপুণ্য-সুখদুঃখ-অতীতহৃদয়
পরমে ব্রহ্মণি লীন হয়েছ নিশ্চয়।

(২) সমুদ্রের প্রতি

"নমি আমি তব পদে, হে সিন্ধু মহান্,
অনন্ত বিস্তৃতি তব মূর্ত্ত স্বাধীনতা।
ভৈরব গর্জ্জনে গাহ স্বাধীনতা গান
অনন্তনিবাসহেতু লভি অমরতা।"
উত্তাল তরঙ্গতালে নাচে বাষ্পযান,
সঙ্কীর্ণতা অধীনতা ত্যজি তটিনীর।
বন্দীপ্রাণ নাচি উঠে লভিবারে স্থান
স্বাধীন বারিধি সঙ্গে মিশায়ে শরীর।
"তোমারে অনন্ত ভাবি গোরা বিশ্বপ্রাণ
সাদরে তোমারে দিল শেষ আলিঙ্গন।
নিত্যশুদ্ধ স্বাধীনতা মঙ্গলনিদান,
হও তুমি, হও মম অন্তিম শরণ।"
শূন্যে বরাভয়পাণি মাতৃভূমি কয়,
"আত্মবলি স্বাধীনতা, মাভৈঃ তনয়।"

(৩) চন্দ্রমার প্রতি

সুদূর গগনে থাকি দেখ সুধাকর
মার পূত পদযুগ পবিত্রনয়ন।
আপন দুর্ভাগ্য ভাবি হৃদয় কাতর
মার দেখা এ জীবনে হবে না কখন।
সুদূর গগনে থাকি অমিয়কিরণ
ঢাল তুমি মার পদে সুধা নিরন্তর।
মার পদে পুষ্পাঞ্জলি করিতে অর্পণ
চাহি আমি পুনর্ব্বার, দাও মোরে বর ;
দেব তুমি। ক্ষণ মধ্যে করিব গমন
যথায় বিরাজে মাতা ভক্তের সান্ত্বনা।
অদম্য উৎসাহে করি পূজা আয়োজন,
লয়ে ভক্তবৃন্দে ভুলি বিচ্ছেদযন্ত্রণা।"
শূন্যে ভক্তিসমুজ্জ্বল মাতৃভূমি কয়,
"পাই নিত্য পূজা তোর, মাভৈঃ তনয়।"

(৪) সহবন্দীর প্রতি

"ফুটিল না কভু তব হৃদয় কমল,
পাঠান্তে আসিলে গৃহে মাতার আহ্বানে ;
গুণমুগ্ধা সোদরার প্রীতি সুবিমল
জাগাল না অভিমান কভু তব প্রাণে।
সন্ধ্যাকালে সঙ্গিপ্রেমে হইয়া বিহ্বল
হেরিলে না নব বিশ্ব নিত্য নব গানে।
ছুটিল না কভু তব মানস চঞ্চল
কাব্যসুধা পান করি অনন্তের পানে।
না হইতে অবসান সরস কৈশোর
এ মহা সংযম তুমি শিখিলে কেমনে ?
দলে মম প্রাণ তব শাসন কঠোর,
নাহি হেরি শোকছায়া সহাস আননে।"
শূন্যে গর্ব্বস্ফীতবক্ষঃ মাতৃভূমি কয়,
"আত্মোৎসর্গ মুক্তিপদ, মাভৈঃ তনয়।"

ধার্ম্মিক সম্প্রদায়

(১) ব্রাহ্মণ

জগৎ জাগায় পাখী ডেকে
উঠি তখন বিছানা থেকে,
তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন

সাজি হাতে রাস্তায় ছুটি,
ফুল আনি বাগান লুটি
দেবপদে ভক্তিভরে করিতে অর্পণ।

গোপ-দাড়ি-কামানো মুখে
তিলক কাটি মনঃ সুখে
লম্বা সরু চুলে ঢাকা রেখেছি চৈতন

স্নান সমাপি ঠাকুর ঘরে
ঢুকি আমি আবেগভরে
নারায়ণে যত্ন করে করিতে অর্চ্চন।

ছেলে যদি ডুবে মরে,
গিন্নি যদি চীৎকার করে,
পূজা ছেড়ে অসময়ে না উঠি কখন।

অমাবস্যা দিবা দ্বিপ্রহর,
উদ্বেলতরঙ্গসমাকুল
বহে নদী, বেগ ভয়ঙ্কর,
ঘূর্ণমান আবর্ত্ত অতুল।

দাঁড়াইয়া তীরে সারি সারি,
দেহে কম্প, মনে মহা ভয়।
সহস্র সহস্র নর নারী
ভাবে বুঝি আসিছে প্রলয়।

লম্ফ দিয়া পড়ে সেই জলে
বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী।
ইচ্ছা সন্তরিয়া বাহুবলে
উত্তরিতে সেই স্রোতস্বতী।

শ্রীমধুসূদনে কেহ স্মরে :
কেহ বলে করিয়া চীৎকার,
কেহ বলে মৃদু মৃদু স্বরে,
"দুঃসাহস কর পরিহার।"

সে অতুল সাহসসম্পাদে
মৎসরের হৃদয় কাতর,
পরিহাস করে পদে পদে,
বলে, "দুষ্টে চিরিবে মকর।"

কেহ হাসি দেয় করতালি,
কেহ ভাসে সুখ-অশ্রু-নীরে,
বলে, “এরা মহাবলশালী,
“পরপারে যাইবে অচিরে।”

অকস্মাৎ অশনিগর্জ্জন,
বৃষ্টিসনে করকাঃ
ভীমবেগে বহে প্রভঞ্জন,
তটে তীব্র তরঙ্গ-আঘাত।

মহাভূত-নৃত্য বিভীষণ,
দেখে বিভীষিকা নর নারী,
দ্রুত পদে করে পলায়ন,
ঊর্দ্ধে হাসে দেব মানবারি।

যারা দিতেছিল সন্তরণ
তাদের কি হল কে বা জানে!
করিল কি নদী উত্তরণ?
জলমগ্ন, মরিল কি প্রাণে?

সে দৃষ্টি

সে দৃষ্টি অমৃতময়ী
প্রাণহীনে দিত প্রাণ ;
বিশ্ব তাতে করিত যে
সঞ্জীবনী সুধাপান ।

সে দৃষ্টি করুণাময়ী,
অপরাধী-পরিত্রাণ ;
নিত্যব্রত ছিল যার
ব্যথিতে সান্ত্বনাদান ।

সে দৃষ্টি সুষমাময়ী,
নিত্য নব লীলা যার
থির প্রানে খুলি দিত
চিন্তা-উৎস শতধার ।

সে দৃষ্টি প্রতীতিময়ী,
আশাহীনে দিত আশা ;
ঢালিত উদাস প্রাণে
শতধারে ভালবাসা ।

সে দৃষ্টি আলোকময়ী
অনন্ত আলোকে লীন।
স্মৃতি জাগে সদা প্রাণে,
নিরাশায় কাটে দিন।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ

—০—

(১) জন্মভূমির প্রতি

"উৎসর্গ করেছি, মাগো, তোমার সেবায়
দুর্লভ মনুষ্যজন্ম, দেহ, মন, প্রাণ ;
পত্নী-পুত্র-পুত্রী-স্পর্শ-স্বর্গের আশায়
বিস্মৃতি তোমার মনে নাহি পায় স্থান।
পদে দলি যোগিবর সংসার মায়ায়
জন্ম মৃত্যু জরা হতে চাহে পরিত্রাণ।
কোটি জন্ম মৃত্যু জরা তোমার পূজায়
অবাধে সহিতে পারি, চাহি না নির্ব্বাণ।"
পুণ্যতোয়া স্রোতোবক্ষে তরী ভাসমান,
তদুপরি পরিবদ্ধ বপুঃ জ্যোতির্ম্ময়।
অপরাধ—মহাব্রত স্বদেশ কল্যাণ।
অন্তরে বাহিরে জ্যোতিঃ, জ্যোতির নিলয়।
শূন্যে জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি মাতৃভূমি কয়,
"অন্তে স্থান পাবে ক্রোড়ে, মাভৈঃ তনয়

একাকী যখন আমি বসিয়া বিজনে
স্থিরচিত্তে তব কথা ভাবি মনে মনে,
সহসা মরুভূ রাজে ধরি চারু বেশ,
তরুলতা ফল ফুল সুষমা অশেষ,
চারিদিকে জলাশয় অকূল অপার,
পরিশ্রান্ত পথিকের প্রীতি-পারাবার।

একাকী যখন আমি বসিয়া বিজনে
স্থিরচিত্তে তব কথা ভাবি মনে মনে,
সহসা শ্মশান শোভে সুরম্য নগর,
কঙ্কালের মালা ধরে বপু মনোহর,
চিতা গীতিনাট্যশালা পূর্ণ কলরবে,
পরাগত হরিনাম আনন্দ বিভবে।

একাকী যখন আমি বসিয়া বিজনে
স্থির চিত্তে তব কথা ভাবি মনে মনে,
সরসা নিরয় হয় ত্রিদশ আলয়,
অসূর্য্য তমিস্রারাশি কোটিসূর্য্যময়,
পাতকীর আর্ত্তনাদ অপ্সরার গান,
স্নেহহীন যমদূত স্নেহে মূর্ত্তিমান।

আরনা

একাকী যখন আমি বসিয়া বিজনে
স্থিরচিত্তে তব কথা ভাবি মনে মনে,
সহসা চঞ্চল বিশ্ব প্রেমের স্পন্দনে,
ফুটে উঠে দিব্য ভক্তি পাপীর নয়নে,
নরমুখে কমভাব দেবতার ছায়া,
নারীমূর্ত্তি শান্তিছবি অন্তগত মায়া।

নপুংসক

যে দিন পৃথিবী আমি হেরিনু নয়নে,
শিহরি উঠিল মাতা, মানস চঞ্চল ;
শঙ্খধ্বনি না ঘোষিল সুখে পল্লীজনে
জনমবারতা মম, গণি অমঙ্গল।

বার হতে আসি পিতা দীরঘ নিশ্বাসি
বলিল কাতর কণ্ঠে, "ডাক নপুংসক।"
"হাতে তুলি দাও তার," বলে প্রতিবাসী,
"বহুক্ষণ গৃহে রাখা অশুভজনক "

ভূমিষ্ঠ হবার দিনে যে ক্রন্দন ধ্বনি
নাশিয়া নিশার শান্তি উঠিল গগনে,
বিনা মেঘে বজ্রপাত তারে মনে গণি
কে কোথায় পলাইল বিদ্রুত চরণে।

নই নর, নই নারী, এ কেমন প্রাণী!
ধরাতে অদ্ভুত জীব আমি নপুংসক ;
বিশ্বস্রষ্টা দয়াময় চিরদিন মানি;
আমা প্রতি দয়া কই ?—কঠোর অন্তক !

হেরি যবে বর কনে, কি উচ্ছ্বাস প্রাণে
জাগে মোর অবিরত কে বুঝিবে আর ?
"বৃথা জন্ম," অন্তরাত্মা বলে কানে কানে,
"পিতৃত্বে মাতৃত্বে তোর নাহি অধিকার।"

কেহ বলে কর্ম্মফল অলঙ্ঘ্য দুর্বার ;
'হরি দয়াময়' তবে বৃথা উপহাস !
বিরলে চোখের জল পড়ে অনিবার,
দেখ না কি ? আমি যে গো জীবনে নিরাশ

যাত্রাকালে কেহ যদি দেখে মোর মুখ,
ভাবী বিপদের শঙ্কা করে মনে মনে,
তখন হৃদয়ে মোর উপজে কি দুঃখ
জানেন সর্ব্বজ্ঞ যিনি ; বলিব কেমনে ?

আরনা

নাচি গাই হাসি খেলি আমি চিরদিন,
লোকে বলে সন্তোষের নাহি পরিসীমা ;
সে কায যে প্রাণহীন নিরাশা-মলিন,
কেমনে বুঝিবে মোর শোকের গরিমা ?

এই যে সম্মুখে বিশ্ব প'ড়ে সুমহান্
অগণ্য সুষমা যার রাজে দিবারাতি,
ক্লীব আমি মনে হলে হয় তিরোধান,
নিমেষে উজ্জ্বল করি আমিত্বের ভাতি।

নিজদশা ভাবি যবে কাতরহৃদয়,
গঙ্গাতীরে ধীরে ধীরে করি আমি গতি,
জলরাশি দেখি হয় ভীতির উদয়
ঝাঁপ দিতে জলে মোর নাহি থাকে মতি

ক্লীবে সুখদুঃখবোধ কেন দিলে, প্রভু ?
দয়াময় ! লীলা এই কর সংবরণ।
ক্লীবে সুখদুঃখবোধ শোভা পায় কভু ?
আছে যত ক্লীব ভবে কর সংহরণ।

ঘৃত দুগ্ধের শ্রাদ্ধ করি,
অবিদ্যারে আঁকড়ে ধরি,
সংযম কি স্বপনে তা করি না চিন্তন
৩ পাপ জগতে আছে
সবই পাবে আমার কাছে,
যত্ন করে, বুদ্ধি করে রেখেছি গোপন।
পুরুষ মেয়ে আছে যত
তারা আমার পদানত,
বলে গ্রামে নিষ্ঠাবান কেবল ব্রাহ্মণ।
পাড়ার যত দুষ্ট ছেলে
তারা আমায় চিনে ফেলে,
"ভণ্ড" ব'লে পথে ঘাটে করে সম্বোধন

(২) **বৈষ্ণব**

আয়েসের অন্ত নাই
অর্জ্জন করিতে অন্নপান ;
গৃহ ত্যজি বাল্যে আমি
বৈরাগ্যে করেছি অধিষ্ঠান।
কি সুন্দর দেহখানি
সুগোল নিটোল সর্ব্ব স্থান ;
ধর্ম্ম-যণ্ড, ঈশ ছাগ
শরীরসৌষ্ঠবে হয় ম্লান।

মসৃণ মুণ্ডিত মুণ্ডে
বৃষ্টিবিন্দু নাহি পায় স্থান,
বর্ষাকালে ছাতি দিলে
অবহেলে করি প্রত্যাখান।

রহস্য কি বলি তবে,
নব গৃহে নিত্য অভিযান।
সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে
তিন দিন করি অবস্থান।

হরিনামাঙ্কিত বপুঃ,
তুলসীর মালা শোভে গলে ;
আমি কথা কই, কিন্তু
থলি মধ্যে হাত হরি বলে।

াবে দয়া আছে বলি,
নাহি মারি বিছে, মশা, মাছি ,
বলিতে কি বিশ্বে আমি
এদেরই কল্যাণ নিয়ে আছি।

রোগীর তণ্ডুল সূক্ষ্ম
দুগ্ধমাত্র শিশুর আহার
গৃহস্থকল্যাণ ভাবি,
অম্লান বদনে করি পার।

নামে রুচি আছে না কি
মুখে বলি সদা হরিনাম ;
কাল কোথা যাব ভাবি
মনে নাই চিন্তার বিরাম।

তৃণ হতে অতি নীচ,
সভামধ্যে বসি উচ্চাসনে ;
কি বা স্ফূর্ত্তি হয় মনে
পরহস্তে পদসম্বাহনে।

তরু হতে সই আমি ;
শিষ্যগৃহে হলে কোন ত্রুটি,
চর্ব্ব্য চূষ্য পায়ে ঠেলি,
সরোষে সবেগে দূরে ছুটি।

মান আমি নাহি চাই ;
জনশিরে চরণ প্রদান ;
বলে তারা ভূভারতে
পায় নাই এমন সম্মান।

মাধবীর ঘর হতে
চাল আনে ছোট হরিদাস,
অন্য আশা নাই মনে
প্রভুসেবা একমাত্র আশ।

সংযম কি শিক্ষা দিতে
মহাপ্রভু তেয়াগিল তায়।
ত্বরায় প্রয়াগে গিয়া
হরিদাস রাখি দিল কায়।

মোর সাথে ফেরে সদা
সেবাদাসী নবীনযৌবনা ;
সিদ্ধ যেন রামানন্দ,
পারিবে না করিতে কল্পনা।

বল দেখি যোগ্য কি না
দিবানিশি হরিসংকীর্ত্তনে ?
যত পার খোঁজ তুমি
হেন সাধু পাবে না ভুবনে।

(৪) খৃষ্টান

দেখ ধরাতলে আমি আদর্শ খৃষ্টান,
মদ্য-মাংস-পুষ্টকায়,
অসুরের দৈর্ঘ্য তায়,
আচারে বা বলে নিত্য অসুর-সমান ;
মিতাহারী দেবাচার খৃষ্টের সন্তান।

আলয় দেখিবে তুমি
ভোগসুখলীলাভূমি ;
শিল্পরত্নবিমণ্ডিত,
গীতবাদ্যমুখরিত,
রিক্ত সন্ন্যাসীর আমি বিলাসী সন্তান।
"পরে বাসো নিজসম"—
উপদেশ অনুপম
মানবে আদরে খৃষ্ট করিল প্রদান।
উপদেশ শিরে ধরি
সিন্ধু অতিক্রম করি
আমেরিকা মহাদেশে নব অধিষ্ঠান।
সে প্রেম দেখাতে ধরি করাল কৃপাণ,
সে প্রেমমহিমাবলে করে অন্তর্দ্ধান
মার্কিন যাদের ছিল আদি বাসস্থান।
মাতৃক্রোড় শূন্য করি
কৃষ্ণশিশু আনি ধরি
পতি পত্নী মধ্যে করি দূর ব্যবধান ;
ক্রীতদাস-ব্যবসায় জ্বলন্ত প্রমাণ।
ক্রীতদাস নামে প্রাণী
ধরণীতে নাহি মানি
কার্য্যে ক্রীতদাস কোটি কোটি বর্ত্তমান,
আমাদেরই প্রেম হয় তাহার নিদান।

সে প্রেমের দেখ বল,
নরনারীচক্ষে জল
এসিয়া আফ্রিকাদেশে সদা বহমান,
ধরাতলে দেখ আমি আদর্শ খৃষ্টান।
রক্তপ্লুত দেবশিশু,
ক্রুশোপরি বলে যীশু,
"অবোধ এ হন্ত্রিদলে কর প্রভু ত্রাণ
আমাদের হলে ত্রুটি,
দেশ জন পদ লুটি
গৃহস্থের বাস্তু হয় ভীষণ শ্মশান ;
জনপূর্ণ জনপদ শূন্য মরুস্থান।
ধরাতলে দেখ আমি আদর্শ খৃষ্টান।
বিদ্ধ মাত্র একবার
নরদেহ দেবতার ;
ভণ্ড ইহুদীর দল সাক্ষাৎ সয়তান।
খৃষ্টানের মহাপাপে
নিদারুণ মনস্তাপে,
কোটিবার ক্রুশবিদ্ধ যীশু বিশ্বপ্রাণ,
ধরাতলে আমি যে গো আদর্শ খৃষ্টান।

(৫) জৈন

উপাস্য দেবতা জিন,
জৈন আমি খ্যাত দুনিয়ায় ;
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ,
ভগবান লিখিল গীতায়।
জৈন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা মম
অবিরত কাজে ও কথায়।

বিপুল আপণশ্রেণী
সহরে সহরে শোভমান।
জনহীন পথিপার্শ্বে
বিপণির ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান।
ইতস্ততঃ চেয়ে দেখ,
অর্থ মম দেবতা মহান্।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ ;
গরীবের করি সর্ব্বনাশ,
পরদেশজাত বস্ত্রে
লক্ষ্মী মম নিত্য করে বাস।
পরিহরি তন্তু দেখ
তন্তুবায় করে চাষবাস।

তীর্থে তীর্থে ধর্ম্মশালা
প্রাসাদেরে করে পরিহাস ;

আরজ্ঞা

ক্লান্ত যাত্রী পায় স্থান,
আনন্দেতে করে জয়োল্লাস।
রক্ষকেরে টাকা দিলে
দ্বিতলের রম্য গৃহে বাস।

দোকানে আসিলে ক্রেতা,
ঘৃত বলি বিষ করি দান।
ঘৃতপক্কে নিত্য রুচি,
শুদ্ধ ঘৃত করি আমি পান।
নাভি নীচে বস্ত্রগ্রন্থি
লম্বোদর চাক্ষুষ প্রমাণ।

জীবে দয়া মহাবীর
যত্ন করি শিখাল আমায় ;
পিপীলিকা সদা তৃপ্ত
অবনীতে দত্ত শর্করায়।
পয়সার বিনিময়ে
খাটমলে নররক্ত খায়।

জৈন আমি, জৈন আমি,
বিপুল ঔদার্য্য মূর্ত্তিমান,
সহরের সন্নিকটে
উপবন করেছি নির্ম্মাণ।

সন্ধ্যাকালে যাই তথা,
শুনি সদা অবিদ্যার গান।

জিন আর মহাবীর
ভক্তি দেখি ফেলে অশ্রুজল
বিলাসের অতিভূমি,
চারিদিকে ফলিছে সুফল।
উল্লম্ফি আসিয়া ধ্বংস
আলিঙ্গন করে বক্ষঃস্থল।

(৬) বৌদ্ধ

যে দেশে জন্মিল বুদ্ধ,
সেই দেশে নাই মম স্থান;
মম বাসভূমি আজ
ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত, জাপান

এহেন দুর্দ্দশা মম
কেমনে হইল জান তুমি ?
আদিতে ভারত ছিল
অহিংসা-মৈত্রীর লীলাভূমি

আয়না।

শ্রোত্রিয়ের যজ্ঞাহুতি,
শত শত পশুর হননে
দেখি উপজিল দয়া
বিশ্বপ্রাণ সিদ্ধার্থের মনে।

নিন্দা করি যজ্ঞবিধি
বুদ্ধ পুনঃ করিল প্রচার
অহিংসা পরম ধর্ম্ম,
সর্ব্বজীবে মৈত্রী অনিবার।

পরিহরি শিশুপুত্রে,
পরিহরি গোপার বিলাস,
তুচ্ছ করি রাজসুখ,
বুদ্ধদেব গ্রহিল সন্ন্যাস।

অন্তর্হিত জীবহিংসা
সে মহান্ সাধনার ফলে;
অহিংসার শুভ্র ছায়া
দেখা দিলা ব্যোমে, জলে, স্থলে।

শক্র হত মহাহবে,
চণ্ডাশোকে আনন্দ অপার,
চণ্ডাশোকে ধর্ম্মাশোক
করে দিল ধর্ম্ম সুকুমার।

দেখ মৈত্রী মূর্ত্তিমতী
পান্থশালা চিকিৎসা-আলয়,
ছায়াতরু পথপার্শ্বে
পশুশালা ভূভারতময়

বিদ্যা চতুঃষষ্ঠী কলা
সেবে সুধী পল্লীতে নগরে ;
কেন্দ্র তার নালন্দায়,
অন্য কেন্দ্র তক্ষশীলাপরে।

জ্ঞানজ্যোতিঃ ধর্ম্মজ্যোতিঃ
সমুজ্জ্বল ভারত ভূভাগ ;
অন্য দেশ হতে সুধী
আসে হেথা দেশ করি ত্যাগ

নিজসুখে বীতরাগ,
পরসুখে করুণাচঞ্চল,
চলি যায় বিদেশেতে
বিশ্বহিতে শ্রমণের দল।

তাঁদের সে জ্ঞানবলে,
ততোধিক চরিত্রের বলে,
কঠোর কোমল হয় ;
অপরূপ দৃশ্য ধরাতলে।

আবার ভাতিল বিশ্বে
অহিংসার রূপ বিমোহন,
হাসিমুখে মৈত্রী দিল
বিশ্বজনে গাঢ় আলিঙ্গন।

কালবশে ধর্ম্মগ্লানি,
মঠে রাজে বিভ্রম বিলাস,
চর্ব্ব্যে চূষ্যে লেহ্যে পেয়ে
অনুরাগ হইল প্রকাশ।

সন্ন্যাসী শ্রমণ হ'ল
ভোগাসক্ত তান্ত্রিকের দল ;
মৎস্যমাংসমদ্যযোগে
মুক্তিতরে সাধনা কেবল।

দক্ষিণে মানবীগর্ভে
জন্ম নিল সংহারী শঙ্কর,
অশিবে নাশিতে শিব
আবির্ভূত ধরণী উপর।

দুর্ব্বিষহ রুদ্রতেজ
দূরে খেদাইল ভণ্ডদলে,
বেদধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত
পুনর্ব্বার অবনীমণ্ডলে।

এখনও অহিংসাধর্ম্ম
চীনদেশে হয় নাই ম্লান ;
তৈলপায়ী হতে হস্তী
বৌদ্ধের উদরে পায় স্থান

মৈত্রী ভালবাসে বৌদ্ধ,
বিশেষতঃ জ্যাপ মহাবীর,
রণে লক্ষ রুশে নাশি
বিঘোষিল মহিমা মৈত্রীর

একনাম যুগপৎ
কেমনে করিবে শতবার ?
কৌশলে লভিতে পুণ্য
আবিষ্কার চক্র প্রার্থনার।

তিব্বতী ঘোরায় চক্র,
বুদ্ধ ভাসে নয়নের জলে ;
নীরব চতুর ভক্ত,
ঘূর্ণমান চক্র 'বুদ্ধ' বলে।

এ হেন বুদ্ধের ভক্ত
দেখিবে না কভু এশিয়ায়,
অহিংসা মৈত্রীকে আমি
একচেটে করেছি ধরায়।

(২) ব্রাহ্মণ

গ্রামে আছে ব্রাহ্মণ বটু,
কতই শোনে কথা কটু,
ভুলেও করেনা কভু আহ্নিক তর্পণ।

কভু নাহি দেবতা পূজে,
কাজ করে না বুঝে সুঝে,
অবিরত পরতরে আত্মবিসর্জ্জন।

মুখে সদাই মিষ্ট কথা,
দেয় না কারো মনে ব্যথা,
ভাবে বিশ্ব নর নারী মূর্ত্ত নারায়ণ।

অসহায় রোগীপাশে
রাত কাটায় অনায়াসে,
সিদ্ধমন্ত্র সেবাব্রতে বিশ্বে অতুলন।

রাত দুপুরে রোগী মরে,
বামুণ বেটা পরতরে
একে ওকে ডেকে করে শ্মশানে গমন।

আগুন লাগে পরের ঘরে,
দিক্‌পালের শক্তি ধরে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা স্নান মনে থাকে না তখন।

যখন কেহ দায়ে ঠেকে,
অমনি তারে আনে ডেকে,
জানে তারা না বলিতে জানে না কখন।

বুড়োরা সব বলে কেসে,
বামুন হেন নাহি দেশে,
নারায়ণে দিল না সে তুলসী চন্দন।

মেয়ে পুরুষ বলে হেসে,
এমন বোকা নাহি দেশে,
পরতরে আত্মবলি করে অনুক্ষণ।

পাড়ার যত দুষ্ট ছেলে
সতত তার সঙ্গে মেলে,
করে তারা যা বলে সে মন্ত্র-সম্মোহন।

প্রতিশোধ

মধুর বসন্ত ঋতু ; শান্ত সন্ধ্যাকাল ,
হইছে শ্যামায়মান প্রান্তর বিশাল ;
বিরাজে কুটীর ক্ষুদ্র প্রান্তদেশে তার,
ঘন তরুরাজি মাঝে,—দস্যুর আগার।
"জ্বালো দীপ," কহে দস্যু সম্বোধিয়া স্ত্রীরে,
"অদৃশ্য হইছে সব সন্ধ্যার তিমিরে।
"যাও শীঘ্র আন সুরা ভাণ্ড পূর্ণ করি,
"আন খাদ্য দগ্ধ মৎস্য, ধীবর সুন্দরী।
"পরিহরি নরভাব কালকূট পানে,
"প্রতিনিশি নরহত্যা, জীবিকা প্রদানে,
"করি আমি তোমা লাগি, জীবনতোষিনী,
"আন খাদ্য, আন সুরা সন্তোষদায়িনী।"

সুরা আর দগ্ধ মৎস্য আনিয়া সত্বর,
স্বামীর সম্মুখে রাখি করি যোড়কর,
বলে ধীরে দস্যুপত্নী সজল নয়নে,
"কোথা সুখ হেন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনে ?
"বিধবার আর্ত্তনাদ, মাতার ক্রন্দন
"শান্তিহীন করিতেছে শান্তিনিকেতন।

লিখিতেছে চিত্রগুপ্ত নির্ম্মম অন্তরে
"যত মহাপাপ তব অমোঘ অন্তরে।
"পরলোকে ধর্ম্মরাজ রাজসিংহাসনে
"সতত আসীন, হায়! পাপীর শাসনে।
"ভাবি সদা গতি তব কম্পিতহৃদয়;
"কর পরলোকচিন্তা, রয়েছে সময়।
দুর্ল্লঙ্ঘ্য যে কর্ম্মফল, কোথায় নিস্তার?
"নরহত্যা পাপবৃত্তি কর পরিহার।
"ধরিয়া ধীবরবৃত্তি কিম্বা দ্বারপাল
"হইয়া ধনীর গৃহে রক্ষ পরকাল।"

"রেখে দাও ধর্ম্মকথা, পরকালভয়,
"ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
"আসব অমৃত উৎস সুখের নিদান:
"স্বর্গসুখ পাই আমি করি যবে পান।
"নরহত্যা কুলপ্রথা বৃত্তি চিরন্তন;
"মৎস্যজীবী, দ্বারপাল হব না কখন।"
কথা না হইতে শেষ বংশখণ্ড ধরি,
অদৃশ্য হইলে দস্যু কালী নাম স্মরি।

অবসিত বহুক্ষণ পুণ্য সন্ধ্যাকাল,
গভীর তিমিরাবৃত প্রান্তর বিশাল।

আরব।

উর্দ্ধদেশে অন্তহীন গগন মণ্ডল,
অধোদেশে অন্তবান্ ক্ষুদ্র ধরাতল।
সান্ত সনে অনন্তের মধুর মিলন,
এক দুই, দুই এক, রহস্য মোহন।
পুষ্পবান বনস্পতি, পত্রের মর্ম্মর,
সুগন্ধ মলয়ানীল, কোকিলের স্বর,
সুখিত মানব মন করয়ে চঞ্চল ;
সান্তেতে অনন্ত ছায়া প্রমাণ উজ্জ্বল

পতিরে প্রস্থিত দেখি বিষাদবিহ্বল,
রহিল ক্ষণেক বামা নির্ব্বাক্ নিশ্চল।
অনন্তর রুদ্ধ করি কুটীরের দ্বার,
শুইল ধরণীতলে বিষাদ-আধার।
অবসন্ন শ্রান্ত ক্ষীণ তনুখানি তার
ক্রমশঃ লভিল, আহা, সান্ত্বনা তন্দ্রার
সহসা উন্মীলি নেত্র শীর্ষদেশে তার
দেখিল ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ-আকার।
স্পষ্টাক্ষরে কহে মূর্ত্তি স্থির অসংশয়,
"অপঘাতে মৃত তব তরুণ তনয়।"
সহসা উঠিয়া বসি করে নিরীক্ষণ,
দেখিতে না পায় বামা মূর্ত্তি বিভীষণ।

দীপালোকে আলোকিত কুটীর-অন্তর,
তথাপি রোমাঞ্চকায় কাঁপে থরথর।
"রাম, রাম, হরি, হরি," বলে মনে মনে,
আচম্বিতে "মা, মা" শব্দ পশিল শ্রবণে।

পরিচিত কণ্ঠস্বর, আনন্দ অপার:
পরাজি বিদ্যুৎ-গতি কুটির দুয়ার
খুলি দিল দস্যুপত্নী; প্রবাসী তনয়
প্রণমিল মাতৃপদে, উজ্জ্বলি আলয়।
স্বপ্নগত পুত্রবার্ত্তা শোকপারাবার,
পুরঃস্থিত পুত্রপ্রীতি অতীত ভাষার।

"ধৌত করি স্বিন্ন দেহ বাপী-শীত-নীরে
"শ্রান্তি দূর কর, বৎস! মলয়সমীরে।
"সমাপি আহারশেষ করহ শয়ন
"মম পার্শ্বে শান্ত স্থির শৈশবে যেমন,"
সম্বোধি কহিলা মাতা প্রবাসী তনয়ে।

না চাহে থাকিতে পুত্র আপন আলয়ে।
না দেখি প্রিয়ার মুখ মলিন বদন,
মনে জাগে প্রিয়ামুখ মানসতর্পণ।
"দ্রুত তরে যাও, বৎস! কহিলা জননী,
"হতেছে গভীর ক্রমে আঁধার রজনী।"

প্রণমি মাতারে পুত্র করিল গমন :
সহসা পশিল কর্ণে পেচকনিস্বন।

দ্বিখণ্ডিয়া রাজপথ প্রান্তর বিশাল
হইছে অদৃশ্য ক্রমে ভেদি চক্রবাল।
বটতরু মহাপ্রাণ দুই পার্শ্বে তার
দিবা দ্বিপ্রহরে করে ঘন অন্ধকার।
ঘনতর অন্ধকার নিশীথ সময়
তরুতলে রহে দস্যু চঞ্চলহৃদয়।

সহসা পশিল কর্ণে নরপদধ্বনি,
বংশখণ্ড ধরি হ'ল প্রস্তুত অমনি।
শব্দ লক্ষ্য করি তাহে নিক্ষেপিল তায়,
আহতচরণ পান্থ পড়িল ধরায়।
নিমেষে নিকটে তার ছাড়িয়া হুঙ্কার,
উপস্থিত হল দস্যু করিতে সংহার।

স্বর শুনি চিনে যুবা জনক তাহার,
বলে, "রক্ষ, রক্ষ পিতঃ, জীবন আমার
হতজ্ঞান সুরাপানে কহিল বচন,
"প্রাণভয়ে কর বুঝি পিতৃসম্বোধন ?"
মুহূর্ত্ত অপেক্ষা তার সহিল না, হায় !
লয় বস্ত্র বধি তারে করি নগ্নকায়।

আকাশে তারকা হাসে শান্ত সুবিমল
প্রহাসি মানব-রক্ত-সিক্ত ধরাতল।
না হইতে নিশিশেষ আনিয়া বসন
পুত্রহা পত্নীর করে করিল অর্পণ।
দীপালোকে আলোকিত দস্যুর কুটীর,
মার মন আবরিল প্রগাঢ় তিমির।
"হা পুত্র", বলিয়া পড়ে মূর্চ্ছিত ধরায়,
নিমেষে হইল তার প্রাণশূন্য কায়।
অকস্মাৎ গন্ধবহ-মলয়-চঞ্চল
গাহিল প্রভাতগীতি সুখে পিকদল।

সৌরকর-সমুজ্জ্বল ধরিত্রী সুন্দরী,
নির্মেঘ শরদাকাশে চন্দ্রমার ভাতি,
নিত্যনব লীলাময় সমুদ্রলহরী,
পিককুলমুখরিত বসন্তের রাতি,
আছে কি সুষমা হেন দূর পরপারে?
কেমনে যাইব বল ছাড়ি এ সংসারে!

পিতার জ্ঞানের কথা, মার সুধাধারা,
পত্নীর সস্নেহ দৃষ্টি প্রীতিপারাবার,
পুত্রকন্যাপ্রিয়মুখ ভবে ধ্রুবতারা,
সুহৃৎ-শীতলছায়া উৎস সান্ত্বনার,

আরনা

আছে কি আনন্দ হেন দূর পরপারে ?
কেমনে যাইব বল ছাড়ি এ সংসারে ?

পুত্র-শোকাতুর-বৃদ্ধ পিতার প্রলাপ,
রুগ্ন-শিশু-শয্যাপার্শ্বে মাতার ক্রন্দন,
বিধবার আর্ত্তনাদ, ভাগ্যে অভিশাপ,
রোগীর সত্রাস উক্তি, করুণ নয়ন ;
কেমনে যাইব বল দূর পরপারে
না দিয়া প্রবোধবাক্য সদা এসবারে ?

কত শত বৎসরের নরকযন্ত্রনা,
দুর্ব্বিষহ কালছায়া মুখে জীবাত্মার,
বক্ষঃ চিরি রক্তপানে শাশ্বত বেদনা,
তার'পরে নিত্যনর দৈত্য-অত্যাচার ;
কেমনে যাইব বল দূর পরপারে,
আত্মারে নিমগ্ন দেখি অকূল পাথারে ?

সম্মুখে ভাসিছে সদা আদর্শ মহান্ —
আত্মজয়ী বীর হব, হব বিশ্বজয়ী,
শক্তিপদে রিপুদলে করি বলিদান,
অহিংসা-মৈত্রীতে সিদ্ধ অসক্ত বিষয়ী।
কেমনে যাইব বল দূর পরপারে
আদর্শে আদর্শ রাখি এ মর সংসারে ?

ক'টা দিন আর ?

ক'টা দিন আর ?
ফেলে চলে গেছে যারা,
আর না ফিরিবে তারা
বিরহ অপার !

ক'টা দিন আর ?
নারীমূর্ত্তি অনুপম,
দেবী বলে হত ভ্রম।
ছায়া সুষমার !

ক'টা দিন আর ?
বৃক্ষপত্রে বায়ুস্বনে,
এখনও সে আসে মনে
ছলনা আশার !

ক'টা দিন আর ?
শুনিলে মধুর গান
চঞ্চল সে করে প্রাণ ;
মনে আছে তার ?

আরনা

ক'টা দিন আর ?
ভবস্থিতি ব্যবধান
টুটি দিবে পরিত্রাণ,
মিলন আবার !

ক'টা দিন আর ?
সে দিনের প্রতীক্ষায়
আশা আসে, আশা যায়
বিরস সংসার !

ক'টা দিন আর ?
লক্ষ্যহীন হয়ে ছুটি,
পদে পদে করি ত্রুটি ;
নয়নে আসার।

ক'টা দিন আর ?
নরতৃণে নারায়ণ
নিত্য করি দরশন,
নমি বারবার।

ক'টা দিন আর ?
অশ্রু মুছি, হাসি আনি
মগ্ন করি সব প্রাণী
স্রোতে অহিংসার।

ক'টা দিন আর ?
সে দিন আসিবে কবে ?
চলে যাব রাখি সবে
স্মৃতিমাত্র সার।

ক'টা দিন আর ?
সঙ্গ নাই সুখভোগে,
মৃত্যুছায়া দেখি রোগে :
মানস বিকার।

ক'টা দিন আর ?
আলো বুঝি নিবে যায়,
দূরে কে পূরবী গায়।
নামিছে আঁধার।

কর প্রভু পতিতে উদ্ধার
দিয়ে দীনে কণা করুণার।
জ্বালো মনে আলো অনিবার,
ঘুচে যাক্ চির-অন্ধকার।
একদিন উজ্জ্বল আলোক
উজলিল ভূলোক দ্যুলোক ;
পিছু তার অনন্ত সুন্দর
ছায়া কার ছোতিল অন্তর।

গেছে আলো, গাঢ় অন্ধকার ;
গেছে ছায়া, বিরহ অপার।
সে আলো কি দেখাবে না আর?
না দেখাও মুছ স্মৃতি তার।
তা কেন হে, পতিতে উদ্ধার
কর দিয়ে কণা করুণার।

স্বামী বিবেকানন্দ

(৺ নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি,এ)

নানা-দেশ-অগ্রগণ্য ধর্ম্মাচার্য্যগণে
বিমণ্ডিত ধর্ম্মসভা সিকাগো নগরে।
ভারতের ধর্ম্মকথা তব কণ্ঠস্বরে
মুগ্ধ করি সুধীবৃন্দে উঠিল গগনে।
স্বাধীন মনীষিবৃন্দ পরাধীন জনে
করি তত্ত্বসুধাপান বন্দিল সাদরে।
প্রোজ্জ্বল ভারতমুখ তব যশঃকরে
রহিবে হে চিরদিন বিশ্বের নয়নে।
দেবব্রত ব্রহ্মচারী জনকের তরে,
তুমি, দেব, ব্রহ্মচারী বিশ্বহিত লাগি

রামকৃষ্ণপ্রিয়শিষ্য তুমি সর্ব্বত্যাগী,
শৌর্য্যে বীর্য্যে ভীষ্মসম ধরণী ভিতরে।
ধর্ম্মপক্ষবধে ভীষ্ম কলঙ্কের ভাগী,
নিষ্কলঙ্ক তুমি বিশ্বপ্রেমঅনুরাগী।

শ্রী

(১)

যখন শুনিনু তুমি করেছ প্রস্থান
বিদ্যা গৃহ সুখ আশা বিদলি চরণে,
সত্যতরে করিবারে প্রাণবলিদান,
দীক্ষা নিতে মহাব্রতে মহাযোগীসনে,
শান্ত স্নিগ্ধ বাল্যমুখ আসিয়া স্মরণে
অন্তরে বাহিরে তমঃ করিল বিস্তার।
কোথা থেকে আসি জ্ঞান উজ্জ্বল কিরণে
নাশে বর্ত্তমান আর ভাবী অন্ধকার।
দেখি আমি মাতৃমূর্ত্তি মুক্তিসিংহাসনে
প্রতিষ্ঠিত পুনর্ব্বার ভক্ততপোবলে;
কল্পান্তে নিরত নর আনন্দ-নর্ত্তনে,
সহস্র শৃঙ্খল তার পড়ে পদতলে।
মহাযজ্ঞ চায় সদা আত্ম-বলিদান;
নিজের কল্যাণত্যাগে বিশ্বের কল্যাণ

শ্রী———

(২)

(আট বৎসর পরে)

বহুদিন পরে দেখা চিনিতে না পারি,
কোথা সে লাবণ্য তব, ভেদি অন্তস্তল,
দেখাইত ভাবলীলা চিরচিত্তহারী ?
কোথা সে অমৃতধারা বচন সরল ?

ভাসে না নয়নে কেন প্রেমের বিলাস ?
গুরুপ্রীতি দেশপ্রীতি নরপ্রীতি আর ?
সহসা কেন বা শেষ নরত্ব-বিকাশ ?
কোথা পরতরে আত্মবিস্মৃতি-সম্ভার ?

হয়েছে জীবন-লক্ষ্য অর্থ-সর্ব্বগ্রাসী ?
ভুলেছ কি বলেছেন সাধু মহাজন,
শ্রীশঙ্কর, রামকৃষ্ণ, ঈশা অবিনাশী ?
অর্থপদে মনুষ্যত্ব কেন বিসর্জ্জন ?

কিম্বা তুমি সেই তুমি, আমি দৃষ্টিহীন,
চিনিতে পারে না বুঝি নবীনে প্রবীণ।

সরস্বতীর প্রতি

এসেছে আবার দাস বহুদিন পরে
অর্চ্চনা করিতে তব চরণযুগল ;
দীন জন কোথা পাবে শ্বেত শতদল
অথবা মৌক্তিকরাজি ! অর্চ্চনার তরে
আনিয়াছে অশ্রুবিন্দু সভয় অন্তরে
পবিত্র বিষাদ-জাত বিশদ বিমল।
অসংশয় তুচ্ছ দ্রব্য ; ভরসা কেবল
অনন্ত করুণা তব। গ্রহিয়া সাদরে
বিতর প্রসাদ তুমি হতভাগ্য জনে।
উন্মুক্ত অন্তরে দুঃখী বলিবে তোমায়
ভাবস্থির শোকাবলী। মানব শ্রবণে
কখন কহে নি যাহা অস্ফুট ভাষায়
পরিহাসভরে কিংবা অবজ্ঞাকারণে
সান্ত্বনা লভিবে নিত্য বলিয়া তাহায়।

লক্ষ্মীর মহাপ্রস্থানে

"কেহ না করিতে চাহে শেষ প্রসাধন,"
আসি নারী কহে এক, "করহ গমন ;
"চরণে অলক্ত দাও, সীমন্তে সিন্দুর,
"ললাটে সিন্দুরবিন্দু ; শোক কর দূর।"
গীতার সান্ত্বনাবজ্রে, দর্শন পাষাণে
রুদ্ধ করি অশ্রুদ্বার, যাইনু সেখানে।
শয়িতা সোদরপুত্রী, স্থির অচঞ্চল,
সুষুপ্তিতে দেখে যেন ব্রহ্ম নিরমল !

অশ্রুস্রোতে ভাসে গীতা, ভাসে দরশন,
সহসা আসিয়া নারী কহিল তখন,
"কর কি ? সম্বর অশ্রু, মুছহ নয়ন।
"অশ্রু যদি স্পর্শে শয্যা, হবে অকল্যাণ।
"সতীর কল্যাণ ভাবি হও সাবধান।"
অবসন্ন সর্ব্বদেহ ; হস্ত কম্পমান ;
সাধনে অক্ষম ভাবি, করিনু প্রস্থান।

"শেষ ক্রিয়া কর, ভ্রাতঃ, কহে সহোদর,
"জামাতা প্রবাসে, আমি শ্রান্তকলেবর।"

আদেশ গরলে হ'ল নিষ্পন্দ শরীর,
অবিরল ধারে পুনঃ বহে অশ্রুনীর।
উজ্জ্বল ভাস্করকর, প্রকৃতির হাসি—
নয়নাগ্রে মনোমাঝে শুধু তমোরাশি।

যেই মুখে তুলে দিছি নবনী শীতল,
দিতে হবে সেই মুখে জ্বলন্ত অনল!
একথা যখনই হল মানসে উদয়,
অন্তরে বাহিরে শূন্য, শূন্য বিশ্বময়।
চাঞ্চল্য দেখিয়া কহে ব্রাহ্মণ প্রবীণ,
"সধবা সোদরকন্যা, সন্তানবিহীন।
"পতি পিতা পিতৃব্যেতে আছে অধিকার,
"অন্যেরে করিতে নাই অন্ত্যেষ্টি তাহার।"

শ্মশানে শায়িত দেহ সুষমার রাশি,
অথবা আলোকপুঞ্জ জগদ্উদ্ভাসী।
ঘন ঘন ব্রাহ্মণেরা করে হরিধ্বনি,
শ্রবণে প্রবেশে যেন কঠোর অশনি
অকস্মাৎ চিতাধূমে ব্যাপ্ত দিগন্তর,
অদৃশ্য হইল তার কম কলেবর।
অকস্মাৎ জ্বলি উঠে নিষ্ঠুর অনল,
ভস্মীভূত হল তার বপু সুবিমল।

আর ভস্মীভূত হল পরলোকজ্ঞান,
বহুদিন-সুসঞ্চিত পুস্তকের দান।
অমর জীবাত্মা, মর মানব-শরীর,
উপললব্ধি কভু তুমি করেছ কি ধীর?
শূন্যপ্রাণে গৃহে আসি যে দিকে তাকাই,
হাসি হাসি মুখ মার দেখিবারে পাই।
অমনি গলিয়া শোক হয় অশ্রুজল,
অন্ধকার দেখি চক্ষে সংসার সকল।

৺দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়

নির্জ্জনে করিয়া ধ্যান,
লভেছিলে মহাজ্ঞান,
ব্যাধি হতে মানবেরে করিতে নিস্তার।

কত শত দুঃখী দীন
অকালে জীবনহীন
হইত না পেত যদি কণা করুণার।

মুমূর্ষু স্বামীর পাশে
অশ্রুনীরে সতী ভাসে;
পুনঃ স্বামী পেয়ে হাসে কৃপায় তোমার।

পিতা রোগে ম্রিয়মাণ,
শোকস্থির মার প্রাণ,
নির্ব্বাক্ দাঁড়ায়ে কাঁদে শিশুগুলি তার।
শিবরূপে দিলে ত্রাণ ;
পূরে গেল শিবগান,
শ্রুত দূরে, বহুদূরে প্রতিধ্বনি তার।
এদিকে স্বদেশবাসী,
ঘন, সান্দ্র তমোরাশি,
উপরাগে দেখে লীলা উপদেবতার।
অথবা বিপদ্ কালে
অঙ্গুলি তুলিয়া ভালে
নিশ্চেষ্ট হইয়ে দেয় অদৃষ্টে ধিক্কার।
ঘুচাতে তাহার ভ্রম,
করিলে বিবিধ শ্রম,
জ্ঞানালোক দিয়ে তারে করিতে উদ্ধার
সাধিতে স্বদেশ-হিত
অবহেলি গ্রীষ্ম শীত,
অবহেলি স্বাস্থ্য নিজ কল্যাণ-আধার,
আনিলে প্রচুর ধন,
নাহি দিলে সুখে মন,
করিলে প্রতিষ্ঠা তুমি বিজ্ঞান-আগার

আয়না

জনমি ব্রাহ্মণ কুলে,
জাতি-অভিমান ভুলে;
গুনী বৈশ্যে করে দিলে উৎসর্গ তাহার।
মণিপূর্ণ কলেবর
শোভে নিত্য মহীধর;
নির্ব্বোধ শুধুই দেখে বন্ধুরতা তার।
রত্নাকর বারিধির
ভৈরব আরাব স্থির
অজ্ঞান চকিতচিত্ত শুনে অনিবার।
তথা রুদ্রমূর্ত্তি তব,
গম্ভীর কর্কশ রব,
দেখিত শুনিত মূর্খ, না বুঝিত সার।

অর্দ্ধ-বিকশিত ফুলে
যদি কেহ লয় তুলে,
পূর্ণ বিকাশের আশা থাকে না তাহার।
অথবা প্রভাত-রবি,
জলদে মলিনছবি,
মধ্যাহ্নে না দেয় আলো উদ্ভাসি সংসার
তেমতি তোমার মন
লভি অর্দ্ধ-বিকশন,
অকালে কালের করে পাইল সংহার।

অশ্বপৃষ্ঠে বনে বনে,
নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে,
ভল্লপানি, করিতে হে বরাহশিকার।

বপু তব লৌহময়
সদা দিত পরিচয়
পুরাতন রাজস্থানে ক্ষত্রিয়কুমার।

প্রাচ্য বা প্রতীচ্য জ্ঞান
করিত উজল প্রাণ ;
খেলিত মুখেতে তার জ্যোতিঃ অনিবার।

ঋষির অন্তরদৃষ্টি,
নিত্য সমাজের সৃষ্টি,
নশ্বর বালিকাব্রতে করিতে প্রচার।

আনিতে বিপুল ধন,
ভোগে বা বিলাসে মন
নাহি দিতে তুমি কিংবা তব পরিবার।

সর্ব্বদা আপনা ভুলি,
মুক্ত হস্তে দিতে তুলি
মাতৃভক্তে করিবারে শকতিসঞ্চার।

অভিজাত্য মূল যার,
অথবা সম্পত্তি সার,
সে শক্তি অচিরস্থায়ী জলবিম্বপ্রায়।

ধর্ম্ম-বুদ্ধি-জাত যাহা,
নিত্য সত্য স্থায়ী তাহা,
সর্গে বা সংহারে ধরে নব নব কায়।

অন্যায়েরে ন্যায় বলি,
সত্যেরে চরণে দলি,
চাহ নাই কোন দিন নাম যশঃ মান।

অথবা পরের লাগি,
প্রভুরে সর্ব্বস্ব ত্যাগি,
ভ্রাতৃরক্তে কর নাই মাতৃ-বলিদান।

স্বদেশবাসীর হিতে,
বদ্ধজীবে মুক্তি দিতে,
করিলে জীবনব্যাপী সাধনা অপার।

প্রবল তরঙ্গ তার
আঘাতিছে চারিধার ;
কবে গো ঘুচিবে বল অসহ ভূভার ?

১

জেনে শুনে চেয়ে দেখে শৃঙ্খল পরেছি পায়,
চরণ চলে না আর, অসাড় শৃঙ্খল-ঘায়।

২

নদ নদী হ্রদ সিন্ধু
মরু গিরি তপোবন,
পুরী পল্লী জনপদ
চিত্তে আনে উন্মাদন।

—৩—

হেরিতে এসবে জাগে
অমর পিয়াস প্রাণে,
স্বপ্নদৃষ্ট স্বর্গ যথা
জাগরণে মন টানে।

—৪—

বিস্ময়ে বিষাদে দেখি
শৃঙ্খল পরেছি পায়,
এ জীবনে এ শৃঙ্খল
টুটিবে না একি দায়।

—৫—

বিশ্বের অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
সাহিত্য-দর্শন-দেশ,
অম্লান ভাবনারাজি
নিত্য-রমণীয়-বেশ।

—৬—

ভ্রমিতে সে দেশে সদা
অথবা করিতে বাস,
সিন্ধুগামী স্রোত যথা
নিত্য ধায় অভিলাষ।

—৭—

বিস্ময়ে বিষাদে দেখি
শৃঙ্খল পরেছি পায় ;
এ জীবনে এ শৃঙ্খল
টুটিবে না একি দায় !

—৮—

গৌরব-মুকুট-হৃত
দৈত্য-দ্রুত মা আমার,
শুষ্ক অশ্রু রক্তধারা
বহে চোখে অনিবার।

—৯—

নিত্য নব অত্যাচারে
উর্দ্ধশ্বাস যন্ত্রণায়।
রক্ত দিতে প্রাণ দিতে
মার তরে চিত ধায়।

—১০—

বিস্ময়ে বিষাদে দেখি
শৃঙ্খল পরেছি পায় ;
এ জীবনে এ শৃঙ্খল
টুটিবে না একি দায় !

দামোদরের প্রতি

বর্ষার প্রথম মাস বিগতে বিলুপ্তপ্রায়,
কেন সুপ্ত শান্ত তুমি, কেন তুমি ক্ষীণকায় ?
অলজ্ঘ্য বিধির বিধি হরেছে কি তেজ তব ?
তাই কি প্রশান্তমূর্ত্তি, তাই কি বিগতরব ?

আরনা

বাল্যে দাঁড়াইয়া তীরে দেখেছি সে ভীমোচ্ছ্বাস,
দেখেছি তাণ্ডব নৃত্য, নিবিড় লোহিত বাস,
দেখেছি তরঙ্গভঙ্গ, তরু-গৃহ-তট-পাত,
সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় যেন দেখি ঘাত প্রতিঘাত।
আগে যারা পলাইত, দূরে করি প্রণিপাত,
আজ তারা লঙ্ঘে তোমা, বক্ষে করি পদাঘাত।
অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি, তাই এই অপমান?
তা নহে, হে দামোদর, তা নহে, হে মহাপ্রাণ।

ছিন্ন করি অঙ্গ তব সার্থবাহ স্বার্থপর
লোভে অন্ধ করিতেছে রক্তপাত নিরন্তর।
নিক্ষেপিয়া বক্ষে তব দুর্ব্বহ ইষ্টকস্তম্ভ
সেতুরূপে প্রকাশিত বিপুল বণিকদম্ভ।

তাই তুমি রুদ্ধশ্বাস, তাই তুমি গতরব,
অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি করে নাই অভিভব।
কার নাম ধর তুমি, জান কি হে দামোদর?
ব্যর্থ চেষ্টা যশোদার বাঁধে সেই কলেবর।

উল্লম্ফি গর্জ্জিয়া উঠি, নাচ পুনঃ রুদ্রতালে,
চূর্ণ কর সার্থদম্ভ, বিড়ম্বিয়া মহাকালে।
আগে যারা পলাইত, দূরে করি নমস্কার,
দেখি রুদ্র মূর্ত্তি তব, দূরে যাক্ পুনর্ব্বার।

বাল্যে যথা এ বার্দ্ধকে, দাঁড়াইয়া তব তীরে
সংজ্ঞা লোপ হোক্ মম, দেখি কালছায়া নীরে।
উদ্দাম স্বাধীন মূর্ত্তি দেখি তব পুনর্ব্বার,
ধন্য হোক্ বন্দীপ্রাণ, করি পদে নমস্কার।

সে

সেই রম্য স্থান
যেখানে তোমার স্থিতি, চির মধুমাস;
ভাসে পিকগান,
চঞ্চল মলয়ানিলে জাগায়ে পিয়াস,
চির মধুমাস!

রজনীগন্ধায়
কামিনী, সেফালী বেলে মুখশ্রী-বিকাশ,
কোমল সন্ধ্যায়
হৃদয়ের কোমলতা বিভ্রম বিলাস!

আয়না

সদা জাগে মনে,
আবার মিলনে নিত্য নব অভিলাষ।
অতৃপ্ত নয়নে
অমর মানস ছায়া কাল পরিহাস !

প্রেমের সমাধি,
সময়ের অতিচারে উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস।
নতুবা সে আধি
আজিও তেমনি নব, তেমনি প্রকাশ।

দর্শনে উৎসব
আজিও আছে কি মনে ? বিফল প্রয়াস
আনন্দবিভব ;
স্মৃতির নিভৃত স্থানে মরুভূ-প্রবাস।

লীলাময়ী সেই দৃষ্টি—
সতৃষ্ণ, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, প্রীতির আবাস।
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি
না দেখি রমণী-চোখে পড়ে দীর্ঘশ্বাস।

বিশ্ব ভরপূর
বেহাগের সুরে যেন, করুণা-সম্ভাষ ;
আনন্দপ্রচুর
বিষাদে বিমুক্ত আত্মা, ছিন্ন দেহপাশ।

নীরব সে ভাষা,
নয়ন-স্পন্দন-জাত জীবন-উচ্ছ্বাস ;
শত শত আশ
ফুটায়ে তুলিত তাহে উন্মাদী উল্লাস।

আছ কোন পূরে ?
দেখা হবে এক দিন, অবোধ আশ্বাস ;
সমীপে বা দূরে,
সত্তাব্যাপ্ত জল স্থল অন্তর আকাশ !

তোরা

যেখানে থাকিস্ তোরা
কি পবিত্র তীর্থস্থান ;
তোদের সস্নেহ দৃষ্টি
নিত্য নব গঙ্গাস্নান।

তোদের অন্যায় কথা
সঞ্জীবনী সুধাপান ;
বিশ্বেশমন্দিরে যেন
সন্ধ্যাকালে সামগান

আরনা

সাধুসঙ্গে বিষয়ীর
পড়ে মনে ভগবান,
তোদের যে সহবাস
স্বার্থনাশী শিবধ্যান।

মোক্ষ লাগি ক্লেশ কত
সহে সাধু মহাপ্রাণ।
তোদের মঙ্গল লাগি
দুঃখে কবে দুঃখজ্ঞান!

শয়নে ভোজনে বাসে
মোক্ষকামী বীতরাগ;
তোদের সুখের তরে
সুখে হয় সর্ব্বত্যাগ।

জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভয়ে
তপোমগ্ন মুনিবর;
তোরা কিসে সুখী হ'বি
এই চিন্তা নিরন্তর।

কিসে নিজ শুভ হবে
ভেবে সাধু শীর্ণকায়;
রক্তদান প্রাণদান
তোদের মঙ্গল চায়।

ব্রহ্মণি যোজিত আত্মা
আনন্দের পারাবার ;
তোদের সে হাসিমুখ
আছে কি তুলনা তার ?

পরজ্যোতিঃ দেখে যোগী
এবিশ্ব দেখে না আর ;
তোদের মলিন মুখ
বিশ্ব করে অন্ধকার।

যেখানে থাকিস্ তোরা
সকল তীর্থের সার ;
কোন তীর্থ দিতে পারে
হেন শিক্ষা সাধনার ?

আত্ম ভুলি কৃষ্ণসেবা
কৃষ্ণপ্রেমে গোপীকার ;
কৃষ্ণপ্রেমে দীক্ষা তোরা
দিনে দিস্ শতবার।

বিরাজে তোদের গৃহে
সব তীর্থ একাকার ;
বারাণসী, বৃন্দাবন,
নীলাচল, হরিদ্বার।

আরনা

দূরে জ্বলে আলো,
শান্ত-স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ,
দেখি, তমোমগ্ন
পান্থ দীপ্তমতি।

পশ্চিম আকাশে,
চক্রবালশিরে
উঠে কাল মেঘ
ঘনায়ে তিমিরে।

ঝলসে নয়ন
চপলা চঞ্চল ;
গর্জ্জিছে অশনি,
ধরা টলমল।

ডাকে বায়ুকোণে
দৃপ্ত প্রভঞ্জন ;
উচ্চশির তরু
গণে প্রমন্থন।

দূরে জ্বলে আলো
শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ,
দেখি তমোমগ্ন
পান্থ দীপ্তমতি।

গন্তব্য সুদূর,
অচল চরণ ;
বিশাল প্রান্তর,
পান্থ অশরণ।

বিদ্যুৎবিকাশে
দেখি বনস্পতি,
ছুটি বসে মূলে
পান্থ দ্রুতগতি।

শিরোপরে তার
অশনি গর্জ্জন ;
বায়ুকোণ হ'তে
বহে প্রভঞ্জন।

দূরে জ্বলে আলো,
শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ;
দেখি তমোমগ্ন
পান্থ দীপ্তমতি।

দোলে মহাদ্রুম
প্রলয়ের দোল ;
দিগন্ত হুঙ্কারে
ঘন ঘোর রোল।

আরনা

ছিন্ন পত্র তার
ধায় বহুদূর,
ভাঙে ডালপালা
প্রভঞ্জন ক্রূর।

অক্ষম বসিতে,
রুদ্ধপ্রায় শ্বাস;
শোয় তরুমূলে
হৃদয়ে সন্ত্রাস।

দূরে জ্বলে আলো,
শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ;
দেখি তমোমগ্ন
পান্থ দীপ্তমতি।

বহে প্রভঞ্জন,
বৃষ্টি অবিরল,
উদ্ভাসে দিগন্ত
বিদ্যুৎ উজ্জ্বল।

ঘনঘোর রোল,
করকাসম্পাত,
পড়ে তরুশিরে
বজ্র অকস্মাৎ।

মহাবেগ বায়ু,
তরু উর্দ্ধমূল ,
জল, স্থল, ব্যোম,
দিগন্ত আকুল।

দূরে জ্বলে আলো,
শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ
কোথা গেল পান্থ
শান্ত শিবমতি ?

প্রভাত রজনী,
উদিত তপন,
শুচি শান্ত স্থির
উজ্জ্বল ভুবন।

আকীর্ণ ধরিত্রী
পত্রপুষ্প মূলে,
আকীর্ণ ধরিত্রী
মৃত পক্ষিকুলে।

দেখে সবিস্ময়ে
বালক কৃষাণ
বৃক্ষ হ'তে দূরে
মানব শয়ান।

এ কি সেই পান্থ ?
কেন রুদ্ধগতি ?
কি বলে কৃষাণ
সুকুমার-মতি ?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

দিতেছিলে রত্নরাজি বিশ্ববাসী জনে,
উজলিছে জ্যোতিঃ যার যুনানী মণ্ডলী ;
ভাস্বর মানস পুত্র, প্রতিভাকিরণে,
উদ্ভাসিছে নিশিদিন দীন পূর্ব্বস্থলী।

সহসা হেরিয়া অশ্রু জননী-নয়নে
ছুটিয়া আসিলে তুমি করি পরিহার
জীবনের সুখসার জ্ঞান অন্বেষণে,
হে সাধক, বাণীপুত্র, হে চিরকুমার !

বলিলে সাদরে ডাকি দেশবাসিগণে,
"ঘুচাও কালিমা মার, মুছাও আসার ;
সাহিত্যে সান্ত্বনা কোথা, বিজ্ঞানে দর্শনে
একটিও প্রাণী যবে ফেলে অশ্রুধার ?"

জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মচারী পূজ্য দেবতার,
দেশহিতব্রতে ব্রতী চিত্ত সুকুমার।

শ্রীমান্——চট্টোপাধ্যায়

নীরব নিশীথ কালে জাগি আমি যবে
একে একে পুণ্যতীর্থ আসে মোর মনে
বিষ্ণুপাদপদ্ম গয়া, মোক্ষধাম ভবে,
মর্ত্যে কাশী শিবলোক পবিত্রীকরণে,
মনে আসে মহাতীর্থ প্রয়াগ মহান্,
জাহ্নবী যমুনা যথা প্রেম-আলিঙ্গনে
এক হয়ে সিন্ধুদিকে করিছে প্রয়ান
অনন্তের অন্বেষণে অনন্ত মিলনে ;
কৃষ্ণকথা-মুখরিত মথুরানগর,
রাধাকৃষ্ণলীলাভূমি শান্ত বৃন্দাবন।

কার তরে শ্রুত দেশ নয়নগোচর ?
কার তরে স্মৃতি তার হৃদয়রঞ্জন !
মুগ্ধ সে নবীন যুবা, মুগ্ধ তার মন,
দূরকে নিকট করে, পরকে আপন !

৺বসন্তকুমার সরকার

সেই দিন, সেই প্রাতঃ, সেই উপদেশ
এখনও রয়েছে মনে, রবে দিরদিন।
তুমি না দেখালে আলো, হ'ত কত ক্লেশ
বিশ্বের বিষম পথে তিমিরে বিলীন।
যে আনন্দ তরুতলে, প্রবাহিনী-তীরে,
অথবা গহন বনে, সাহিত্যে, দর্শনে,
সে শুধু তোমার কৃপা ; কালসিন্ধুনীরে
যথা শ্বেত শতদল রঞ্জনে নয়নে।
চাহিনা প্রাসাদ রম্য, প্রমোদ-উদ্যান,
ধনিজন-স্বর্গ-সুখ অশনে বসনে।
কালিদাস, ভবভূতি সুখের নিদান
দরিদ্রের পর্ণগৃহে, ভাব-উদ্দীপনে ;
ভারতে য়ুরোপে যত মনীষীর দল
নিত্যসঙ্গী ; পূজি তব চরণকমল।

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্বহস্তে গঠিলে তুমি মন্দির সুন্দর,
প্রতিষ্ঠিলে দেবীমূর্ত্তি বিশ্ববিমোহন,
প্রচঞ্চল প্রাণশক্তি, তেজস্বী অন্তর
দিলে তায় প্রাণশক্তি তেজ সঞ্জীবন।
আসিল তোমার ডাকে পুরোহিতদল
বিলাস-বিভবে বিশ্বে করি বিসর্জ্জন।
নব নব জ্ঞানে জ্যোতিঃ চিত্ত সমুজ্জ্বল,
নব নব জ্ঞানে যার চকিত ভুবন।
আজ কোন লোকে তুমি, হে মহামানব?
কোন লোকে করিতেছ তমো নিরসন?
হেথায় মন্দিরে তব প্রবেশি কে সব
ভাঙ্গে বা মন্দির তব, নিভায় কিরণ!
কোথা তুমি অগ্নিগিরি, কোথা অগ্ন্যুদ্গম,
কোথা রুদ্র তেজ, দেব, কোথা পরাক্রম?

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮।

সেজমা

তৃপ্তি যার সন্তরণে অনন্ত সাগরে
কি তৃপ্তি লভিবে সেই ক্ষুদ্র কূপজলে ?
কেন তারে পুরিয়াছ সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরে
শান্তি যার উড্ডয়নে মুক্ত নভস্তলে ?
নিত্যবাসভূমি যার বিশাল প্রান্তর,
কেমনে আবদ্ধ রবে গৃহের ভিতর ?
অন্তর্তৃপ্তি নরসঙ্গ করি পরিহার,
তৃপ্তি যার মহাগ্রন্থ পঠনে নির্জ্জনে,
ভাগ্যদোষে অবস্থিতি মধ্যে জনতার,
কি শান্তি লভিবে সেই রন্ধনে মার্জ্জনে ?
ধাবমান মনোবৃত্তি রুদ্ধ চিরতরে।
দুর্ল্লঙ্ঘ্য কি বিধিলিপি অবনীভিতরে ?
গম্ভীরা প্রকৃতি যার সুব্যক্ত আকারে,
মুখে শান্ত হাসি কিন্তু দেবতার ছায়া,
ডুবায় মানব মন আনন্দ-আসারে,
স্মরায় মোহন চাঁদে দূর করি মায়া।
একাধারে বৈপরীত্য প্রীতির সম্ভার
ভীমকান্ত সিন্ধু যথা বিস্ময় আধার।

পশু পক্ষী তরু লতা ভালবাসা যার,
অপার আনন্দ যার লালনে পালনে,
প্রাণহীন তরুহীন ইষ্টক-আগার
মূর্ত্তিমান নিরানন্দ নিদ্রা জাগরণে।
শুদ্ধবুদ্ধি ভাবহীন অযৌন-প্রেরণা
চিত্ত যার, পরিণয় নিত্য বিড়ম্বনা!

শৃঙ্খলিত দেখি কপিবরে
স্বাতন্ত্র্য-উৎসুক,
অবসাদপূর্ণ মৃদু স্বরে
কহিলা ভাবুক—
"কেন এরে করেছ বন্ধন,
নিষ্ঠুর মানব!
কেন এর স্বাতন্ত্র্যহরণ,
কেন পরিভব?
"বাস এর সান্দ্র বনদেশ,
মহীরুহচয়,
ঘন পত্রে আবৃত দিনেশ
মধ্যাহ্নসময়।

"দূর কর শৃঙ্খল বিষাদ,
কাননে চরুক ;
হারায়নি স্বাতন্ত্র্য-আস্বাদ,
আনন্দ লভুক।"
অকস্মাৎ বিকাশে বিদ্যুৎ,
অশনিনির্ঘোষ ;
কম্পমান দেহপঞ্চভূত,
পলায় সন্তোষ।
অকস্মাৎ দেখিল বিস্ময়ে
দৃশ্য ভয়ঙ্কর ;
দেহবদ্ধ কপি লৌহময়ে,
অন্তঃবদ্ধ নর।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ
মাৎসর্য্য-শৃঙ্খলে
বদ্ধ জীব—শাশ্বত বিপদ—
বদ্ধ মায়াবলে।
ছিন্ন হয় কপির শৃঙ্খল
সামান্য আয়াসে ;
কৃষ্ণ-নাম-সাধনা কেবল
কাটে রিপুপাশে।
ঘুচে যাবে প্রভাব মায়ার
অন্তরে বাহিরে,

কৃষ্ণনামে মায়া-অন্ধকার
পলাবে অচিরে।
সদা কর কৃষ্ণ-আরাধন ;
দেখিবে যখন
তৃণে কীটে নরে নারায়ণ,
তরিবে তখন।

৺শরত্‌ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)

শিরোধার্য্য করি তব অন্তিম আদেশ,
উপনীত গৃহে যবে, কহিলা দুহিতা,
"পরিহরি মরলোক গিয়াছেন পিতা ;
গঙ্গাতীরে অগ্নি তাঁর দেহ করে শেষ।"

হইল না শেষ দেখা ; আসিল স্মরণে
ঋষিকল্প বপুঃ তব, সহাস আনন,
সারগর্ভ উপদেশ, মিষ্ট আলাপন ;
আসিলাম গৃহপানে অবসন্ন মনে।

সূক্ষ্মালোকে উদ্ভাসিত আছ সূক্ষ্ম দেহে,
প্রেরিতেছ আশীর্ব্বাদ পুত্রকন্যাগণে,
প্রেরিতেছ আশীর্ব্বাদ আত্মীয়-স্বজনে ;
সূক্ষ্মচিত্ত-বিগলিত অতি সূক্ষ্ম স্নেহে।

আছে রূপ অরূপেতে, অভাব দর্শন ;
আছে শব্দ অনাহতে, অভাব শ্রবণ।

সিন্ধুর প্রতি

(নীলাচল)

দৃষ্টিমাত্র ভীতিস্থির সাহসী হৃদয়,
স্পর্শে তব বারিরাশি হেন সাধ্য কার?
ভুলায় পলক নেত্রে সৌন্দর্য্য তোমার,
দেখি নিশিদিন তবু দৃষ্টিসাধ রয়।
ভীমকান্ত রূপ হেন কে দিল তোমায়?
বিস্মিত মানস তার অন্বেষণে ধায়।

শুভ্র হীরকের চূর্ণ,—শুভ্র কুঁদ ফুল,
সৌরকরসমুজ্জ্বল শুভ্র ফেণরাশি,
ঘনীভূত কালহিমে রুদ্র অট্টহাসি ?
নৃত্য কর পরি শিরে মুকুট অতুল
কার লাগি নৃত্য তব, হে সিন্ধু মহান্ ?
অনুমাত্র শ্রান্ত নহ, সিন্ধু মহাপ্রাণ।

উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গ, ভৈরব গর্জ্জন,—
সুমধুর গীতধ্বনি,—প্রীতি-পারাবার,
গীতসারে পরিণত অমৃত তোমার ?
মধ্যরাত্রে সুপ্তোত্থিত বিস্মিত শ্রবণ।
কাহারে আকুল প্রাণে করিছ আহ্বান ?
কার তৃপ্তিতরে তব অবিরাম গান ?

পথশ্রান্ত দেহখানি টানি আনি যবে,
সৈকত বেলায় পান্থ করয়ে স্থাপন,
নিমেষে নবীনে তারে তব সমীরণ,
তোমা বিনা হেন শক্তি আছে কার ভবে ?
কার কাছে হেন শক্তি পাইলে সাগর ?
কে বা তিনি যিনি বিশ্বে হেন শক্তিধর ?

কভু নীল, কভু কৃষ্ণ তব স্বচ্ছ জল,
কভু রক্ত, কভু হরি কিংবা যুগপৎ
বেলা হতে ব্যোমরেখা রূপেতে মহৎ
এত রূপ কেন তব, হে রূপচঞ্চল ?
কার রূপে রূপবান, তুমি পারাবার ?
অরূপের রূপ তুমি, রূপের আধার ?

বিরাজে বসন্ত সদা তোমার বেলায়,
সম্বৎসর বহে তথা মলয়-অনিল,
শীতাতপ সম করে তোমার সলিল,
শীতার্ত্তের গ্রীষ্মার্ত্তের তুমিই সহায়।
ঈদৃশ প্রভাব, সিন্ধু ! কাহার কৃপায় ?
এমন মহান্ তুমি কার মহিমায় ?

লোকালয় হতে দূরে বালুকার রাশি
অন্তহীন, প্রাণহীন ; সম্মুখে তাকাই—
মূর্ত্ত নির্জ্জনতা আমি দেখিবারে পাই
অগ্রসরি, দূরে যায় বালা অট্টহাসি ;
কারে, সিন্ধু, তীরে তুমি কর অন্বেষণ ?
বালিকা তাপসী, সিন্ধু, কিসের কারণ ?

পদ্মরাগ-বিমণ্ডিত তব নৈশ নীর,
চন্দ্রকর-উদ্ভাসিত, অনন্তের ছবি।
অনন্ত বিরহক্লিষ্ট চৈতন্য সুকবি
অনন্ত ভাবিয়া তোমা, হইয়া অধীর,
দিল গাঢ় আলিঙ্গন, বিসর্জ্জিল প্রাণ
মহাতীর্থ ছিলে, হ'লে তীর্থ মহীয়ান্

নুলিয়া

আমি নুলিয়া—
সাগর আমার চোখে সারা দুনিয়া।
উল্লম্ফি গর্জ্জিয়া উঠে
সাগরের ঢেউ ;
ধরিয়া কেশরে তার
তরিখানি করি পার,

আরশ্লা

আমা সনে টেক্কা দিতে
আছে কোথা কেউ ?
সারা দিন থাকি জলে,
হেলদোল নাই।
উঠি ডুবি, ডুবি উঠি,
তরঙ্গের সঙ্গে ছুটি
সাগরের সঙ্গে মোর
সতত লড়াই।

মাংসপেশী দেখ মোর
ইস্পাতসমান,
লৌহের কবাট বক্ষঃ,
আঘাত সহনে দক্ষ ;
প্রচণ্ড তরঙ্গভঙ্গে
নেচে উঠে প্রাণ।

স্থলে জন্ম বটে মম,
জলে করি বাস,
তীর হতে বহু দূর
সাগরসঙ্গীতসুর
মহানন্দে নিশিদিন
জাগায় পিয়াস।

গভীর সাগরনীরে
করি সন্তরণ,
ছোট্ট-তরি ব্যপদেশে
ভ্রমি জলে বিনা ক্লেশে
স্থলজন্মা জলজন্তু
অদ্ভুত কেমন !

শ্রীশ্রীজগন্নাথ

ভারতসাগরতীরে উত্তুঙ্গ মন্দির
রয়েছে দণ্ডায়মান স্পর্দ্ধি মহাকাল,
ভূমিকম্প প্রভঞ্জনে অক্ষত শরীর,
নমিছে চরণে যাঁর ভূভাগ বিশাল।
দেবদেব জগন্নাথ পরম দয়াল
বিরাজিত দিবানিশি মন্দির ভিতর
দারুমূর্ত্তি, কিন্তু তাঁর হৃদয় রসাল
ভক্ত-দুঃখ দূরীকারে বদ্ধ-পরিকর।
স্পর্শ যার মলিনতা ভুক্ত অন্ন তার
সাদরে ব্রাহ্মণ-মুখে দিতেছে চণ্ডাল ;
জন্মগত অপকর্ষ করি পরিহার
বিদলি চরণতলে বৈষম্য ভয়াল।
মহাতীর্থ নীলাচল সর্ব্বতীর্থসার
বাসুদেব বুদ্ধ যথা মূর্ত্তি করুণার

ভুবনেশ্বর

তরুগুল্মসমাকীর্ণ জনহীন স্থান,
অষ্ট দিকে শিবালয় দেখিবে তাহার।
কেহ ভগ্ন, কেহ নষ্ট, কেবল পাষাণ,
অদ্যাপি অখণ্ড কেহ রোধিয়া সংহার।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়, অন্তঃ অন্ধকার,
আছে তথা মহাদেব মঙ্গলনিদান।
মুষ্টিমেয় ভক্ত হায় করি নমস্কার
আসীন বহির্দ্বারে শিবগতপ্রাণ।
বিষ্ণুতেজে শৈব তীর্থ হইয়াছে ম্লান,
হয়েছে অশ্রুতপূর্ব্ব ভৈরব হুঙ্কার।
নীরব ভুবনেশ্বর শ্মশানসমান।
হইবে শ্মশান ? ভুত নাচিবে আবার ?
শ্মশান ভুবনেশ্বর ? কি মহাশ্মশান
কঙ্কালবহুল দেশ ওষ্ঠাগত প্রাণ !

মন্দার পর্ব্বত

ব্রহ্মা-ইচ্ছায় প্রলয়শেষে,
উঠিল ধরার বক্ষঃ চিরি,
স্পর্শি আকাশ তরুলতাচিত
শোভাবিপুল মন্দার গিরি।

লোকপিতামহে করতে সম্মান,
নারায়ণ-মনে হইল আশ,
শ্রীমধুসূদন বিপদ্‌বারণ
মন্দার-শিরে করিল বাস।

সে হ'তে হইল ভারত-ভিতরে
মন্দার গিরি তীর্থ-শ্রেষ্ঠ ;
ভক্তবরণ্যে, আর্ত্তশরণ্য
শ্রীমধুসূদন যাত্রিপ্রেষ্ঠ।

দক্ষিণে বামে পুরতঃ পশ্চাৎ
দূরতঃ নীল শৈল রাজে,
নীলিমকান্তি স্থির সমুদ্র
সহসা মানবনয়নে বাজে।

আরনা

উন্নত আনত শ্যামল ভূভাগে
পান্থ জনের মুগ্ধ নেত্র
চিরনির্ম্মল প্রীতির উৎস ;
চরণে স্নিগ্ধ শস্যক্ষেত্র।

পথের পার্শ্বে হরিত্ পত্র
তাল নিম্ব বৃক্ষ সর্ব্ব,
দণ্ডায়মান উন্নতশির
শাল আম্র করিয়া গর্ব্ব।

কলকণ্ঠ বিহগগীতি
প্রতিশ্রুত হয় পর্ব্বতগাত্রে ;
সহস্রকণ্ঠ-উত্থ শব্দ
হয় মনে ভ্রম নীরব রাত্রে।

আম্রমুকুল-কষায় কণ্ঠ
গায় পিকবর পঞ্চম স্বরে ;
গগনপ্লাবী মধুর্ শব্দ
সুখিত চিত্ত দুঃখিত করে।

ক্লান্তিহারী মলয় বায়ু
শব্দ বহে কর্ণে কর্ণে ;
কর্ণ তৃপ্ত মানস দৃপ্ত
অমৃতস্যন্দ বর্ণে বর্ণে।

চামেলী-গন্ধে অস্থির বায়ু
দিগ্‌দিগন্তে চলিছে ছুটে ;
স্পর্শে ঘ্রাণে উন্মাদনা,
যুবক যুবতী সরম টুটে।

যুঁই, মল্লিকা, কামিনীকুসুম
সুষমা, সুরভি বিতরে জনে ,
তারকিতনভঃ নীহারিকাতলে
ধরা পরিণত নন্দনবনে।

নানাকুসুম আমোদিত
মন্দার গিরি অতুল ভবে ;
বনকুসুমের সূক্ষ্ম ঘ্রাণে
মাতবে যদি এস সবে।

আগমন করি দূর দেশ হতে
সেবিতে রোগহা মন্দারবায়ু,
ফিরে যায় পুনঃ লভিয়া স্বাস্থ্য
রামরমণী, বৃদ্ধআয়ু।

মন্দার আমার, মন্দার আমার,
ধন্য তোমার শক্তি-ঋদ্ধি,
শ্রীমধুসূদনে ধরিয়া শিরে
দিতেছ আর্ত্তে ইষ্টসিদ্ধি।

আয়না

প্রবাসজনিত অশেষ বেদনা
বিস্মৃতি সাগরে হতেছে মগ্ন,
অসেচনক সুখসমৃদ্ধি
মানসে কেবল রয়েছে লগ্ন।

নয়নাভিরাম স্বভাবদৃশ্যে
পূর্ণ তোমার সকল দেশ,
বর্ষাবারির স্রোতসম্পদে
ক্ষেত্র ধরে বারিধিবেশ।

শুনি গর্জ্জন মধ্যরাত্রে
মনে হয় বাস সাগরতীরে,
চমকিয়া উঠি, খুলি গবাক্ষ
দেখি মেঘমালা তোমার শিরে

আবার যখন অমল আকাশে
চন্দ্রমা ঢালে কিরণরাশি,
অমল কিরণে হাসে দশদিক্,
আনে উন্মাদনা যামিনী-হাসি।

নিমাই চলিল নীলাচল দিকে
শ্রীমধুসূদনে করিয়া দৃষ্টি;
ভক্ত করিল পাদপ্রতিষ্ঠা
মন্দারপাত্রে করিয়া ইষ্টি।

মন্দার আমার, মন্দার আমার,
কি দিয়া শুধিব তোমার ঋণ ?
শ্রীহরি-চিন্তা-নির্ম্মল-চিতে
থাকুন শ্রীহরি রাত্রিদিন।

ইচ্ছা আমার অন্তিম কালে
লভিতে চরণে চরম শান্তি।
শ্রীমধুসূদন ঘুচাবে কখন
চিত-অভিভাবী ভবের ভ্রান্তি !

রজনীগন্ধা

যবে পড়ে রজনীগন্ধায়
স্থির নেত্র, নিমেষবিহীন ;
ছায়া কার অস্ফুট সন্ধ্যায়
ভাসে, ক্রমে তিমিরে বিলীন।

আসে সূক্ষ্ম সুরভি-উন্মাদ,
ছুটে মন অজানার দেশে,
জানিবারে অজানা সংবাদ
পূর্ণ হয়ে অজানা আবেশে ;

ঘোরে নিশি ভূলোক দ্যুলোক,
ফিরে শেষে না পেয়ে সন্ধান ;
নিদ্রাস্থির, অপগতশোক।
আসে সন্ধ্যা, জাগে শোক, পুনরভিযান।

———

সাধনা

সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য গিরি সগর্ব্বে দণ্ডায়মান,
সানুদেশে লতাগুল্ম মহোরগ দৃঢ়প্রাণ,
শাশ্বত তুষারস্তূপে মণ্ডিত উন্নতশির ;
বিরাট্‌শরীর ঋষি দুর্ব্বার সমাধিস্থির।
পাদদেশে মহারণ্য কেশরী শার্দ্দূল আর
বরাহ, মহিষ, বৃক্, ঋক্ষ ভ্রমে চারিধার।

বনপ্রান্তে উপনীত শ্রমক্লান্ত শীর্ণকায়।
তমঃ দ্যুতি কোলাকুলি দিবস অতীতপ্রায়।
ধীরে নামে সন্ধ্যা ক্রমে অটবী শ্যামায়মান,
ডালে ডালে বনপাখী করে দুঃখে শেষ গান।

শৈলপরপার হ'তে করুণ মধুর স্বন
বলে, "এস, প্রিয়তম, বিলম্বে কি প্রয়োজন ?"
সহসা চকিত মন, নাহি জানি স্বর কার,
কবে কোথা শুনিয়াছি নাহিক গণনা তার।
তথাপি অস্থির চেতঃ মিলিবারে ধাবমান,
মহা বিঘ্ন তুঙ্গ গিরি বিভীষণ বনস্থান।
চরণ চলে না আর, অবসন্ন কলেবর,
সঙ্কলি সকল শক্তি হয় তবু অগ্রসর।

নয়নময়ূখে খণ্ডি ঘন ঘোর অন্ধকার,
সহসা দাঁড়ায় আসি ব্যাঘ্র গর্জ্জি বার বার।
রুদ্ধগতি স্থিরদৃষ্টি, ভয়ে পান্থ সংজ্ঞাহীন,
পতিত ধরণীতলে, বনে ব্যাঘ্র হয় লীন।

"উঠ, প্রিয়তম," বলে করুণ মধুর স্বন,
"মূর্ত্ত মনোভাব দেখি কেন ভয়ে অচেতন ?"
"সাধনে প্রসাদে তারে কর দূরে পরিহার,
"সিংহ, ব্যাঘ্র তুমি বিশ্বে কভু না দেখিবে আর।"

উন্মীলি নয়ন পান্থ সম্মুখে দেখিল তার
প্রবল প্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃ ধরিয়া পুরুষাকার।
"মাভৈঃ ! মাভৈঃ !" বলি জ্যোতিঃ করে অন্তর্দ্ধান
সাহসে করিয়া ভর পান্থ হয় আগুয়ান।

কেমনে চলিবে পান্থ ? বনভূমি লুপ্তপ্রায়,
শুধু সান্দ্র তমোরাশি,—তরুলতা মগ্ন তায়।
মনে মনে স্মরে জ্যোতিঃ সরল ব্যাকুল মন,
আসি জ্যোতিঃ নরাকার দেখা দিল সেই ক্ষণ।

"এস, এস," বলি জ্যোতিঃ আগে আগে চলে তার
পিছু পিছু চলে পান্থ, মুগ্ধ যেন মন্ত্রে কার।

বিস্ময়ে দেখিল পান্থ, করি হিংসা পরিহার,
চলে ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী সঙ্গে, মৃগ মৃগী সুকুমার।
নৈশ বায়ু-সঞ্চালিত তরু হ'তে ঝরে ফুল,
শুভ্রোজ্জ্বল দিব্য গন্ধ আবরি ভুজগকুল।
দেহপ্রভা-উদ্ভাসিত বনস্থলী পুষ্পসার,
বৃক্ষমূলে সমাসীনা দেবী, মূর্ত্তি সুষমার ;
সুরভি-চঞ্চল-চিত্ত মধুকণ্ঠ শ্যামা গায়,
তালে তালে নৃত্য করে শত সখী বেষ্টি তায়।

দেবীরে দেখিবামাত্র পথিক সরসমন,
লভিতে উপজে ইচ্ছা, করে স্থির নিরীক্ষণ।

অকস্মাৎ দেখে পান্থ বনভূমি অন্ধকার,
নাহি দেবী, নাহি সখী, নাহি জ্যোতিঃ নরাকার।

"প্রসাদে লভেছ তুমি ক্রোধভয়শূন্য মন,
"প্রসাদে লভিতে সব," বলিল করুণ স্বন
"সাধনা শরণ এবে, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
"বীরাসনে বসি বনে জপ সদা হরি নাম।'
সহসা ঘোষণা করে প্রভাতের আগমন
ঝঙ্কারিয়া চারিদিকে বনবাসী পক্ষিগণ।

পুণ্যতোয়া গিরিনদী অদূরে প্রবহমান,
পবিত্র সলিলে তার প্রতিদিন করে স্নান;
করে বনজাত ফল প্রতিদিন সমাহার,
দিনান্তে ভক্ষণ করে প্রতিদিন একবার;
বটমূলে বীরাসনে জপে সদা হরিনাম,
বর্ষ তিন পরে দেখে অন্তরে অনন্ত ধাম।

মধুমাসে পিকরবে মুখরিত তরুগণ,
শত পুষ্প গন্ধ করে গন্ধবহ বিতরণ;
ইতস্ততঃ ধাবমান চঞ্চল পশুর দল,
প্রজাপতিপঙ্ক্তভায় সমুজ্জ্বল বনস্থল!

সমাপিয়া দিবাকৃত্য সুখে সাধু সমাসীন,
হেরিল সম্মুখে দেবী স্বপ্রভায় দেহলীন।
সুগন্ধি নিঃশ্বাস ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষ জল স্থল.
দ্বিগুণ উৎসাহে মাতি নাচে গায় সখিদল

বৃক্ষলতা পশুপক্ষী সর্প আদি প্রাণিচয়
জল স্থল অন্তরীক্ষ সকলি আনন্দময়।
স্থির চিত্তে বসে যোগী, দেখিয়া না দেখে তায়,
ইন্দ্রজাল সৃষ্টি যেন মুহূর্ত্তে মিশায়ে যায়।
সম্মুখে দেখিল পান্থ দিব্য জ্যোতিঃ নরাকার,
বলিল মধুর স্বন, "এস, পান্থ, পুনর্ব্বার।"

চলিতে চলিতে পথে দেখে শৈলপাদদেশে
দাঁড়াইয়া ব্রহ্মতেজ তরুণ ব্রাহ্মণ-বেশে।
সংযম-সুন্দর দেহে মুখপ্রভা অনুপম,
দীপ্ত বহ্নিশিখা বলি ক্ষণে ক্ষণে হয় ভ্রম।

স্বল্পপ্রভা তনু তার পথিক কাতরপ্রাণ
সহসা নিষ্প্রভ দেখি বিস্ময়ে দণ্ডায়মান।

সহসা মধুর স্বন ধ্বনিল কর্ণেতে তার,
"হৃদয়ে মাৎসর্য্য কেন? বাকী আছে সাধনার।
"ঋষির আশ্রমে বাস কর তুমি অনুদিন,
"সেবহ চরণ এঁর শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন।
"যবে হবে কৃপা এঁর, মলিনতা হবে দূর,
"লভিবে পরম শান্তি, টুটিবে প্রকৃতি ক্রূর।"

নীরব বিজন বন, নষ্টজ্যোতিঃ নরাকার,
"ক্ষম অপরাধ মম," বলে পান্থ বারবার।

ঋষিরে নির্ব্বাক্ দেখি পথিক কাতরপ্রাণ,
চরণে লুটায়ে শির বলে, "প্রভু, কর ত্রাণ।"

ঋষির আশ্রমভূমি শান্তরস মূর্ত্তিমান,
ব্যাঘ্র মৃগ সমভাবে করে তথা অবস্থান।
বিস্ময়ে আপ্লুত পান্থ, চঞ্চল মানস তার,
তপোবলে অবিস্ময় হ'ল শান্তি-পারাবার।
আসিয়া আশ্রমে পান্থ, প্রণমি ঋষির পায়,
আরম্ভিল সেবাব্রত অতিক্রমি তপস্যায়।
অতীত সপ্তম বর্ষ! বলে ঋষি এক দিন,
"পূর্ণ মনোরথ তব, হৃদয় মাৎসর্য্য-হীন।"

দেখিল সম্মুখে পান্থ দিব্যজ্যোতিঃ নরাকার,
আবার করুণ স্বর ধ্বনিল কর্ণেতে তার,
"প্রণমি ঋষির পদে, সাহসে করিয়া ভর,
"দলিয়া কণ্টকবন হও, বৎস, অগ্রসর।"

সম্মুখে চলিল পুনঃ দিব্যজ্যোতিঃ নরাকার,
স্থির লক্ষ্য রাখি তাহে চলে পান্থ আর বার।
দেহপ্রভা-উদ্ভাসিত জল স্থল বায়ু ব্যোম,
নিষ্প্রভ করিল প্রভা দীপ্তবহ্নি রবি সোম।
চলিতে চলিতে পান্থ যোগাসনে সমাসীন
দেখিল বিস্ময়ে শত ঋষি বাহ্যজ্ঞানহীন।

অন্তর্বহিঃ হরি যার, তপস্যায় কিবা ফল ?
চিন্তামাত্র দেখা দিল মদরিপু মহাবল।
কম্পমান বনভূমি প্রচণ্ড হুঙ্কারে তার,
সিংহ ব্যাঘ্র কাল ফণী পলাইল চারিধার।

অন্তর বাহির দেখি, পথিক বেপথুমান ;
ভাবিল সে হয় নাই সাধনার অবসান।
দৃষ্টি করি পরজ্যোতিঃ পরিহরি মহাধ্যান,
সম্মুখে দেখিল পান্থ ঋষি এক মহাজ্ঞান।

"মাভৈঃ, মাভৈঃ, বৎস !" উৎসাহি কহিল তায়,
"দূর হ'রে মদ তব ঋষিদত্ত করুণায়।"

ঋষির প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি অন্তরে প্রবেশি তার,
নাশিল মুহূর্ত্তমধ্যে ক্ষণজাত অন্ধকার।
সহসা ধ্বনিল কর্ণে করুণ মধুর স্বন,
"জিতরিপু সিদ্ধকাম সিদ্ধ তুমি মহাজন।
"আরোহণ কর গিরি তুচ্ছ করি বহুশ্রম,
"দেখিবে অপূর্ব্ব দৃশ্য অভিনব মনোরম।"

সম্মুখে চলিল জ্যোতিঃ স্থির ধীর অচঞ্চল,
চলিল পথিক পুনঃ হৃদয়ে অমিত বল।

পদে পদে নব দৃশ্য, যত হয় অগ্রসর,
ছায়াতরু অপরূপ ফল ফুল মনোহর।
নানাবর্ণ লতাপুষ্প সমাকীর্ণ সানুমান,
নানাজাতি প্রজাপতি করে তথা অবস্থান।
নানাবর্ণ পক্ষধর, নানাজাতি বিহঙ্গম,
পান্থ কল কণ্ঠে যার সদা অপগতশ্রম।

সহসা দেখিল পান্থ দ্যুতিমান সিদ্ধাশ্রম
যথায় বিরাজে নর, মায়া করি অতিক্রম।
সিদ্ধ এক কহে আসি, "কেন গিরি আরোহণ?
"সিদ্ধ তুমি, সিদ্ধাশ্রমে কর সদা বিচরণ।
"অরণ্য-শার্দ্দুল হেথা তপোবলে গতদ্বেষ
"আশ্রমে বিহরে সদা পল্লীগৃহে যথা মেষ।
"কাল ফণী ধরে ফণা, আলোকিত মণিভায়
"তদুপরি উঠি সিদ্ধ যথা ইচ্ছা তথা যায়।

"অশন বসন পানে পাইবে না কোন ক্লেশ,
"ইচ্ছামাত্র পাবে সব, পাবে শয্যা শ্রমশেষ।
"অনন্ত বিভূতি হেথা সর্ব্বদা বিরাজমান,
"কেন যাবে দূরে আর, কর হেথা অবস্থান।"

বিভূতি-মহিমাকৃষ্ট চঞ্চল পথিক-মন,
অভিলাষ থাকে তথা, শুনি ঋষি-সম্ভাষণ।

স্মরি দৈবী বাণী কিন্তু, না পারে করিতে স্থির,
দ্বৈধীভাবে নষ্টধর্ম্ম কত নর অবনীর।

আবার ধ্বনিল কর্ণে করুণ মধুর স্বন,
"অগ্রসর হও, পান্থ, পরিহর প্রলোভন।"

আবার চলিল পান্থ, অগ্রে জ্যোতিঃ নরাকার,
ক্রমে ক্রমে উপনীত গিরিশৃঙ্গ হিমাধার।
সম্মুখে ভাতিল জ্যোতিঃ শুভ্র বেশে মহাত্মার,
এ কি এ সুন্দর দৃশ্য রাজে শৈল পরপার।
দেখিল বিস্ময়ে পান্থ সব সেথা জ্যোতির্ম্ময়,
দিব্য চক্ষু বিনা করে কার সাধ্য বিনির্ণয়।

আবার বলিল তারে দিব্য জ্যোতিঃ নরাকার
"তপস্যা-নিরত, বৎস, হও তুমি পুনর্ব্বার।
"তপসিদ্ধ হ'বে যবে হ'বে তুমি জ্যোতির্ম্ময়,
"শ্রীহরিপ্রসাদে পাবে দিব্য চক্ষু নিঃসংশয়।"

নীলাচল

একবার যেই জন হেরেছে নয়নে
তোমার মোহন মূর্ত্তি, ওহে নীলাচল,
বার বার অভিলাষ তোমার দর্শনে
চিত্ত তার অবিরত করিবে চঞ্চল।
কোথা পাবে হেন দৃশ্য নয়ন-তর্পণ
সলীল তরঙ্গ রম্য সাগর-শোভন ?

কি আনন্দ প্রতিদিন তব সিন্ধুজলে
উত্তাল তরঙ্গ সঙ্গে লম্ফনে মজ্জনে !
কি আনন্দ বীচি যবে অতর্কে সবলে
আছাড়িয়া দেয় কূলে গম্ভীর গর্জ্জনে !
কি আনন্দ সিন্ধুনীরে স্নানে সন্তরণে,
কি আনন্দ স্মৃতি তার উৎসবে ব্যসনে !

তোমার সমুদ্রতীরে বায়ুর হিল্লোলে
অমর ভুবন হ'তে সুধা বয়ে আনে।
মুখরিত মুমূর্ষুর গৃহ-হাস্য রোলে,
গতপ্রায় প্রাণ ফিরে আসে সুধাপানে।
অচিন্ত্য মহিমা তব, নিত্য নীলাচল,
তোমার চিন্তায় চিত্ত নিমগ্ন কেবল।

পশ্চিমে দিগন্তসারী সিকতার স্তূপ
মরভূ-সদৃশ নিত্য নীরব নির্জ্জন,
সন্ধ্যাসনে ভীতি নামে, গ্রাসি সর্ব্বরূপ,
পথিক চকিতচিত্ত করে পলায়ন।
আমি কিন্তু দিবা নিশি ভালবাসি তায়,
এমন সুন্দর স্থানে আছে কি ধরায়?

ধর্ম্মাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত মঠ চারিধার,
বিরাজিত মধ্যে তার অভীষ্ট দেবতা,
পূজনার্থে পুষ্পবৃক্ষ বহে পুষ্পভার ;
পূজা-হোম-সংকীর্ত্তনে স্পন্দিত জনতা।
বর্ষে বর্ষে মহোৎসব সাধু-সমাগম,
অসাধু ক্ষণেক সাধু, বিরত-বিভ্রম।

বিরাজে বিমলাদেবী মন্দির-প্রাঙ্গনে,
যূপকাষ্ঠে পশুবলি হিংসা-নিদর্শন ;
অহিংসার পাশে হিংসা বুঝিব কেমনে?
অহিংসার অবতার বুদ্ধ নারায়ণ!
বিমলার অভিলাষ রিপুর হনন?
ভ্রান্ত নর দেয় কেন পশুবধে মন?

পরম পবিত্র তীর্থে অপবিত্র ছবি
নির্ম্মিত মন্দির-গাত্রে বল কি কারণে?

যেই জন শান্ত শুদ্ধ রিপু পরাভবি,
অনুদ্বিগ্ন চিত্ত যার ছবির দর্শনে,
প্রবেশি মন্দির মধ্যে বিষ্ণুরে প্রণাম
সেই সে করিতে পারে নিষ্পাপ নিষ্কাম

যে জন ছবিতে দেখে রুচির বিকার,
কখন সম্যক্‌দর্শী নহে সেই জন।
ঋষির সর্ব্বত্র ভেদী তীক্ষ্ণ প্রতিভার
পরিচয় বিদ্যমান ছবির অঙ্কন।
শোভা পায় তীর্থস্থানে সাধু সদাচার,
তীর্থস্থানে দর্শকের নাহি অধিকার।

অনুভবি ক্ষণে ক্ষণে তোমার বিভব
পূতচিত্ত, নিত্যপূত তুমি নীলাচল।
বক্ষে ধর নারায়ণে অনন্তগৌরব,
বিশ্বসখা শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যলীলাস্থল।
নররূপী শ্রীচৈতন্য, করি লীলাশেষ,
দারুভূত নারায়ণে করিল প্রবেশ।

কর্ত্তার পরিণাম

জনক জননী করি দৃঢ় পণ
বিবাহ দিলেন ষোড়শ বর্ষে ;
নব বধু যেন ছবি সুষমার,
বনিতা বলিল মহান্ হর্ষে।

বালিকা হইল যুবতী নবীনা,
ক্রমে প্রসবিল সন্তান অষ্ট :
জনক জননী আদর করিয়া
মানুষ করিল করিয়া কষ্ট।

জনক চলিল ত্রিদশ-আলয়ে,
সুজন করিল বিবিধ শোক ;
বর্ষত্রিতয় না হইতে শেষ
জননী দেখিল স্বর্গলোক।

তনয় তনয়া বিগতবাল্য,
কিশোর কিশোরী শ্রীমান্-গাত্র,
জননীর চির আদরের ধন,
জনকের চির স্নেহের পাত্র।

হ'বে কেমনে সুখী তাহারা
চিন্তা আমার সতত চিত্তে,
করি পরিশ্রম দিবস রজনী,
একাগ্র সাধনা কেবল বিত্তে।

ভুলিনু ক্রমশঃ প্রৌঢ় বয়সে
যৌবন-বাল্যের শিক্ষা দীক্ষা ;
আনিতে অর্থ কেবলি রহিল
দ্বারে দ্বারে মোর করিতে ভিক্ষা

তনয় বক্র, তনয়া বক্র.
গৃহিণী হলেন দারুণ রুষ্ট,
আহার নিদ্রা করি পরিহার
চেষ্টা তাদের করিতে তুষ্ট।

ব্যর্থ হইল তোষের চেষ্টা,
অন্তিমে হইল স্বাস্থ্য ভগ্ন,
ফিরেও কেহ দেখে না চাহিয়া,
আত্মীয় স্বজন বিলাসমগ্ন।

তখনও আমার তীক্ষ্ণ শ্রোত্র ;
সুদূরে কহিছে গৃহিণী, পুত্র,
"এত ভার আর বহা নাহি যায়,
"হোক্ না ছিন্ন জীবনসূত্র।"

পিপাসার জল, ক্ষুধার খাদ্য
সময়ে মিলে না, ক্রমশঃ লুপ্ত ;
অসহ দুঃখ, হৃদয়ে চিন্তা
হইব কখন অনন্তসুপ্ত।

কল্পনার তুলি দিয়ে,
যে মূর্ত্তি আঁকিনু চিরদিন;
মিলন-রজনী-শেষে
দেখি মূর্ত্তি বিস্ময়ে বিলীন।

লভিতে উদিল আশা
দীপ্তশিখা অনলের মত,
পোড়াইল তিলে তিলে
জীবনের সাধ শত শত।

বসন্তের সন্ধ্যাকালে
অন্যমনে একা নদীতীরে,
কুহুস্বরে স্বর তার
ধ্বনিয়া উঠিত চল নীরে।

গগনে ভাসিছে চাঁদ,
বনফুল ফুটে দূর বনে,
জ্যোৎস্না, গন্ধ কেন আনে
অজানা মত্ততা সমীরণে ?

দেখা হ'লে কোন দিন,
দৃষ্টি হ'ত প্রীতির উৎসব !
সে আনন্দ-স্মৃতি আজও
সম্বিতে করে যে অভিভব।

তারি কি ভাবনা নিত্য
পবিত্র করেছে মন প্রাণ ?
লিপ্সা তার গেছে চলে,
আছে শুধু তার সুখধ্যান।

দেশপ্রিয় ৺যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

অকস্মাৎ একি বার্ত্তা পশিল শ্রবনে,—
দেশপ্রিয় মোক্ষধামে ত্যজি কারাগার !
পাবেন সেখানে তিনি আনন্দ অপার,
শুকাবে না অশ্রুধারা বঙ্গের নয়নে।

অমর স্বদেশপ্রেম এ মরজীবনে
দেখাইলে নিত্য তুমি, পুণ্য স্মৃতি তার
পবিত্র করিবে নিত্য মানব ধরার,
দিবে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে।

স্বর্গসুখে সুখী তুমি রহিবে কেমনে?
নিশ্চয় ভারতে তুমি জন্মিবে আবার,
মুক্তি দিতে সর্ব্ব দিকে দেশবাসিগণে,
সানন্দে নিজের মুক্তি করি পরিহার।
দেশপ্রিয়, পদে তব কোটি নমস্কার,
অখণ্ড পুণ্যের মূর্ত্তি, আলোক আশার

তরুশিরে কুসুমের রাশি;
ঝলসিয়া চক্ষু জ্বলে মধ্যাহ্ন-তপন।
অম্লান সে কুসুমের হাসি
পরিশ্রান্ত পথিকের জুড়ায় নয়ন।

হাসি জ্বালা চাঞ্চল্যে কি ফল?
সুখ দুঃখ সত্তাহীন অনন্তের কোলে।
ধরা'পরে নিত্য কোলাহল,
শব্দ-সত্তাহীন নদী সাগর-হিল্লোলে।

শ্রীঅরবিন্দ

অরবিন্দ, ভক্তদত্ত লহ নমস্কার,
কোটি কোটি নমস্কার দুর্লভ চরণে।
কার লাগি দুর্বিষহ তপস্যা তোমার
ক্ষুব্ধচিত্ত বিশ্ব যার তেজস্বী স্পন্দনে ?

মনোভূমি অতিক্রমি ঊর্দ্ধে উঠিবার
নাহি শক্তি মানবের, বদ্ধ সে ভুবনে।
সিদ্ধ তুমি, মহাযোগী, যোগ অনিবার
আশ্রমে দিতেছ শিক্ষা মন্ত্র-শিষ্যগণে।

সিদ্ধ যবে হবে তারা করিবে প্রচার
যোগ তব অহরহঃ মুগ্ধ বিশ্বজনে
পূর্ব্ব ভারতের ঋষি যে যোগ-বিভার
ক্ষণিক অস্থির আলো দেখিল নয়নে।

তব তপোবলে দূর হবে অন্ধকার,
বিশ্ব পাবে স্থির আলো, শান্তি পারাবার!

আরনা

ক্ষিরীষ পাতা ঘুমিয়ে গেছে, জাগছে ধীরে ঝিঙ্গে ফুল ;
সন্ধ্যের আঁধার আসছে নেমে, হচ্ছে কেন প্রাণ আকুল ?
চলে যারা গেছে ফেলে ফিরবে না ত তারা আর,
তাদের শোকে তাদের আশে ছট্‌পটানি হ'চ্ছে সার।

দুধের মত রংটি ছিল, আর কিছু নাই মনে মা'র।
কুসুম ছিল কুসুমমত, ঘুমিয়ে বুকে পড়ল কার !

ঘরের পথে মাঠের মাঝে আবেগভরে স্নেহের দান,
করত সে জন কোলে তুলে, জুড়িয়ে যেত কাতর প্রাণ।

পুরাকালের সরল মানুষ, মূর্ত্ত-আদর শক্তি-সার ;
কথায় ছোট, কর্ম্মে বৃহৎ, এমন নারী মিলবে আর ?

উন্নতশির ব্রহ্মণ্যদেব, রাখতে গিয়ে কুলের মান,
কালীর পায়ে প্রনাম দিয়ে নিজের দেশে ত্যজল প্রাণ

স্নেহ যাদের পাবার কথা, রইল তারা দূর বিদেশে,
মায়ের মত আদর পেয়ে পরের ঘরে রইনু শেষে।
কালের হাতের পুতুল মোরা, খেলি কালের আদেশমত,
কালের কোলে ঘুমিয়ে পড়ি যখন মোরা খেলায় রত
এমনভাবে চলছে খেলা, কি জানি কাল কেন এল,
বামার সাথে সারদারে ঘুম পাড়িয়ে চলে গেল।

তারা নাকি জাগবে পুনঃ সূক্ষ্ম লোকে সূক্ষ্ম দেহে,
স্থূল জগতের স্নেহের আশা মিটবে বল কাদের স্নেহে ?
আমি তখন হলেম একা ; চোখের জলে বুক যে ভাসে,
ভালবাসার বিপুল তৃষা মিটবে বল কাদের পাশে ?

সুখদার সে মায়ের স্নেহ ভুলব বল কেমন ক'রে ?
চল্‌ল সতী সতীর দেশে, পারল না কেউ রাখতে ধরে।
যেখানে দ্বেষ, সেখানে ক্লেশ, থাকবে সতী সেথা কেন ?
দুঃখের দেশে সুখী জনের ক্ষণস্থায়ী প্রবাস হেন।

অনাথ জনের সাহায্যদান করল যে জন আপন ভুলে,
মরণ-নদে ভাসল যে জন আনল তারে জীবন-কূলে,
আনন্দের সে মধুর স্মৃতি মধুর করে বিধুর প্রাণে,
আজিও কেন মানস সদা চায় গো তাঁরে শ্রদ্ধা দানে ?

লক্ষ্মী সে যে মূর্ত্তকান্তি, ঘরের আলো, স্নেহের সার,
সকালবেলা পালিয়ে গেল, পেল না কেউ নাগাল তার
মনে হয় সে ছায়ার মত ঘুরছে ফিরছে চারি ধার,
স্থূল দেহের অভাব শুধু, তেমনি রাশি সুষমার।
বালিকার সে মধুর হাসি মায়ার যেন শক্ত পাশ,
আজিও কেন কোলে নিতে নিত্য মনে অভিলাষ ?

রাত্রিশেষে অসুখ হ'ল যৌবনের শ্রী পূর্ণ তখন ;
স্বর্গলোকের পথিক সে যে প্রত্যয় কভু নিল না মন
পথে যখন বল্লে কেহ, চিকিৎসা তার হচ্ছে ভাল,
শান্ত বিশ্ব, ঝটিকা নেই, হঠাৎ কেন নিব্‌বে আলো।
রামকৃষ্ণের সমাধিস্থান, দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে ;
সমস্ত দিন কাটল সেথা, রাত্রিমুখে আসছি ফিরে।
নীলিম হতে বজ্র যেন শোকের কথা বাজল কাণে,
সপ্তাহকাল বেদনা তার পূর্ণভাবে রইল প্রাণে।
পটলের সে 'কাকা' কথা সুধার ধারা মর্ত্ত্যলোকে,
অমর কোথা করল মরে, অমর করল বিষম শোকে

বাল্য-লীলা না হতে শেষ অনিল গেল অন্তরালে :
যবনিকা উঠবে কি তার, দেখাবে তায় মহাকালে ?
দিন দুপুরে আসবে না আর ডাকতে খেলার সঙ্গিদলে,
তিরস্কারের কঠোর কথায় ভাসবে না আর নয়নজলে।

সৌভ্রাত্র্য যার বাল্যে ছিল দেহ মনের রসায়ন,
যৌবনে তার হ'ল কেন ভ্রাতৃস্নেহের বিসর্জ্জন ?
যে রমনীর সুখের তরে নিত্য করল জীবন পণ,
স্বামীর ধ্রুব মরণ জেনে দিল না তায় পান ভোজন।
কৃপার পাত্র হ'ল না সে প্রেমের পাত্র নিত্য যার।
নারীর হেন কোমল দেহে অন্তর কেন অশ্মসার ?

পুরাকালের ঋষির মত জ্ঞানোজ্জ্বল উদার মন,
সাত্ত্বিকতার শান্তি-হ্রদে মগ্ন হৃদয় অনুক্ষণ।
মহাজনের গ্রন্থে মহান্ চিত্তনিবেশ সুখ অপার,
রসনা যাঁর অমৃতস্রাব করত কাণে অনিবার,
কোথা গেল কশ্যপের সে পুত্রপ্রবীণ মানবসার?
জ্ঞানের কথা, প্রাণের কথা হবে না আর সঙ্গে তাঁর।

জীবনপথে সঙ্গিনীর সে মানস-পটে চিত্র স্থির,
দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই দেখি না সে রূপ নারীর।
চিত্রের সাথে প্রেমের খেলা চলতেছিল রাত্রিদিন,
হঠাৎ দেখে শরীরী তায় হ'ল নয়ন পলকহীন।
আদর করে বলতুম তারে দেবতা সে মানুষ নয়;
উজ্জ্বল আলো উজ্জ্বলতর জ্বলত সদা শরীরময়,
নয়নে তার দিব্য ভাষা দিব্য ভাবের নিদর্শন,
উদয়কালে প্রেমোৎসবে হর্ষবিজড় দেহ মন।
কুসুমকালে শুকিয়ে গেল, মানল না সে স্নেহের স্রোত,
সত্ত্বা যে তার বিশ্বদেহে অনুস্যূত ওতপ্রোত।
সান্ত্বনা এই মনে আমার, তারায় তারে দেখতে পাই,
শ্বেত প্রসূনে, শিশুর হাসে, জ্যোৎস্না-রাতে কোথায় নাই?

সহোদরার সোদর-স্নেহ মূর্ত্ত হ'ত দ্বিতীয়ায়;
স্মরি সে দিন, স্নেহের দিদি, হৃদয় লুটে তোমার পায়

প্রকৃতি-মার সরল শিশু, ভালবাসার অবতার,
প্রথম যুগের মানুষ ছিল, অদ্ভুত জীব সে দুনিয়ার।
শ্রদ্ধা-সুধার অতিভূমি করতেছিল আরোহণ ;
যাবার আগেও স্নিগ্ধ জনে করে নি সে বিস্মরণ।
কৃষ্ণপদে ভক্তি যে জন রেখেছিল দিনকে দিন,
কৃষ্ণপদে নিত্যগতি, কৃষ্ণে সে জন হয় বিলীন।

তোমার অপ্রিয় কাজ করি আমি নিশিদিন:
তবুও আমারে তুমি ভালবাস পাপহীন।
গগনে তারকারাজি, ধরায় সুরভি ফুল,
সলীল সাগর-নৃত্য করে কেন প্রাণ আকুল !
স্ময়মঞ্জু শিশুমুখে, কৃষ্ণোজ্জ্বল নারীকেশে,
তব ছায়া, দুঃখহীন ! চলে যায় ভেসে ভেসে
দেখি তা বিরহ তব ফুটে উঠে সদা প্রাণে,
দূরে চলে যাই ফেলে প্রকৃতির জোর টানে।
কবে হ'বে চিত মম অনন্ত-শাশ্বত-স্থির,
অনাময় তব পদে শুদ্ধ বুদ্ধ শান্ত ধীর !

শিলং

অতুল সুষমা রাজে শিলং-ভূধরে,
দৃষ্টিমাত্র সুখিনেত্র প্রবাসী পথিক ;
উত্তুঙ্গ সরলতরু চারিধারে তার
সগর্ব্বে দণ্ডায়মান,—মহিমা স্রষ্টার।

সুশোভন বনফুল সানুদেশে তার,
কেহ শ্বেত, কেহ পীত, কেহ সুলোহিত,
তৃণমধ্যে চক্ষু মেলি চায় কার পানে ?
সত্য শিব সুন্দরে কি চিরলক্ষ্যস্থির ?

অকস্মাৎ বনভূমি করি মুখরিত,
বন্য পারাবত-রবে করুণাচঞ্চল ;
চকিত পথিক মন উদাস কাতর
ছুটে গৃহ লক্ষ্য করি, কিংবা মায়াতীতে ?

সৌন্দর্য্য-পিপাসু-চক্ষুঃ পান্থ কুতূহলী,
আরোহাবরোহে ক্লান্ত, বীতপ্রাণপ্রায়,
বায়ুসুধা পান করি, তরুতলে বসি,
নবীন জীবনে দেখে বিশ্বশক্তিছায়া।

আরনা

তরুলতা-সমাকীর্ণ বিজন প্রদেশে,
ঊর্দ্ধ হ'তে নিম্নে পড়ে উন্মত্ত প্রপাত ;
উন্মত্ত কি শিবপ্রেমে, আনন্দে শিবের ?
শিবপদে নৃত্যগীতে দেয় পুষ্পাঞ্জলি ?

তব ধ্যান শুদ্ধ চিত্তে আনন্দ অপার,
এসেছিল ভেসে স্রোতে মুমূর্ষা আমার।
ভেবেছিনু আর কেন হয়ে যাক্ শেষ,
কেন সই নিশিদিন সংসারের ক্লেশ ?

মনের সে মহাভাব কোথা গেল চলে ?
তোমার বিরহ-ব্যথা কেন পুনঃ জ্বলে ?
আশীর্ব্বাদ কর যেন নাহি থাকি ভুলে,
আবার মিলন হলে নিও কোলে তুলে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার

আছে কত নরাধম অবনী-ভিতরে,
কৃত-উপকার যারা করে না স্মরণ,
নাহি চায় সজ্জনের সুদীর্ঘ জীবন,
ভাবি নিজ ক্ষুদ্রতায় আবিল অন্তরে।

বাহিরে প্রবল ঝঞ্ঝা, মেঘের গর্জ্জন,
গৃহে করে আর্ত্তনাদ রোগী শয্যা'পরে।
মূর্ত্তিমতী-সেবাহূত, রাত্রি-দ্বিপ্রহরে
রোগিকর্ণে উচ্চারিলে অমিয় বচন;
জিজীবিষু মুমূর্ষুকে বাঁচালে সাদরে।
অধরে হাসির রেখা পিতৃ-সঞ্জীবন
চিকিৎসার মূল্য তব, শিষ্ট মহাজন,
ত্যজিলে সুবর্ণমায়া দীন-হিত-তরে।
সতত আরাধ্য রবে দুর্লভ চরণ;
সুখোৎসব ঋণস্মৃতি চিত্তরসায়ন।

সন্ধ্যার দু-আলো পৃথ্বী করে আলিঙ্গন ;
নির্জ্জন পল্লীর পথে দূর শঙ্খধ্বনি
প্রবেশি শ্রবনে মন করিল চঞ্চল।
কেন এ চাঞ্চল্য স্থির প্রশান্ত সন্ধ্যায় ?
আনে পরলোক-বার্ত্তা সন্ধ্যা-শঙ্খ-ধ্বনি ?
অন্তহীন বিরহের পূর্ণ পূর্ব্বস্বাদ ?
কে বল ছাড়িতে চায় বিশ্বের সুষমা,
সুখময় প্রিয়স্পর্শ সুধা-প্রস্রবন ?

মৎসর

মৎসর, তোমার পায়ে কোটি নমস্কার,
অভিনয় দেখি তব লাগে চমৎকার।

পরের সুন্দর মুখ আনে তব মনে দুঃখ,
কাতরে বসন্তে তুমি ডাক বার বার ;
মুখে বল, "বিশ্বে কোথা তুলনা ইহার !"

পাছে কেহ সুধী হয়, মনে তব সদা ভয়,
কি ক'রে করিবে কুধী—ভাবনা অপার ;
মুখে বল বিদ্যা-রত্ন অমূল্য ধরার।

প্রশংসার ব্যপদেশে, নিন্দা কর হেসে হেসে ;
মুখ্যে গৌণ, গৌণে মুখ্য—চাতুরী তোমার।
ধারণা—চতুরশ্রেষ্ঠ তুমি দুনিয়ার।
গুণি-নিন্দা শতমুখে, কর তুমি মহাসুখে,
পুত্রকাছে পিতৃনিন্দা ! —একি শিষ্টাচার !

অসত্যে সত্যেতে রাঙ, এক কর আর ;
অন্তরে স্বরূপে থাক, বাহিরে স্বরূপ ঢাক ;
সহজে স্বরূপ বুঝে হেন শক্তি কার ?

উপকার-ছলে তুমি কর অপকার ;
নহ উপকারে বশ, নাশ উপকারী-যশঃ।
বিনা প্রয়োজনে এ কী তৃপ্তি খলতার !
অথবা, মৎসর, তব রীতি বুঝা ভার।

আয়না

বৃদ্ধ-যুবা যুবা-বৃদ্ধে জিজ্ঞাসিল হাসি,
"এখনও করি নি ত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম,
মস্তক বিরল-কেশ, ললাট গভীর,
কপোল কপোলে ঠেকে, নিষ্প্রভ নয়ন :
লোল মাংস সর্ব্বদেহে, তুণ্ড দন্তহীন ;
হস্তপদ কর্ম্মকুণ্ঠ, সভয় মানস,—
যৌবনে বার্দ্ধক্য-দশা—এর কি কারণ ?
হাসিয়া কহিল বৃদ্ধ, "সদা অসংযম।"

"ষাষ্ট-বর্ষ বয়ঃ তব, ঘনকৃষ্ণ কেশ,
মসৃণ ললাটদেশ, চক্ষুঃ সমুজ্জ্বল ;
নিটোল কপোল কম, লাবণ্য শরীরে ;
অক্ষুণ্ণ দ্বাত্রিংশ দন্ত শুভ্র দ্যুতিমান ;
কর্ম্মক্ষম হস্তপদ, হৃদয়ে বিক্রম ;
বার্দ্ধক্যে যৌবন-কান্তি—এর কি কারণ ?"
হাসিয়া কহিল বৃদ্ধ, "সর্ব্বদা সংযম।"

জানি না রে তোরা কারা
প্রহার কি এত সয় ?
নয়নেতে অশ্রুধারা,
রক্তধারা দেহে বয়।

প্রথম যৌবন এই,
কত আশা মনে রয়,
ফুটিতে না ফুল সেই
কলিতে করিবি লয় ?

ঘরে তব আকর্ষণ
টেনে সে এনেছে মোরে,
দেখিয়ে সে প্রলোভন
ফেলেছে মরণ ঘোরে।

শত অপরাধ ক্ষম,
প্রহার করো না আর ;
বহিবে মরণে মম
রক্তমাখা স্মৃতি-ভার।

আছে ত তনয় তব,
আমিও তনয় কার'।
স্মরিয়ে সে কথা সব
প্রহার করো না আর।

ক্রমশঃ বাড়িছে রাতি,
ঘনাতেছে অন্ধকার ;
শূন্যেতে তারার ভাতি,—
পথিক চলে না আর।

আরনা

শ্রীহরি-করুণা-শান্ত
জীবগণ চারিধার ;
তুমি শুধু কেন ভ্রান্ত,
কেন বিঘ্ন করুণার ?

শিরেতে লোহার দণ্ড,
প্রহার করো না হায় !
তোমার প্রহার চণ্ড,
দেহ ছাড়ি প্রাণ যায়।

চাও চাও মুখ মার,
প্রহারে বিরত হও,
পদে তব নমস্কার,
ভুলি দোষ, গুণ লও।

নীতি কবিতা

১

সম্মুখে বিরাজে দেখ সুপেয় জলধি,
গোস্পদ পঙ্কিল জলে তৃপ্তি নিরবধি,
হে মানব, কেন তব বুঝিতে না পারি।
যেতে যেতে মোক্ষপথে হয়েছ সংসারী ?

২

নিরমল মুখকান্তি সমল দর্পণে
যত পার চেষ্টা কর দেখিবে কেমনে ?
আত্মজ্যোতিঃ প্রতিভাত মলিন মানসে
যে চায় দেখিতে সে কি আছে আত্মবশে ?

৩

শকুনি গৃধিনী আর শৃগাল কুক্কুর
পুতি মাংসে পায় দেখ আনন্দ প্রচুর।
যে আনন্দে কর তুমি নাসিকা-কুঞ্চন,
সে আনন্দে কারো কারো উজ্জ্বল নয়ন।

৪

যে আনন্দে কর তুমি ঘৃণা নিশিদিন,
অবস্থা-বিশেষে থাক সে আনন্দে লীন।

৫

নিরর্থক বাক্য যদি কহে কোন জন,
নিরুত্তর থাকা হয় অতীব শোভন।
নির্ব্বোধে যে জন করে উত্তর প্রদান,
নিজেকে নির্ব্বোধ বলি করে সে প্রমাণ

৬

অধীরে হইয়া ধীর করিবে উত্তর,
নতুবা কলহ হবে নিত্য সহচর।

৭

দুঃশীল শিশুর শাস্তি ভর্ৎসনা প্রহার,
অথবা শিশুর মত প্রকৃতি যাহার।
বৃদ্ধে থাকে শিশুভাব অথবা যুবায়,
অভিজ্ঞতা সুবোধের সতত ধরায়।

৮

সুজন করিলে দোষ মধুর বচন
কহিবে, নিজের দোষ করিয়া স্মরণ।

৯

রূঢ় কথা কহে যদি কোন রুষ্ট জন,
রুষ্ট হয়ে রূঢ় কথা না ক'বে কখন।
অনলে নির্ব্বাণ কভু না করে অনল
গরলে গরল ঢাল, বাড়িবে গরল।

রুষ্টজনে মিষ্ট কথা সতত নিষ্ফল,
নদীমাঝে সেতু বাঁধা যবে বৃদ্ধ জল।
রোষ শান্ত হয় দেখি নীরব থাকিলে,
নির্ব্বাপিত হয় অগ্নি শীতল সলিলে।

১০

শীতে রহে কালসাপ গর্ত্তের ভিতর,
বসন্তের উষ্ণাগমে তেয়াগে বিবর।
হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে ক্রোধ নিরন্তর,
সময় পাইলে পায় প্রকাশ প্রখর।
"মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পঃ" সুধীজনে কয়,
শাস্ত্র-সুধীবাক্যে ক্রোধ নাহি বশ হয়।
বিঁধি শির সর্পে মার বিষদিগ্ধ বাণে,
ক্রোধে নাশ কর নিত্য নামামৃতপানে।

১১

নিজে নিজবশ নহ ভেবে দেখ মনে,
অপরে আপনবশে আনিবে কেমনে?
কাতর অবাধ্য দেখি স্ত্রীপুত্রকন্যারে,
কাতর কি কভু দেখি অবশ আত্মারে?

১২

অনিত্যে নিত্যের জ্ঞান নির্ব্বোধের হয়,
সত্য জ্ঞান হলে তার হয় বিপর্য্যয়।

কাচখণ্ড হীরা বলি যে করে গ্রহণ
কাচ জ্ঞান হলে কাচে করে বিসর্জ্জন

১৩

মুখ মিষ্ট হলে মিষ্ট হবেই হৃদয়,
একথা সর্ব্বদা কভু সত্য নাহি হয়।
মিষ্ট আম্র মিষ্ট হবে নাহিক সংশয়,
অষ্ঠি তার মিষ্ট দেখ কভু নাহি হয়।

১৪

মুখ মিষ্ট নয় কিন্তু মিষ্ট হয় মন,
জাগতে বিরল নহে এতাদৃশ জন।
বাতাদ ফলের কোষ কভু মিষ্ট নয়,
শস্য তার দেখ সুধী নিত্য মধুময়।

১৫

মৃত পুত্র আলিঙ্গিয়া মাতা দেহ তার
ক্রন্দনে মুখরি গৃহ ফেলে অশ্রুধার।
মায়াতীত হেসে বলে, “কেন, গো ললনা.
পুত্রদেহে পুত্রজ্ঞান—একি বিড়ম্বনা!”

১৬

কি সুখ রসনাতৃপ্তি মিষ্টান্ন-ভোজনে !
কি সুখ নয়নতৃপ্তি সৌন্দর্য্য-দর্শনে !
কি সুখ নাসিকাতৃপ্তি কুসুমের ঘ্রাণে !
কি সুখ শ্রবনতৃপ্তি কোকিলের গানে !
কি সুখ ত্বকের তৃপ্তি স্নিগ্ধ-আলিঙ্গনে !
আদি অন্ত আছে যার সুখ সে কেমনে ?

১৭

শুভ্র কেশ, জীর্ণদন্ত, লোলচর্ম্ম দেহ,
শিথিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি, অপগত স্নেহ,
গমনে অশক্ত, করে যষ্ঠির আশ্রয়,
এই বুঝি মৃত্যু এল, সদা মনে ভয়,
যুবতীর বাহুবন্ধ করে অভিলাষ।
দেখেছ কি বিশ্বে কভু হেন পরিহাস ?

১৮

অন্তরে কৌলীন্য নাই, কৌলীন্যের ভাণ
যে করে সে কৌলীন্যের করে না সম্মান।
গুণগত কৌলীন্য যে, জন্মগত নয়,
সনাতন সত্য এই জানিহ নিশ্চয়।
স্বার্থতরে ভণ্ড করে আত্মপ্রতারণা ;
অত্র বা অমুত্র তার কোথায় সান্ত্বনা ?

আয়না

শীতলি নিদাঘ-বিশ্ব সন্ধ্যার সমীর
নীরবে বহিতেছিল শান্ত স্থির ধীর ;
মোরে ডেকে বলে, "তুমি মোর সাথে চল।"
"হয় নি যাবার বেলা, কেন যাব বল ?"

নিজমনে বহে নদী করি কুল কুল,
ক্রমশঃ উথলি উঠে ভাসায়ে দুকুল ;
তীরে দেখে বলে, "তুমি, মোর সাথে চল।"
"হয় নি যাবার বেলা, কেন যাব বল ?"

প্রান্তরের মধ্য দিয়া যায় পান্থ জন,
সঙ্গিহীন অন্যমনা শূন্য দুনয়ন ;
মোরে ডেকে বলে, "পান্থ, মোর সাথে চল।"
"হয় নি যাবার বেলা, কেন যাব বল ?"

অন্তরীক্ষ হ'তে নামে আলোকের ধারা,
নিষ্প্রভ জ্যোতিতে তার চন্দ্র গ্রহ তারা ;
সম্বোধি আমারে বলে, "মোর সাথে চল।"
"হয় নি যাবার বেলা, কেন যাব বল ?"

তমোময়ী রজনীর দ্বিতীয় প্রহর,
ভূত প্রেত পিশাচের শব্দ ভয়ঙ্কর ;
শব্দ মৃদু করি বলে, "মোর সাথে চল।"
"হয় নি যাবার বেলা, কেন যাব বল ?"

স্বপনে দেখিনু মূর্ত্তি করুণ ভীষণ,
রোমাঞ্চ শরীরে স্তব্ধ হৃদয়-স্পন্দন ;
হাত ধরি বলে মোরে, "মোর সাথে চল।"
"হয়েছে যাবার বেলা, রব কেন বল ?"

বার্দ্ধক-বিগত-শক্তি ইন্দ্রিয় বিকল
ভুক্ত সুখে রুচি যবে না করে প্রদান,
ধর্ম্মে লোক দেয় মন চকিত চঞ্চল,
শুনি শ্রোত্রে মুহুর্মুহুঃ শমন আহ্বান।

গত কম বাল্যকাল ; যৌবন বিমল
এই মাত্র উপনীত ; সঙ্গে লয়ে তার
উদ্দাম আকাঙ্খাবাণী,—আনন্দ-প্রবল,
ধরেছে সম্মুখে তব বিচিত্র সংসার।

এখনো তোমার গলে চারু ফুলহার
স্বহস্তগ্রথিত স্নিগ্ধ দিব্য পরিমল
পরায়নি বালা কোন সুষমা-আধার,
সলজ্জ আলাপে তোষি মানস কোমল

আয়না

নিৰ্ম্মল চন্দ্ৰিকালোকে মঞ্জু মধুমাসে,
দূরে শুনি পিক-গান চঞ্চল-হৃদয়,
দ্রুত পশি গৃহে, বৎস! নিশ্বাস-সুবাসে
হয় নাই প্রিয়াসনে সুধা-বিনিময়।

মধুর কোমল কান্ত অৰ্দ্ধ-উচ্চারিত
স্বশিশু অস্পষ্ট ভাষ, পশিয়া শ্রবণে
করেনি অমৃতস্রাব; কিম্বা বিমোহিত
হয়নি মানস তার স্নেহ-আলিঙ্গনে।

দূরে ফেলি নব তেজে সংসারের সুখ
করেছ গ্রহণ তুমি ব্রহ্মচারিব্রত
সেবিতে স্বদেশ, প্রিয়, পাবে বহু দুঃখ
সাধিতে এ মহাযোগ বিভ্রম-বিরত।

অক্ষম আশীষে আমি, কিন্তু গুরু তব
করি আশীৰ্ব্বাদ, বৎস! করহ গ্রহণ।
অচিরে লভিবে তুমি অমর বিভব;
অবাধে হউক তব ব্রত-উদযাপন।

সাধু নাগ মহাশয়

(৺দুর্গাচরণ নাগ)

গুরুর আদেশে তুমি প্রবেশি সংসার,
ধর্ম্ম-পত্নী সহ নিত্য করিলে বসতি।
গুরুর দৃষ্টান্ত স্মরি, নিবারি দুর্ব্বার
কামরিপু পত্নীসহ না করিলে গতি।
রসনার ভোগ্যদ্রব্যে না করিলে মতি,
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ে গণিয়া অসার।
নর পশু পক্ষী তরু ব্রততীতে রতি,
উঠিলে যোজন শত ঊর্দ্ধে অহিংসার।
হেথা অর্দ্ধোদয়-যোগে তব দেশবাসী
উপনীত গঙ্গাতীরে খণ্ডিতে দুর্গতি।
নারিলে আসিতে তুমি, সংসারী সন্ন্যাসী ;
কিবা ফল পুণ্যে যার রামকৃষ্ণে মতি ?
আপনি আসিয়া গঙ্গা প্রাঙ্গনে তোমার
প্লাবিত করিলা ঘোষি তেজ তপস্যার !

গীতা

মৃত্যুভয়ে কাপুরুষ ধরার মানব ;
অবদান অসম্ভব তাই ধরাপরে।
মৃত্যু মৃগতৃষ্ণা যথা—মন্ত্র অভিনব।
সেই মন্ত্রে দীক্ষা তুমি দাও বিশ্বনরে।
কার সাধ্য নাশে তার সাহস-বিভব ?
নিজমৃত্যু পরমৃত্যু সদা তুচ্ছ করে ;
স্মের মুখ বধ্যমঞ্চে,—স্তব্ধ বিশ্ব সব !
অভিনয় ? মিথ্যা কথা। মারে কে অমরে ?
বিশ্বহিতে হত গুরু, বিস্ময়-নীরব
বিশ্ব, হত নিজ জন, ভীষ্ম বীরবরে।
তব শিক্ষাগুণে মৃত্যু মানে পরাভব
বিশ্বহিতে ধর্ম্মক্ষেত্রে কৌরবসমরে।
বুদ্ধ ঈশা শ্রীচৈতন্য নত কৃপাভরে ;
কৃপায় কৃপা তুমি শিখাও সাদরে।

সাহিত্য-সম্রাট্

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডি. লিট্

বিপন্ন-উদ্ধার-ব্রতে দীক্ষা হে তোমার,
বিপন্ন আশ্রয় ধ্রুব পায় ও চরণে।
বিপন্নে আপন ভাব প্রভাবে দয়ার,
মূর্ত্ত-পরহিতৈষণা তুমি এ ভুবনে।
ভ্রান্ত দেশবাসী দেখি উন্মার্গ গমনে
উপদেশ দিলে তুমি মুক্তি লভিবার।
পশিল না উপদেশ তাদের শ্রবণে,
বরিয়ে নিয়েছে তারা দাসত্ব দুর্ব্বার।
মর্ম্মস্পর্শী ভাষা দেখি সমবেদনার
অতুল সাহিত্যে তব দীন দুঃখী জনে;
দীন দুঃখীতরে ফেল নয়ন-আসার।
সার সমদুঃখ তব নিজের জীবনে।
সৌজন্য-সুগন্ধে যার পূর্ণ চারিধার,
গুণমুগ্ধ করে তারে কোটি নমস্কার।

করতে অমর স্নিগ্ধ জনে
চাহে মানব-হৃদয় নিত্য ;
কাল-বিজয়ী প্রকাশ রম্য
অক্ষাভিরাম কতই কৃত্য !

রাখতে প্রিয়তমের স্মৃতি
লাগায় তরু পথের পাশে ;
কেহ খণন করে বাপী,
প্রিয়তমের স্থিতির আশে।

দেখি করিব অমর কাব্য
মহাপ্রয়াণে করছে রিক্ত,
গত-প্রাণে বিতরে প্রাণ,
শব্দ-সুধায় করিয়া সিক্ত।

আকৃতি-হীন মর্ম্মরখণ্ডে
প্রতিভা তার পায় যে স্ফূর্ত্তি,
ভাস্কর-কবি ফুটিয়ে তোলে
মৃত প্রেমের অমর মূর্ত্তি।

চিত্রকরের চিত্রে ফুটে
প্রিয়তমের অমল কান্তি,
যতই কেন দেখ না তায়,
সজীব ব'লে হয় যে ভ্রান্তি।

শ্বেত মর্ম্মরে সৌধ উঠে,
স্বপ্ন সে নয়, মূর্ত্ত স্নেহ ;
যদিও ফিরে আসবে না সে,
স্মৃতিতে তার পূর্ণ গেহ।

মুদবে যখন নেত্র আমার,
প্রিয়ে, তোমার বক্ষঃ পরে,
ভাসিয়ে দিও দেহ আমার
উর্ম্মি-আকুল নীল সাগরে।

মধ্যরাত্রে একবার জেগে
শুনবে তুমি সাগর-গীতি,
বিষাদময়ী সেই গীতিতে
রইবে যে স্থির আমার স্মৃতি !

করতে অমর স্নিগ্ধ জনে
চাহে মানব-হৃদয় নিত্য ;
কাল-বিজয়ী প্রকাশ রম্য
অক্ষাভিরাম কতই কৃত্য !

গান

(১)

গ্রন্থাগার

বাগেশ্রী—একতালা।

মূর্ত্ত জ্ঞানের মন্দিরে ওই নন্দিতেছে সুধীর দল
আমরাও সেথা যাই না চলে, কে যাবি রে আগে চল্।

দিব্য দ্যুতি জ্ঞানের আলো
অন্তরেতে সদা জ্বালো ;
অজ্ঞানীরে দেখিয়ে আলো, জ্ঞানের পথে নিয়ে চল্ ;
(তাদের) দিব্য লোকে পৌঁছে দিয়ে পরের মনে
দাওনা বল।

জ্ঞান বিনে এই বিশ্ব দেখ
রোগ শোকে সদা বিহ্বল ;
(তাদের) জ্ঞান দিয়ে ফলাও না কেন বিষের
বৃক্ষে সুধার ফল।

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৫।

(২)

বসন্ত

পিলুমিশ্র—আদ্ধা—কাওয়ালী।

আমি এসেছি আবার,
কিশলয়ে কুসুমেতে দেখ কি বাহার!
মৃতপ্রায় শিশিরেতে,
তরুলতা চারিভিতে
নবীন চেতনা লভে আগমে আমার!

দখিনা বায়ুর তালে
পিক গায় তরুডালে;
জীবে জীবে উন্মাদনা প্রভাবে কাহার?

অনাহত গীতরোলে
ঋষির হৃদয় দোলে,
আনন্দ-প্রবাহ বিশ্বে ছুটে—চারিধার।

১৯৪৩৫

(৩)

শ্রীঅরবিন্দ

আনন্দভৈরবী—যৎ।

ভারতেরই শেষ ঋষি, পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে,
কর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগ নিত্যসিদ্ধ বিতরণে।
কেহ কর্ম্ম, কেহ জ্ঞান,
কেহ ভক্তি, যোগ ধ্যান,
নিজ মোক্ষ তরে, লোক কাল যাপে অভ্যসনে।

ঈশকর্ম্মে অনুরাগী,
ঈশের প্রকাশ লাগি,
যুগপৎ সব যোগ শিখাতেছ শিষ্যগণে।

মগ্ন বিশ্ব তমোনীরে ;
বিনাশিয়া সে তিমিরে,
জ্বেলেছ শাশ্বত আলো, ধন্য ধরা আগমনে।

রোগ মৃত্যু জয় করি,
জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধরি,
প্রতিষ্ঠা সচ্চিদানন্দে লভিয়াছ এ জীবনে।

১৯।৪।৩৫

(৪)

ভৈরবী মিশ্র—জলদ কাওয়ালী।

মনে আছে কি তোমার
প্রেম-আলিঙ্গন সেই প্রীতি-পারাবার ?

সুনীল আকাশতলে
কর পরস্পর গলে
একদৃষ্টে চেয়ে থাকা—আধার সুধার ?

বসিয়ে সাগরতীরে
সে অনন্ত নীল নীরে
বিফল প্রয়াস সেই ঢেউ গণনার ?

তুমি আমি কত দূরে,
তোমারি মধুর সুরে
বায়ু বহে আনে, সে কি ছলনা মায়ার ?

১০।৪।৩৫

(৫)

মল্লিকা

বসন্তবাহার—ঢিমে

ফুটে কি মল্লিকা-ফুল ইন্দ্রের নন্দন-বনে ?
দেন কি দেবেশ তারে নারায়ণ-শ্রীচরণে ?
পৃথিবীতে ফুটে ফুল,
পবিত্রতা-সমাকুল,
করে দেহ মন প্রাণ পূত গন্ধ বিকীরণে।
ঘ্রাণে আনে মৃদু বায়,
দেহ ছাড়ি চলে যায়
অজানা উদ্দেশে মন যেন কার অন্বেষণে।
পরিকান্ত সুকোমল,
নিরমল শ্বেতদল,
ভোগ্য বস্তু নহে এই, যোগ্য শুধু কৃষ্ণার্চ্চনে।

(৬)

আশাভৈরবী—আড়াঠেকা।

এত ক্লেশ সহ, তবু কেন ভালবাস বল ?
রসনা-গরল পিয়ে নাহি ফেল অশ্রুজল।
হৃদয়ের তমোনাশী
অধরে মধুর হাসি,
কথা যেন অমৃতের নিঃসরণ নিরমল।
সখা তব সহবাসে
সতত বাসনা আসে,
হইতে তোমার মত—একি সময়েরই ছল ?

২২।৪।৩৫

(৭)

ছায়ানট—ঢিমে কাওয়ালী।

মিলনে বিরহছায়া থাকে যদি অবিরল,
বিরহে বেদনা এত কেন তবে সহি বল ?
একই কালে একই স্থানে
মিলন আনন্দ আনে ;
প্রিয়ামুখে তিরোহিত—ব্যোম বায়ু জল স্থল।
যখন যে দিকে চাই
সে মুখ দেখিতে পাই ;
বিরহে আনন্দ এই,—বিরহ নহে বিফল।

২২।৪।৩৫

———

(৮)

কেদারা—ঢিমে।

তোমারি সে ভালবাসা
যখনি আসে স্মরণে,
সুখেরই লহরী খেলে
দুঃখময় এজীবনে।
হেরিয়ে চন্দ্রমা তারা
হয়ে যাই আত্মহারা,
আমারি সে মুখছবি
কেন বল পড়ে মনে ?
কি যে বল দেহে আসে,
কি জানি কিসেরই আশে
অতুল উৎসাহে মাতি
পরদুঃখ বিমোচনে।
মলিন মানস হয়
শুচিশুভ্র দ্যুতিময় ;
প্রতিভাতি কার তাহে
বলিব বল কেমনে ?

২১।৪।৩৫

(৯)

সুরট্‌মিশ্র—খয়রা।

পরের ছেলে আদর দিয়ে
মানুষ করে কি হয় ফল ?
(তারা) পর থেকে যায় মনে মনে
বাইরে আপন হয় কেবল।
দিন দুদিনের ভালবাসা
থাকবে সদা কি দুরাশা !
মন মানে না মায়ার খেলা
খেলে দেখ অবিরল।
বাঁধে তারা এমনি জোরে,
ফেলে এমনি মায়ার ঘোরে,
(তারা) মিশে যখন আপন দলে,
ঝরে শুধু আঁখির জল।

২৩।৪।৩৫

(১০)

বিহারীমিশ্র—ঠুংরী।

সাদর আহ্বান তব আসে পুনঃ পুনঃ কাণে ;
যাইতে তোমারই কাছে চির অভিলাষ প্রাণে।
উঠে যাই কত দূর,
অমনি প্রকৃতি ক্রূর
আপাতমধুর সুখ পথে প্রলোভন আনে।
না পারি রোধিতে তারে,
পড়ে যাই বারে বারে ;
হাত ধরে নিয়ে চল অধমে করুণা দানে।
মোর মত কত প্রাণী,
তোমারে দয়ালু জানি
স্নেহেরই আহ্বান শুনি, চেয়ে আছে মুখপানে।

২৪।৪।৩৫

(১১)

সুর—বাহার

সঙ্ঘ বিনা শক্তি কভু
বিশ্বে না দেখিতে পাই
তুলা তৃণ যুক্ত হয়ে
মত্ত দন্তী বাঁধে ভাই

অযুক্ত অশক্ত ভবে ;
যুক্ত যারা তারা সবে
শক্তি ভুক্তি মুক্তি লভে
ইহাতে সংশয় নাই ।

মিলেছি বরষশেষে,
ঘুচাতে দুঃখীর ক্লেশে,
নিজ নিজ কার্য্য করে চল সবে এগিয়ে যাই ;
কর্ত্তব্য সাধিতে হলে স্থিরলক্ষ্য (সঙ্ঘবদ্ধ) হওয়া চাই ।

১।৫।৩৫

(১২)

সুধেন্দু

পূরবী মিশ্র।

সমুদ্রমন্থনে ইন্দু আরও কত উঠেছিল,
শ্রী, সুষমা মূর্ত্তিমতী, কৌস্তুভে মাধব নিল।
ইন্দুর অতুল কান্তি
বিশ্বে আনে সুধা শান্তি ;
এহেন ইন্দুরে বিষ্ণু নিজ কেন না করিল ?

বিষ্ণু দেয় বিশ্বে স্থিতি,
ইন্দু যে বিশ্বের প্রীতি,
বিশ্বহিতে সে ইন্দুরে বিষ্ণু বিশ্বে বিতরিল।

পিকরব-মুখরিত,
মলয়ানিল-বীজিত,
পুষ্পিত-বসন্ত-বিশ্ব, সুধেন্দু করে সলীল।

ইন্দুসুধা পান করি,
শ্রমক্লান্তি পরিহরি,
দিক্‌পাল দেবগণ, বিষ্ণু-দাস্য-পুণ্যশীল।

৪।৫।৩৫

(১৩)

ভাংটা সুর।

তোমারি বিরহ, হরি, সহিতে পারি কেমনে ?
অপ্রীতি অপ্রিয় তব বাধা যে দেয় মিলনে।

যখনই তোমাতে প্রীতি,
সঙ্গে তব অবস্থিতি ;
কি আনন্দ পাই তব প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে !

যখনই অপ্রীতি আসে,
ভুলি তব সহবাসে ;
তোমা থেকে দূরে যাই, জ্বলি বিরহ দহনে।

আত্মা রাধা, কৃষ্ণ স্বামী,
রাধা সদা কৃষ্ণ-কামী ;
কেন যে অপ্রীতি আসে, ইচ্ছা অপ্রিয় সাধনে ?
মিলন বিরহ এই, জানে কৃষ্ণভক্তগণে।

৬।৫।৩৫

(১৪)

আশা ভৈরবী।

নমামি রজনী দেবী, প্রণমামি বারে বারে !
এতাদৃশ রূপ গুণ কে বল দিল তোমারে ?
ঘন কৃষ্ণ কেশ পরে
তারা ঝিকিমিকি করে ;
মুক্তা তারা কি বা হীরা কে বল বলিতে পারে ?
ছায়াপথ তব সীথি,
সে কি নীহারিকা-বীথি ?
কোটি বিশ্ব বীজ তাহে, বর্ণিতে বচন হারে।
কি যাদু জান, রজনী,
মুখর চল ধরণী
মুহূর্ত্তে নীরব হয়, পদেক চলিতে নারে।
আশ্রয়ি তব তিমিরে,
নিদ্রা নামে ধীরে ধীরে,
দুঃখীরে সান্ত্বনা দিতে ফিরে তার দ্বারে দ্বারে।
কখন ও কৌমুদীরাশি
তোমারি মধুর হাসি
ডুবায় ভাবুক জনে ভাবনার পারাবারে।
প্রচণ্ড নিদাঘে যবে
ছটপট করে সবে,
মুহুর্মুহু চায় তব সুশীতল করুণারে।

বিশ্বে হেন কিছু নাই,
উপমা না খুঁজে পাই,
ভকত বিভুর পদে নতশির নমস্কারে

১০।৫।৩৫

(১৫)

বেহাগ।

ছিনু ঘুমে অচেতন,
সহসা জাগায়ে কোথা করিলে হে পলায়ন ?
একাকিতা ভাগ্যে লেখা
কখনও চাহি না দেখা
কি সুখ হইল তব দলিয়ে দুঃখিত জন ?
দিবসে যে সহি জ্বালা,
হয় তাতে মুক্তামালা,
সে মালা পরিয়ে গলে সফল কর জীবন।
আগ্রহ সতত ত্যাগে
রক্তবিন্দু পদ্মরাগে,
তুমি যদি হাস, সখা, পাইবে পরিনমন।
যদি কেহ এসে বলে,
সুখী হবে প্রাণ দিলে,
অনায়াসে দিতে পারি—এ মম সুখ স্বপন।
বিশ্বে মহা বহ্নি জ্বলে,
পুড়ে সব সে অনলে,
ভস্মে দেখি শুভ্র হীরা সে পবিত্র প্রেম ঘন।

১১।৫।৩৫

---

(১৬)

গারা ভৈরবী—যৎ

স্বাগত অতিথি জনে !
তুমি কি সে প্রিয় সখা সুধা দিতে আলাপনে ?
কোথা ছিলে এতদিন !—
অবনী আলোকহীন
হয়েছিল তোমা বিনে ; আলো দেখি আগমনে।
য'টা দিন বাকী আছে
থাকিবে আমার কাছে ?
কিবা পুনঃ যাবে চলে তমো ঢালি এ ভুবনে ?
শোকের সাগরে ভাসি
কি বা সুখ কুলে আসি ?
দু'দিনের সুখ সে যে—দুঃখসার এ জীবনে।

১৫।৫।৩৫

(১৭)

বেহাগ—যৎ।

এসেছি তোমার কাছে
না পেয়ে কোথাও স্থান।
কার কাছে যাব বল
কর যদি প্রত্যাখ্যান ?

জীবন করিয়ে পণ
সেধেছিনু নিজজন ;
তাদের পরুষ ভাষে
কাতর অভাগা প্রাণ।

সংসার-গহন-বনে
নররূপী ব্যাঘ্রগণে
স্বার্থ-দ্বেষ-বশে করে
ভ্রাতার রুধির পান।

১৫।৫।৩৫

(১৮)

ভৈরবী

পেয়েছি হারান ধনে ;
আর না হারাব তারে, রাখিব সদা নয়নে।
নয়নে পলক হেন
বিধি নরে দিল কেন ?
পলকে হারাই পাছে সদা এই ভয় মনে।
পলক নয়নে থাকি
মানব আননে নাকি
করেছে সুন্দরতর দেবের মুখ তুলনে।
নয়ন পলকহীন
বিধি মোর করে দিন ;
পলক তৃপ্তির বাধা প্রিয়ামুখ দরশনে।

১৬।৫।৩৫

(১৯)

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী।

অসহ নিদাঘ ঋতু রবির প্রখর করে ;
সহনীয় কর তারে বরষি অমিয় স্বরে।
বসি বটতরুমূলে
পথিক আপনা ভুলে
তব কুহুরবে, পিক, বেলা দিবা দ্বিপ্রহরে।
রূপের গরিমা নাই,
গুণের গরিমা তাই
রবে পরিণত হয়ে মুনির মানস হরে।
তোমারি পঞ্চম স্বর
ত্রিভুবন-মনোহর ;
গাহিত কি সে পঞ্চমে বেণু বাসুদেবকরে ?

১৭-৫-৩৫

(২০)

বেহাগ মিশ্র।

কেমনে চিনিতে পারি ?
তুমি কি সে প্রেমময়ী ভুবনমোহিনী নারী ?
কোথা সে ভ্রমর-কাল
আকুঞ্চিত কেশজাল
যাহাতে পড়িত বাঁধা নয়ন-লীলা নেহারি ?
কোথা সে ললাট তব,
সুষমারি পরিভব,
নিটোল কপোল কোথা তরুণের মনোহারী ?
কোথা সে চঞ্চল নেত্র,
অক্ষয় তৃষার ক্ষেত্র,
কোথা সে অধর তব রক্তাশোক অনুকারী ?
কোথা গেছে ভ্রূযুগল,
কামধনু অবিকল ?
রচেছিল বিধি যেন দিয়ে ভ্রমরের সারি।
রয়েছে নাসিকা ওই,
সে চারু ঋজুতা কই ?
ঈষৎ বঙ্কিম দেখি ঝরে নয়নের বারি।
কোথা সে দন্তের পাঁতি
পরাজি মুকুতা-ভাতি
হাসিতে ঢালিত দ্যুতি ? তুলনা নাহি তাহারি।

কোথা সে লাবণ্য কম

যা দেখি হইত ভ্রম

দেবী কি মানবীরূপে হয়েছে মরতচারী ?

জীবনেরই সন্ধ্যাবেলা

জরা করিতেছে খেলা ;

সর্ব্বনাশী রাক্ষসী সে, তারে নাশ, হে মুরারী।

১৯।৫।৩৫

(২১)

গারা ভৈরবী।

প্রাচীন ভারত ছিল

নানা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল ;

জ্ঞানদাতৃদলে দেখ

রমণী নহে বিরল।

রমণী-জ্ঞান-বিভবে

দেশ পুনঃ ধন্য হবে।

আনিব সে দিন ভবে

আমরা বালিকাদল।

(২২)

পিলুমিশ্র।

পাপিয়া, তোর মধুর স্বরে হয় রে কেন উদাস প্রাণ ?
'চোখ গেল' ওই কথা দু'টি মরম-স্রোতে বহায় বান !
দিনের বেলা রবির আলো
লাগে না তোর চোখে ভালো ?
তাই কি রে 'চোখ গেল' বলে গাসরে এমন দুঃখের গান ?
রাতদুপুরে শীতল ভবে
সুপ্তি-মগ্ন যদা সবে,
'চোখ গেল' ওই করুণ রবে ভঙ্গ করে গভীর ধ্যান।
বিধি কি তোর সদা বিমুখ !
জীবনে কি নাই কোন সুখ !
'চোখ গেল' ওই বুলি বুঝি গুপ্ত আধির অভিজ্ঞান !
সমদুঃখী ধরায় আছে,
আয়রে, পাখী, তাদের কাছে ;
চোখের জল তোর যাবে মুছে, টুটবে রে তোর অভিমান।

২৫।৫।৩৫

(২৩)

সাহানা।

কাল গাহিতেছে ওই জীবনের সান্ধ্য গীতি,
বিষয়-আসক্ত মনে সঞ্চারি বিষয়-ভীতি।
তবু ভোগ-ইচ্ছা মনে
প্রবল যেন যৌবনে;
ভোগশক্তি তিরোহিত, আছে সদা ভোগে প্রীতি।
ব্যঙ্গ করি জরা হাসে,
মরণ-আহ্বান আসে
নিত্যনব রোগরূপে, খেলা করে ভোগস্মৃতি।
দেখি পরিহাস হেন,
হও না সতর্ক কেন।
হবে বা কেমনে বল—এ যে গো প্রকৃতি-রীতি।

৯।৬।৩৫

(২৪)

পূরবী মিশ্র।

ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যাবেলা,
মিটছে আমার ভবের খেলা।
সোহাগভরে চাঁদনী রাতে
চাঁদ ধরে তার দিতে হাতে,
প্রেমের মোহ হৃদয়ে মোর
খুলেছিল আশার মেলা।
এখন সে সব গেছে টুটে
প্রেমের নেশা গেছে ছুটে।
স্মৃতির জ্বালা সইতে নারি
আসল কাজে অবহেলা।
থাকা কি আর চলবে ভবে ?
ডাকছে রে কাল যেতে হবে।
কালসাগরে উঠছেরে ঢেউ
।হরি কি হবে ভেলা ?

১৬।৬।৩৫

(২৫)

বেহাগ মিশ্র—আড়াঠেকা।

আবার যদি জনম হয়,
তোমার পদে মতি আমার জনম থেকে যেন রয়।
অসারে মমতাহীন
থাকি যেন নিশিদিন,
বিষয়ক্ষুধা প্রেমপিপাসা সুখের আশা করি ভয়।
বাসনা আর সংস্কারে
জন্ম, হরি, বারে বারে ;
বিনাশ কর তাদের তুমি, ভবের খেলা কত সয় ?
ভবদুঃখ সহি কেন,
সদা তোমা স্মরি যেন।
বিবেক দিয়ে বিরাগ আন, শেষে তোমায় কর লয়।

২১।৬।৩৫

(২৬)

ভীম পলশ্রী—মধ্যমান।

বিরহ নিকটে তাই ফেলিছ নয়ন জল,
ভব পান্থশালা এযে, এতে শুধু চলাচল।
অতিথিতে মায়া হেন
এভাবে পড়িল কেন ?
নিজদোষ স্মরি তুমি কর চিত্ত অচঞ্চল।
সুকথা উন্মত্ত জনে
বলি আমি কি কারণে—
আমিও উন্মত্ত, সখা, অভিমানে কি বা ফল ?

২১।৬।৩৫

(২৭)

নিদ্রা

ভৈরবী বা সাহানা।

নিদ্রা তোরে সৃজিল যে নিন্দা তারে কেন করে ?
নিদ্রিত শিশুর মুখ কার না মানস হরে ?
তাহে অনন্তের ছায়া,
নাশে ক্ষণতরে মায়া,
ভক্তি আনে অনাময়ে, ভক্ত নর ক্ষণতরে।
শ্রমিক দিবসশেষে,
মৃতকল্প শ্রমক্লেশে,
অমিয় পরশে তব পুনঃ সজীবতা ধরে।
নহ তমঃসহচরী,
নিদ্রা, তুমি তমো হরি,
সব দুঃখ হরি নরে শান্তি দাও সমাদরে।
কোমল অঙ্গুলি তব
যে না করে অনুভব
নেত্রচ্ছদে রজনীতে, অভাগা সে ধরা'পরে।

৩০।৬।৩৫

(২৮)

সিন্ধু মিশ্র—সিন্দুড়া মিশ্র।

মুখে শুধু হরি বলি কি বা ফল হবে বল?
কাজে হরি নাম করি জীবন কর সফল।
কহিয়ে নিঠুর কথা
দিও না কারেও ব্যথা;
পরুষ আচারে যেন নাহি ফেলে অশ্রুজল।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ
মদ মৎসরতা দ্রোহ
করিতেছে নিরন্তর; এসবে চরণে দল।
হিংসা দ্বেষ পরিহরি
মৈত্রীরে সহায় করি
চরাচরে দেখ হরি; সতত নির্ভয়ে চল।

১৪।৭।৩৫

(২৯)

শঙ্করা—ভরণ বা মিশ্র মল্লার।

অরূপ-রূপমোহন ভরিয়া কেন ভুবন?
শ্রীহরি কি রূপতৃষা মিটাতে করেছে মন?
শারদ-চন্দ্রমা-হাসি,
কোমল মেঘ উদ্ভাসি,
তরুলতা তৃণে করে দিব্যশোভা বিতরণ।

আরনা

শৈলরাজ, শিরোপরি
তুষার-মুকুট ধরি,
ভীষণ সুন্দররূপে নয়ন করে হরণ।
সাগর-অমর-কান্তি
আনে কার রূপ-ভ্রান্তি
ফেণ-কুন্দ ফুলে করে ধরণি-পদ-অর্চ্চন?
নারায়নী পদতলে
শুভ্র শ্বেত শতদলে
যে পূত সৌন্দর্য্য রাজে আছে কি তার তুলন?
চাতক-পিক-কুজনে,
হরিদ্রাকুট্‌মল-স্বনে,
পাপিয়া সুন্দর স্বরে তোমারে করে বন্দন।
তরুর ত ভাষা নাই,
কুসুম-নয়নে তাই
চেয়ে থাকে তব পানে; চায় কি ভব-মোচন?
নারী-দেবী, নর-দেবে
তোমারি প্রতিমা ভেবে
তোমারি সুষমা হেরি; নমো নমো নারায়ণ।

৪-৮-৩৫

(৩০)

জংলা সুর।

করি ভরসা তোমার,
হরি, ভরসা তোমার,
করি, হরি, ভরসা তোমার।
ডুবি আমি পদে পদে,
সহায় তুমি বিপদে ;
সহায় কেবল তুমি।
প্রলোভ-উদ্বেল হেরি ভব-পারাবার।
রাক্ষসী মোহন বেশে,
দেবতা সাজিয়ে এসে,
মধুর মধুর হেসে,
সঙ্গে নিয়ে যায় মোরে ;
কেমনে বুঝিব বল ছলনা তাহার ?
ধরে নিজবেশ শেষে সাগর-মাঝার ;
কাঁপে তরী, ডুবে তরী অট্টহাস্যে তার।
তুমি না করিলে, হরি, কেবা করে পার ?

৫।৮।৩৫

(৩১)

মাতৃভক্ত

বেহাগ মিশ্র।

চাহি না সুখের লেশ,
তোর সুখ তরে আমি সহিব অসহ ক্লেশ।
ক্রোধে কহি কটু কথা
যদি দিস্ মনে ব্যথা,
সে ব্যথা গণিব আমি জীবনে সুখ অশেষ।
দূরে হতে রাজরাজ,
সদা যেন পাই লাজ;
তোর কাছে, তোর কাজে স্বাগত ভিখারি-বেশ।
তোর মা চরণ-রজঃ
নন্দন পারিজাতজ
পবিত্র পরাগ যথা পবিত্রিবে শিরোদেশ।
পুনঃ পুনঃ তোর কাজে,
জনমি ধরার মাঝে,
করিব তপস্যা শত ক্ষীণতনু রুক্ষকেশ।

১০।৮।৩৫

(৩২)

কাল্যাংড়া।

বার্দ্ধকে যৌবন যদি চাও রে অবোধ মন,
শক্তিরে করহ পূজা, লভিবে চির যৌবন।
তোমাতে রয়েছে শক্তি,
করিলে তারে অভক্তি,
শক্তিহীন হবে তুমি, হারাবে যৌবন-ধন।
রমণী-জন-সম্প্রীতি,
মুছে ফেল তারও স্মৃতি,
মানসে তারই মূরতি কররে পরিবর্জ্জন।
সিদ্ধের যে অধিকার
সাধকে করে সংহার ;
রামানন্দ হরিদাসে অন্তর শত যোজন।

৫।১০।৩৫

(৩৩)

শঙ্করা—দাদরা।

মৌমাছি, তোর এত আদর বল্ না মোরে কিসের লাগি ?
বন উপবন ফুলে ভরা, আসিস কেন তায় তেয়াগি ?
আসছে নিবে দিনের আলো,
পূরব-আশা হচ্ছে কালো,
আদর-স্মৃতি নিশার কালে স্বপন-মোহে থাকবে জাগি !
প্রবাস-ভোলা মনে আমার
সুখের স্মৃতি জাগায়ে কার,
বিরাগ আনি প্রিয়ার মুখে করিস কেন দুঃখের ভাগী ?

৪।১০।৩৫

(৩৪)

কীর্ত্তন।

ও বাঙ্গালী, তুমি কি সেই বাঙ্গালী বীরাগ্রণী ?
রঘুর সনে নৌসমরে পলাও নি হে প্রমাদ গণি।
বিজয়সিংহে নিন্দা করে জগতে নাই একটি প্রাণী ;
সিংহলজয়ে বীরত্বে তাঁর নাইক কোথা একটু গ্লানি।
অজেয় সে দিল্লীর রাজা, মানসিংহ তার সেনানী ;
প্রতাপ সনে যুঝতে গিয়ে হয় নে কি তার গৌরব-হানি ?
মোগলাধম মীরজাফর সে, বিশ্বাসহার চূড়ামণি ;
নচেৎ ক্লাইবে করত চূর্ণ মোহনলালের বীর্য্যাশনি।
দূর ব্রেজিলে সুরেশচন্দ্র শত্রু পদতলে আনি
আস্ত প্রভুর করিল রক্ষা, বীর বলে তারে বাখানি।
ও বাঙ্গালী, তুমি কি সেই বাঙ্গালী বীরাগ্রণী ?
কালসাগরে ডুব্‌ল কেন তোমার বীর্য্য-দিনমণি ?

গিরিডি, ৮।১০।৩৫

(৩৫)

জৌনপুরী—মিশ্র।

আকাশে চাঁদেরই মত ভাসে হৃদে সুবদন ;
তোমাতে মিলন-আশা হবে কি কভু পূরণ ?
সহকারে কোকিলারে,
ডেকে বলি বারে বারে,
জান কি সে কোথা আছে, করে কি মোরে স্মরণ ?
কোকিলা উড়িয়া যায়,
না জানি কোথা লুকায়,
নিঠুর তোমারই মত, দেয় না সে দরশন।

রমেশভবন, গিরিডি, ১০।১০।৩৫

(৩৬)

পিলুমিশ্র।

বিজন দেশে, চামেলী তুই, কেন হাসিস এত হাসি?
জানি না তোর উদ্দেশে কার শুভ্র ফুলের হাসি-রাশি?
প্রিয় জন তোর আছে কেহ,
যার তরে তোর এত স্নেহ
কুসুমরূপে উঠছে ফুটে, করছে আমার মন উদাসী!
সুরভিময় নিশ্বাসে তোর
করিস কেন এত বিভোর,
আনিস নেশা সূক্ষ্ম লোকের, স্থূল জগতের মোহ নাশি?
আপন জনের অবহেলা
ভুলিয়ে দিস্ যাবার বেলা,
সূক্ষ্মলোকের সুখপ্রবাহে সুখস্মৃতি তোর থাকবে ভাসি।

(গৌরীপুরের জমিদার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের গুজিয়াদিহি বাংলায় চামেলী-কুসুম-সম্পদ সন্দর্শনে)

রমেশভবন, গিরিডি, ১১।১০।৩৫

(৩৭)

খাম্বাজ—মিশ্র।

উজলি নীলিমা তুমি হাসিছ, প্রভাত-তারা,
মৃদু মৃদু হাসি তব কেন করে আত্মহারা ?
মনে আনি কার মুখ,
জাগাও নিদ্রিত দুঃখ,
যার ভাবে প্রভাবিত আমার জীবন সারা ?
ফিরিবে না গেছে চলে,
যায় নাই কিছু বলে,
সে বিনে সে ভাষা বিনে অবনী হয়েছে কারা।
কাতরে করুণা দানে,
মৃত নর নারী প্রাণে
ঢালে, সুধাধারা যেন, তোমারি কিরণ-ধারা।

রমেশভবন, গিরিডি, ১১।১০।৩৫

(৩৮)

উশ্রীপ্রপাত

বিভাষমিশ্র।

আপন মনে উশ্রীনদী ছুটছে দেখি সাগরপানে;
নমিয়া শির শৈল আসি দাঁড়াল তায় বাধা দানে।
উদ্দেশ্য তার আদর ক'রে,
শিরোপরে রাখবে ধ'রে;
বশীভূত হয় কি সতী পরপুরুষের আদরদানে?
বিষম কোপে উল্লঙ্ঘি তায়,
দিন রজনী পড়ছে ধরায়;
শব্দায়মান নির্জ্জন বন, বজ্রনিনাদ আসছে কানে।
আবার দেখি তটিনী-বেশ,
নাই শরীরে কলঙ্ক-লেশ,
নীল সলিলে বইছে সদা, সুধা ঢালি মধুর গানে।
লুকিয়ে সতী বরাকরে,
আসছে ধীরে দামোদরে;
গঙ্গার হাতে সমর্পে তায়, গঙ্গা মিলায় সিন্ধুপ্রাণে।

১৬।১০।৩৫

(৩৯)

গারা ভৈরবী

আশীর্ব্বাদ কর, হরি, দুঃখ দি না কারো মনে।
শক্তিধর, শক্তি দেহ অসহ দুঃখ সহনে।
আছে নর নারী কত,
দুঃখভারে অবনত,
তাদের সে দুঃখভার সক্ষম কর বহনে।
না পারি করিতে সুখী,
যেন নাহি করি দুঃখী,
রসনা-গরল যেন না ঢালি কারো শ্রবণে।
পরুষ আচার মম,
কঠিন অশনিসম,
কারে না আঘাতে যেন—নিবেদন শ্রীচরণে।

৭।১১।৩৫

(৪০)

তিলক কামোদ।

হারিয়ে পথ ভবের বনে, সদাই তুমি মরছ ঘুরে ;
পূর্ণ এ বন ব্যাঘ্র মহিষ সিংহ ভালুক সর্প ক্রূরে।
যে সব রিপু মানবমনে
তাদের তুমি দেখছ বনে,
নরের রূপে নারীর রূপে ; ফেলে তাদের পলাও দূরে।
যে সব রিপু রয় মানসে,
আনবে তাদের তোমার বশে,
সন্ধান তবে পাবে পথের, ডাকবে হরি বাঁশীর সুরে।
জ্বলবে আলো আঁধার বনে,
দেখবে আলো আঁধার মনে,
আলোয় হেরি মূর্ত্তি হরির, আশ্রয় পাবে হরির পুরে।

১৯।১১।৩৫

(৪১)

বেহাগ।

বসিয়ে কেন বিজনে ?
অশ্রুধারা অবিরল ঝরিছে কেন নয়নে ?
কে করেছে পরিহার,
না করি হার গলার ?
ভালবাসা-অবহেলা সহিবে বল কেমনে ?
অভিমানী চিরদিন,
সুলোচন অশ্রুলীন
অনুমাত্র অনাদরে, শান্ত না হও পূজনে।
জীবনেরই শেষ আশা
শুধু তোমা ভালবাসা ;
লবে কি সে ভালবাসা ? স্থান কি দিবে চরণে ?
হৃদয় উঠিবে মাতি,
হেরিব ত্রিদিব-ভাতি,
পুষ্প-তারা-নরমুখে, বারেক মধুবচনে।

২০।১১।৩৫

(৪২)

বিহঙ্গড়া।

রাতদুপুরে আকাশ হেরে মন যে আমার কেমন করে ;
তারায় হেরি নামটি তোমার লেখা আছে স্পষ্টাক্ষরে।
মগ্ন ধরা তোমার ধ্যানে,
ঝিল্লী রত তোমার গানে,
অন্ধকারও বিশাল হয়ে তোমার বিরাট্ মূর্ত্তি ধরে।
উদাস মনে বসে থাকি,
ভাবি বারেক তোমায় ডাকি,
হারায় জিহ্বা শক্তি ভাষার, আত্মা উধাও তোমার তরে।
ভাব-প্রভাবে, হরি, তোমার
সত্তা আমার থাকে না আর,
সম্বিৎ কেন আসে আবার, প্রভেদ জাগায় একান্তরে।

২২।১১।৩৫

(৪৩)

ভৈরবী মিশ্র।

আছে কি সে দিন আর, চাহিছ কেন মিলন ?
আনন্দ-চঞ্চল মন অতীত সহ যৌবন।
দেখনা আননে সেই
সুষমা-গরিমা নেই,
জিত-অমাতম-কাল নাহি সে কেশ-কুঞ্চন।
মাধুর্য্যে পূরিয়া দিক্,
গাহে না বসন্তে পিক,
ধরাতে করে না শশী সুধাধারা বরষণ।
ফোটে না মল্লিকা ফুল
সৌরভে করি আকুল,
নামশেষ গন্ধবহ করে না গন্ধবহন।
তোমাতে কোথা সে কান্তি
যা দেখে হইত ভ্রান্তি
ত্রিদিব কি পৃথিবী এ, নাচিয়া উঠিত মন।

৩০।১১।৩৫

(৪৪)

বাগেশ্রী—মিশ্র।

প্রবাস ভাল লাগে না আর,
এসেছি তাই আবার ঘরে।
স্বাগত সেই আগের মত বলবে তুমি স্নেহের স্বরে?
বিষয়-সুখে মগন রয়ে,
আপন জনের প্রিয় হয়ে,
কাটাব কাল, বাসনা এই সদাই ছিল মোর অন্তরে।
অক্ষ যখন সবল থাকে,
সাড়া দেয় সে বিষয়-ডাকে ;
অক্ষ অবল, বিষয়-তৃষা তৃপ্তি না পায়, পাগল করে।
বিষয়-সুখে অমিয় কই ?
হয় শেষে হলাহল ওই ;
পান করি সেই হলাহলে, বিষম জ্বরে সবাই মরে।
আপন যাদের বল ভবে
চিরদিন কি আপন রবে ?
শক্তিহীনের, অর্থহীনের আপন কে এই চরাচরে ?
ইন্দ্রিয়-সুখ আপন-প্রীতি,
মুছাও, হরি, তাদের স্মৃতি,
বিদেশবাসে রেখ না আর, ঘুচাও প্রভেদ আপন পরে।

স্পর্শ তোমার অক্ষয় সুখ,
হই না যেন তাতে বিমুখ।
আশ্রয় দিয়ে আপন ধামে ডুবাও, হরি, সুখ সাগরে।

নভেম্বর, ১৯৩৫।

(৪৫)

গজল।

বহিছে দখিনা বায়ু, পিক ডাকে ঘন ঘন,
আচঞ্চল বাপীজল, দুলিছে কমলবন।
জানি না কিসের স্মৃতি
নাশিছে আমার ধৃতি,
বুঝিতে পারি না কেন দুলিছে অবোধ মন।
কি সুন্দর পরলোক,
যার ছায়া আনে শোক,
ইহলোক অতৃপ্তির পরিস্ফুট নিদর্শন।

১৮।১২।৩৫

(৪৬)

সিন্ধু—খাম্বাজ।

অন্যায় জানিয়া, হরি, কেন হে করি অন্যায় ?
প্রবল প্রকৃতি বল কিসে বশে আনা যায় ?
বলেছেন যোগিবর,
কঠোর তপস্যা কর ;
আসিবে প্রকৃতি বশে, মিটিবে সকল দায়।
জ্ঞানী বলে, জ্ঞান ধর,
প্রকৃতিরে জয় কর ;
দেখি পরিণাম তার প্রতিভাত প্রতিভায়।
ভক্ত বলে, ভক্তি বিনে
হরি-কৃপা কোথা দীনে ?
প্রবল প্রকৃতি টুটে কেবল হরি-কৃপায়।
যোগী জ্ঞানী ভক্ত কবে
প্রকৃতিরে পরাভবে ?
যোগী জ্ঞানী ভক্ত দেখি প্রকৃতি-পায়ে লুটায়।
ভাব নিত্য সারাৎসারে,
বিশুদ্ধ কর আত্মারে,
ভক্তি-জ্ঞান-যোগ-দ্বারে প্রকৃতি লুটাবে পায়।

১৭।১২।৩৫

(৪৭)

বাউল।

আপন যাদের বল ভবে
চিরদিন কি আপন রবে?
শক্তিহীনের, অর্থহীনের আপন কে এই চরাচরে?
ইন্দ্রিয়-সুখ আপন-প্রীতি,
মুছাও, হরি, তাদের স্মৃতি;
বিদেশবাসে রেখো না আর, ঘুচাও প্রভেদ আপন পরে।
স্পর্শ তোমার অক্ষয় সুখ,
হই না যেন তাতে বিমুখ।
আশ্রয় দিয়ে আপন ঘরে ডুবাও, হরি, সুখ-সাগরে।

২৮।১১।৩৫

(৪৮)

দেশ—মিশ্র।

মুহুর্মুহুঃ আহ্বান তোমার প্রবল বেগে আসছে কানে ;
কেন সেই স্নেহের আহ্বান আনে না কোন আবেগ প্রাণে ?
অক্ষয় সুখে আশংসা নেই,
ক্ষণিক সুখে আসক্তি তেই,
ইন্দ্রিয় এই তোমা থেকে টানে আমায় প্রবল টানে।
স্নিগ্ধ জনের পরশ কেন
অমৃত-হ্রদে ডুবায় হেন,
মরুভূতে বারি যেন,অলীক ইহা বিবুধ জানে।
অন্ধকারে চঞ্চলাভায়
বিশ্ব ক্ষণিক প্রকাশ পায় ;
ডুবে আবার ঘোর তমসায়, পান্থে দ্বিগুণ ভ্রান্তি আনে।
ক্ষণিক জ্বলে তোমার আলো,
সুমুখের পথ দেখি ভালো,
নিবে যায় কেন আলো, আকুল করে ধন্ধা দানে ?
আসছে দ্রুত যাবার বেলা,
ভুলিয়ে দাও ভবের খেলা,
অক্ষের সুখ, স্পর্শ প্রিয়ের, লও হে টেনে তোমার পানে।

(৪৯)

কানাড়া—মিশ্র।

বলতে পার, পথিক তুমি, বৈকুণ্ঠ আর কত দূরে ?
পথ জানা নেই বলে আমি মরছি কেবল ঘুরে ঘুরে !
কতই আশা বুকে ধরে,
সকাল থেকে ভ্রমণ করে,
ক্লান্ত চরণ চলে না আর, রোদের তাপে দিন দুপুরে।
পথিক, তুমি চলেছ বেশ,
পেয়েছ কার শক্তি অশেষ
শক্তিতে যার শক্তিমান্ এই বিশ্বজগৎ সুর অসুরে ?
পথিক বলে, ভাবনা নাই,
বৈকুণ্ঠ তোর হৃদয়ে, ভাই ;
হরির ধ্যানে নির্ম্মল মনে দেখবে তুমি হরির পুরে।
বংশী হরির বাজে সদাই,
শুদ্ধহৃদয় শুনে রে ভাই ;
উৎসাহ পায় পান্থ সুজন শক্তি অশেষ বাঁশীর সুরে।

২৭।১২।৩৫

(৫০)

মধুমাধবী—সারেং।

কবে সে চলিয়ে গেছে, স্বর তার আছে কানে ;
মুহুর্মুহুঃ স্মৃতি তার কি আনন্দ আনে প্রাণে !
আছে কাছে মনে হয় ;
ভুবন মাধুরীময়
করে তার মিথ্যা স্থিতি, সত্য কি আনন্দ আনে !
মিলেছে দুটি অন্তর,
বিধি কি দিবেন বর
দেহেতে মিশাবে দেহ, রবে না প্রভেদ স্থানে।

২৭।১২।৩৫

(৫১)

টোড়ি—মিশ্র।

থেকে থেকে মন কেন দেহ থেকে চলে যায় ?
বিচরে কি শূন্য লোকে ? কিসের সন্ধানে ধায় ?
তারকা-উজল রাতে,
পুষ্পিত নব প্রভাতে,
নিদাঘ-সায়াহ্ন কালে, কেন না সে তৃপ্তি পায় ?
অচেনা অজানা যাহা—
এত কি সুন্দর তাহা ?
আছে তাতে কার ছায়া যারে মন সদা চায় ?

২৮।১২।৩৫।

(৫২)

বাণী-বিদায়

বসন্ত—ধামার।

অন্তর চাহে না, বাণী, তোরে মা বিদায় দিতে,
জান কি, ভারতী, তুমি কি দুঃখ বহিছে চিতে!
হৃদয়ে সদা প্রকাশি,
অজ্ঞান-তিমির নাশি,
ধরিবে না আলো আর বিশ্বজনে বিশ্বহিতে!
বীণার ঝঙ্কারে তুমি
মুখরি ভারতভূমি,
দুঃখ দূর করিবে না মধুর মঙ্গল গীতে।
কেন মা রাখিব তোরে
ধরণীর মায়া ঘোরে?
নারায়ণে নারায়ণী থাক যে মা মায়াতীতে!

২৯।১১।৩৫।

(৫৩)

খাম্বাজ—যৎ।

তোমারে না বাসি ভাল, কারে ভাল বাসি বল ?
হেরি অপরূপ রূপ, পড়ে সুখ অশ্রুজল।
যখনি যেদিকে চাই
ওরূপ দেখিতে পাই ;
তব রূপে অনুস্যূত ব্যোম বায়ু জল স্থল।
ভুবন করি প্রসূতি,
দিছ তাহে তব দ্যুতি ;
সূর্য্য তারা চন্দ্রে দ্যুতি, খদ্যোতে দ্যুতি বিমল
তব তরে যার মতি
সদা তব পদে নতি,
অন্তরে সে দেখে তব ধ্রুব জ্যোতিঃ অবিরল।

৮।১১।৩৫।

(৫৪)

পূরবী—যৎ।

শুনেছ অমৃত আছে, করেছ পান কখন ?
সাগর মন্থন করি পেয়েছে তা দেবগণ।
দেবের যে অধিকার
কেমনে হবে তোমার ?
আশার অতীত যাহা, তাহে না করহ মন।
প্রেমামৃত আছে ভবে ;
কঠোর জীবনাহবে
অচেতনপ্রায় যবে, পিয়ে তা লভ চেতন।
কাব্যরস, সুধী বলে,
অমৃত হয় ভূতলে ;
নিবাও হৃদয়-জ্বালা শ্রবণে করি সেচন !
অমৃত মানব-ভাষা,
মিটাও সুখ-পিপাসা ;
মূক গ্রন্থ স্থান তার করে কি কভু পূরণ ?
মৃত যবে দিনশেষে
সারা দিবা পাঠ-ক্লেশে,
সঞ্জীবন নর-ভাষা, দেহ-মন-রসায়ন।

৩।১১।৩৫।

(৫৫)

সুরট্—মিশ্র।

নিজেকে না দোষ দিয়া কেন দোষ দাও পরে ?
ক্রোধ-ব্যাঘ্র চেয়ে দেখ রয়েছে তব অন্তরে।
অসতর্ক তুমি যবে,
ক্রোধ-ব্যাঘ্র ভীম রবে
নখে দন্তে সদোষে বা বিদোষে বিক্ষত করে।
তাহার নিঠুরাঘাতে,
হৃদয়ের রক্তপাতে,
অশ্রু না আসিয়া কেন আসে গো হাসি অধরে ?
প্রশ্রয় দিওনা ক্রোধে,
যত্ন কর ক্রোধ রোধে ;
নাশি বোধ করিবে সে ব্যাঘ্র তোমা চিরতরে।
নররূপে এ জনমে,
রহিয়া ব্যাঘ্র মরমে,
পরজন্মে ব্যাঘ্র হবে মানসে ও কলেবরে।

(৫৬)

সাহানা—কাওয়ালী।

এদেশে করিতে বাস চাহে না মন আমার।
চক্রবাল-শিরে হেথা নাহি গিরি নীলাকার।
উন্নত-আনত ভূমি,
অদূরে নিলীম চুমি,
উত্থান-পতন-কথা বলে না নরে ধরার।
যতদূর আঁখি যায়,
প্রান্তরে বারিধি-প্রায়,
সবুজে খেলে না ঢেউ, আনে না সুখ অপার।
নিষণাত জোছনাতে,
নীরব তুপুর রাতে,
(হেথা) আসে না সাগর-গীতি, চমক ভাঙি নিদ্রার।
নাহি হেথা বিজনতা,
কবিতা-ভাব-নিরতা,
হেথা আসে না বাতাসে ভাসি লহরী চিন্তার।
(বার্ত্তা অজানার)।
নাই হেথা নর নারী,
মঙ্গল হস্ত প্রসারি,
তুলিতে পতিত জনে পাত্র শ্রীহরি কৃপার।

৩।১।৩৬

(৫৭)

ভীম পলশ্রী।

হৃদয়-মন্দির ছাড়ি দেবতা কেন পলাল ?
অশুদ্ধ মন্দির কি গো দেবতারে লাগে ভাল !
সর্ব্বত্র সাধুরা বলে,
হরিধ্যান-গঙ্গাজলে
মন্দির পবিত্র রাখ, না মানি কাল অকাল।
সন্তোষিতে নারায়ণে,
ঘৃণাহীন কর মনে,
প্রীতির নিমিত্ত তাঁর বিশ্ব-প্রীতি-ধূপ জ্বাল।
চন্দন তুলসী দল,
সুনৃত বাণী সকল,
দাও নর-নারায়ণে, দূরিত হবে জঞ্জাল।

৪।১।৩৬

(৫৮)

ছায়ানট—ত্রিতালী।

বিনিময়ে আদরের চাহি না আদর তব,
অনাদরে আছি তব, অনাদরে সদা রব।
তোমার সুখের লাগি,
হয়েছি ত সর্ব্বত্যাগী;
তোমারে করিতে সুখী হৃদে আশা নব নব।
প্রাতঃ সন্ধ্যা নিশি দিন
হৃদয়ে ভাব নবীন;
সে ভাব-বিভবে হয় স্বর্গে পরিণত ভব।
আছে নর নারী যত
হয় দেবে পরিণত,
তুমি হয়ে দেবদেব, সুখময় কর সব।

৬।১।৩৬

(৫৯)

বেহাগ—মিশ্র।

তোমারে দেখি যে, হরি, চারিদিকে বিরাজিত ;
কেন এ ভাবনা আসে, যেন চিরপরিচিত !
সদা এই হয় মনে,
অভিন্ন ছিনু দুজনে ;
কেন যে বিভেদ হল ভাবিয়া না পায় চিত।
আছে ভবে শত সুখ,
সে সুখে চিত বিমুখ ;
আছে কি অভাব তাহে হয় না হে নিরূপিত।
মধুর মিলন কবে
পুনঃ তব সনে হবে,
সুখে না অভাব রবে, তব ভাবে বিভাবিত।

৭।১।৩৬

(৬০)

খাম্বাজ—মিশ্র।

ছলিতে গো এসেছিলে কে তুমি দুদিন তরে ?
মায়া দিয়ে চলে গেছ যে মায়া আকুল করে।
অপরূপ রূপস্মৃতি
আনে না হৃদয়ে প্রীতি,
আনে শুধু শোকসার, শোক অশ্রুরূপে ঝরে।
শান্ত কান্ত দেহখানি
চিরশান্ত মনে জানি,
অশান্ত জননী কেন শান্তিতরে বুকে ধরে ?
দেখি তার ম্লান মুখ,
হৃদয়ে দ্বিগুণ দুঃখ ;
সে দুঃখ চাপি যে দিতে সান্ত্বনা মার অন্তরে।
দেখ মার প্রাণ জ্বলে
অহরহঃ শোকানলে ;
নিবাইতে সে অনলে এস পুনঃ ধরা'পরে।

১৪।১।৩৬

(৬১)

তিলক কামোদ।

ভাষা আমার নাই যে, হরি, দয়া তোমার বর্ণিবারে,
বনকুসুমে ভ্রমর বসে, তোমার দেওয়া খায় সুধারে।
জন্ম শিশুর হবার আগে,
জীবন শিশুর রক্ষারাগে,
মাতার স্তনে স্তন্য তোমার প্রকাশ করে করুণারে।
দুঃখীর প্রতি মানব-মনে
দুঃখ দিয়েছ দুঃখ-বারণে,
দুঃখে পরের রাম রমণী ভাসাও, হরি, নেত্রাসারে।
যখন আমি যে দিকে চাই,
অন্ত দয়ার দেখতে না পাই ;
সবুজ তৃণে তারকাভায় ভক্তজনের নমস্কারে।

১৪।১।৩৬

আরনা

(৬২)

সারেঙ্গ—মিশ্র।

আস কেন মনে তুমি একাকী যবে বিজনে,
নব নব আশা কেন আন মনে ক্ষণে ক্ষণে ?
বহু দিন গেছ চলে,
কোন কথা নাহি বলে,
জাগিয়ে মিলন-আশা চাও কি মান-মোচনে ?
কেন হবে অভিমান ?
সুখময় মনপ্রাণ ;
আদর করেছ কত, আদর অযোগ্য জনে।

২২।১।৩৬

(৬৩)

শঙ্করা—মিশ্র।

শ্মশান, তোমায় বাসি ভালো,
হৃদয়ে মোর জ্বালাও আলো ;
দূর করে দাও দর্পতমঃ, কারেও না আর দেখি কালো।
ক্রোধের বশে মানুষ যখন
মূর্ত্তি রুদ্রের করে ধারণ,
সংহার তায়, রুদ্র মহান্, জ্বালিয়ে দিয়ে প্রলয় আলো।
তোমায় আমি করি না ভয়,
বিতরে কে এমন অভয় ?
শিব শিবানী শ্মশানবাসী, দেখায় জীবে শিবের আলো।

২৩।১।৩৬

(৬৪)

গজল।

ফুটিছে ফুল বনে, ছুটিছে অলি ;
দখিণা বায়ু বহে, গরব দলি, (হৃদয় দলি)।
মুকুল সহকারে
ডাকিছে কোকিলারে,
কুজিছে পিকদল প্রিয়ায় ছলি।
চঞ্চল জল স্থল,
পরশ কার বল
চাহিছে হিয়া, আশা উঠিছে জ্বলি !
শরীর থর থর,
ঝরিছে ঝর ঝর
নয়নজল, পদ পড়িছে টলি।

২৪।১।৩৬

(৬৫)

দেশমিশ্র।

একি আলো জ্বলে মনে, হরি, দয়াময়!
সংশয়-তিমির গেছে, এসেছে নিশ্চয়।
তুমি নাই বলে কেহ,
আত্মা নাই, আত্মা দেহ;
মৃত্যু হলে সব শেষ, প্রেমের বিলয়।
প্রেম, হরি, অমরতা,
আনে তোমার বারতা,
নীরব নিশীথে করে মুখর হৃদয়।
হরেক স্পন্দনে নাম,
নাহিক তার বিরাম,
কি মধুর ধ্বনি তার দিবানিশি হয়!
কি বিপদে, কি সম্পদে
তব নাম পদে পদে
সৃষ্টি করে সুধাসিন্ধু, ধরা ডুবে রয়।

২৮।১।৩৬

(৬৬)

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা।

সবার আগে তোমার আদর।
কে বল দেয় বাড়ায়ে কর
তুলতে ধরে পতিত জনে, দুঃখে তাদের হয়ে কাতর ?
কে দৌড়ে যায় রোগীর সেবায়,
সজাগ থাকে গভীর নিশায়,
আশ্বাস আনে রোগীর প্রাণে, আলাপ করে যেন সোদর ?
ঘুরলুম আমি স্বদেশ বিদেশ,
তোমার মত পুরুষ বিশেষ,
রত্ন ধরার উজ্জ্বলতম, হল না ত নয়নগোচর।

২৮।১।৩৬

(৬৭)

রাগিনী আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

অর্থ, তোমার এত আদর হেরি কেন ভুবনময় ?
শোনিতপাতে তোমার মত দক্ষ ধরায় আর কেহ নয়।
তোমার তরে দস্যুর দল
লুণ্ঠন করে, মারে সকল ;
বৃদ্ধ রোগী পুরুষ নারী শিশুর প্রতি নয় সদয়।
মরকত পদ্মরাগে
সমুজ্জ্বল দেশভূভাগে
দস্যুর জাতি হরণ করে, স্বাতন্ত্র্য তার করে লয়।
তোমার তরে অনাহারে
দারা তনয় তনয়ারে
বসনহীন রাখে তাদের, জীবন করে ঘোর নিরয়।
নামিয়ে দিয়ে নারায়ণে,
বসাও শূন্য সিংহাসনে
মূর্ত্তি নিজের মোক্ষনাশী, অমায় ডুবে রয় হৃদয়।

১।২।৩৬

(৬৮)

সিন্ধু—যৎ।

মোক্ষ, হরি, চাই না আমি ; জন্মাই যেন বারে বারে।
শক্তি আমায় দাও, হে হরি, জয় করি ভূতাত্মারে।
নর নারীর চোখের জল
মুছাই যেন হয়ে বিহ্বল ;
ক্রন্দন মোর হাস্য তাদের হয় যেন হে এ সংসারে।
চাই না, হরি, নিজের সুখ,
হই যেন হে তাতে বিমুখ,
ঘুচাই যেন পরের দুঃখ, সদাই ভুলি আপনারে।
সদাই মন-মন্দিরে রও,
অভীষ্ট মোর দেবতা হও ;
সুচিন্তা-ফুল ফুটিয়ে তুলে অর্পণ, হরি, করি তোমারে।
আলো তোমার নির্ব্বাণহীন
দাও হে মোরে রজনী-দিন,
অন্তর্বহিঃ কর আলো, ডুবাও আলোর পারাবারে।

২।২।৩৬

(৬৯)

বাগেশ্রী—মিশ্র।

আসিছে বাতাসে ভাসি কার গো স্বর মধুর !
স্বর যেন পরিচিত বিশ্রুত অতীতে দূর !
সে কি গো আসিছে পুনঃ
ভুলিয়ে দোষ দ্বিগুণ,
মিলন-আশায় করি মন মোর ভরপুর !
এবার পাইলে তারে,
ভাসাব প্রীতি-আসারে,
প্রীতির মদিরাপানে রাখিব করিয়া চুর।
সায়াহ্নে তটিনীকূলে
বসি বটতরুমূলে,
গাহিব দুজনে গান ধরিয়া পূরবীসুর।

৩।২।৩৬

(৭০)

গৌরী—মিশ্র।

খাঁটি সোনা হবে বলে সংসার-অনল জ্বলে ;
কেন দূরে থাক তুমি ভয় করি সে অনলে ?
বিজন গহন বনে
একাকী থাকি গোপনে,
জানে কি সন্ন্যাসীজন প্রলোভন কারে বলে ?
সংসারেতে প্রলোভন
অনলে হয় ইন্ধন
অনলে পোড়ায়ে করে খাঁটি নরে পলে পলে।
এ ইন্ধন, এ অনল
শ্রীহরি-কৃপা কেবল ;
কপালে না দোষ দিয়া গ্রহণ কর সকলে।

৭।২।৩৬

(৭১)

কোমল—মনোহারী।

অনলের শিখা যেন ফুটিছে ফুল শিমূল।
অনলের শিখা বলি দূরে পান্থ করে ভুল।
অনল ভাবে যে জন
ডাকে সে মধুসূদন ;
শিহরিয়া উঠে প্রাণ, কিছু না দেখে মঞ্জুল।
শিমূল ফুল যে জানে
কি আবেগ তার প্রাণে,
বসন্ত-আগম তার হৃদয় করে আকুল।
সুখ দুঃখ শুধু মনে ;
প্রতারিত অজ্ঞ জনে ;
একই বস্তু চক্ষে কার সূক্ষ্ম, কার চক্ষে স্থূল।

৯।২।৩৬

(৭২)

বাউল।

পরলোকের আহ্বান কেন শুনেও তুমি শুনছ না মন?
ভাবছ বুঝি এমন সুখে যাবে তোমার সারা জীবন?
মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয় দশ
রাখে শরীর সদা সরস;
যৌবন-শ্রী মরণ-জয়ী নিশ্চয় তুমি ভাবছ এখন।
রত থাক ভোগবিলাসে,
নিত্যনূতন ভোগের আশে,
ভ্রমণ কর দেশ বিদেশে, আশা তোমার হয় না পূরণ।
যৌবনশেষে জরা আসে,
পড়ে মানুষ তাহার গ্রাসে,
কঙ্কালসার শ্রীহীন দেহে মরণছায়া হেরে নয়ন।
প্রস্তুত থাক মরণ এলে
পালিয়ে যেতে সকল ফেলে;
হও যে তুমি হরির ছেলে, মরণ লবে করে বরণ।
শৈশব থেকে সতর্ক হও,
মুখে সদা হরিনাম লও;
রাজুক হৃদে হরির ছবি, হরির ছবি বিশ্বভুবন।

১১।২।৩৬

(৭৩)

কেদারা।

ধর্ম্মপদে মতি যার সে জন কি দুঃখ পায় ?
ললাট-সুষমা কেন পাপীমন না ভুলায় ?
প্রাসাদে থাকে কুজন,
নানা সুখে দেয় মন ;
এ সবে বঞ্চিত কেন সুজন দেখি ধরায় ?
অশন-বসন-হীন,
গৃহহীন নিশিদিন,
তথাপি সুজন কেন সতত তোমারে চায় ?
নারায়ণ-আলয়েতে
যে জন আকুল যেতে,
অক্ষয় আনন্দ পেতে, যায় সে তব কৃপায়।

১৬।২।৩৬

(৭৪)

গৌরী—মিশ্র।

মম আগমনে তব হইত কি সুখোৎসব!
বর্ণিতে সে সুখোৎসব ভাষা মানে পরাভব।
নয়নভিতর দিয়া
ছুটিয়া আসিত হিয়া;
হিয়াতে মিশিত হিয়া, রহিত সব নীরব।
আছে কি প্রবাস-স্মৃতি
মনে কি আছে সে প্রীতি,
যে প্রীতি উঠিত ফুটি দেখে মোরে চোখে তব?
চলে গেছ পরপারে,
ফেলি রেখে এ সংসারে,
কত কাল এই ভাবে মিলন-আশায় রব?

১৭।২।৩৬

(৭৫)

আশাবরী।

বিরহ কি তব সনে রবে, হরি, চিরদিন ?
মিলন-আনন্দে কেন না হয় মন বিলীন !
থাকি আমি তব আশে,
যেতে চাই তব পাশে ;
পথে কেন বাধা আসে, করে মোরে আশাহীন ?
মুখে বলি হরি, হরি,
পুনঃ আমি যাত্রা করি,
অর্দ্ধ পথ না যাইতে পতিত হয় এ দীন।
বিরহ কি চির রবে,
মিলন কি নাহি হবে,
হৃদয়-আসনে, হরি, হবে না কি সমাসীন ?

২১।২।৩৬

(৭৬)

ললিত—মিশ্র

সমরক্ষেত্র শরীর তব ধর্ম্মক্ষেত্র রাখ মনে,
কুরুক্ষেত্রে মহাসমর আত্মায় আত্মায় ক্ষণে ক্ষণে ;
জীবাত্মা হয় পাণ্ডবগণ,
ভূতাত্মা হয় কৌরবজন ;
প্রথম জিতে কৌরবদল, পাণ্ডব শায়ী রণাঙ্গনে।
অশ্রুধারায় ভাসে নয়ন,
পাণ্ডব ডাকে মধুসূদন,
শক্তি অশেষ মধুসূদন পাণ্ডবে দেয় মহারণে।
শেষ সমরে বিশ্বহিতে
কৌরব হারে, পাণ্ডব জিতে ;
কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবে জয় করতে নারে কৌরবগণে।
কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবে জয় করতে নারে কেউ ভুবনে।

২৫।২।৩৬

(৭৭)

ভৈরবী—মিশ্র।

অবিচার, কেন তোমা দেখি আমি সদা ভবে?
পরিহরি ধরা তুমি বল দেখি যাবে কবে?
তব দোষে অশ্রুস্রোত
বহিতেছে ওতপ্রোত,
মুখরিত দশ দিক্ আর্ত্ত-নর-নারী-রবে।
তুমি না থাকিলে ক্রূর,
শোকতাপ হ'ত দূর;
ধরণী নন্দন হ'ত, দেবদেবী হ'ত সবে।
হরি, তুমি দৈত্যহর,
অবিচার দৈত্যবর;
ধরা নিরাপদ কর, বিনাশি তারে আহবে।

২৮।২।৩৬

(৭৮)

আশা ভৈরবী।

আমি সুখে রব বলে তুমি কেন দুঃখে রবে ?
চাহিতে হবে না মুখ, যা আছে কপালে হবে।
অন্তরে যে অন্ধকার
থাকুক্ সে অনিবার ;
তোমার অন্তর-আলো দিক্ আলো সবে ভবে।
তোমার অমিয় হাসি
আসুক্ বাতাসে ভাসি,
ঢালুক অমিয় মনে, অমিয় ইন্দ্রিয় সবে।
কভু তোমা নাহি চাব,
কভু না নিকটে যাব,
আত্মহারা হই পাছে, পিয়ে সে নয়নাসবে।

২৯৷২৷৩৬

(৭৯)

পুরিয়া।

এসেছ করিতে সেবা, কে সেবা চাহিছে তব ?
কাতর বলিয়া কি গো দয়া কর অনুভব ?
না রাখি দয়ার আশা,
চাই শুধু ভালবাসা ;
পার যদি দিতে তাহা, সেবা কর নিত্য নব।
নতুবা ফিরিয়া যাও,
দয়া মোরে না দেখাও,
চাহি না দয়ার রাশি, চাই আমি স্নেহ-লব।
স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি
জান ধরে কত শক্তি ?
দুঃখ দূর করে দয়া, আপন করে ও সব।

২৯।২।৩৬

(৮০)

সাহানা।

ভস্ম মাখে স্বামী, মা তোর, শ্মশানে বাস সদাই করে ;
দিগ্‌বসনা তাই কি, শ্যামা, বসন কি তোর নাই মা ঘরে ?
বসন পরে যার আছে লাজ ;
বসনে তোর কি হবে কাজ ?
পাপ হতে হয় সকল সলাজ, পাপ যে মা তোর নাই অন্তরে।
পাপাতীত বলে মা তাই,
শাস্তি করিস্ পাপীর সদাই ;
পাপ আছে মা অন্তরে যার শাসন পারে করতে পরে ?
করাল করে কৃপাণ ধর,
পাপীর মুণ্ড ছিন্ন কর ;
পুণ্যবানের শিবা মা তুই, কালী কেবল পাপীর তরে।
সুর তোরে মা ভালবাসে, অসুর তোরে সদাই ডরে।

৬।৩।৩৬

(৮১)

সাহানা মিশ্র।

শাস্তি তোমার হবে না ত, হবে বল কার ভুবনে?
অত্যাচারে অদোষ জনের অশ্রুমোচন নাই কি মনে?
সন্তানহীন আত্মীয়জন,
করলে তাহার সকল মোষণ
দূর বিদেশে বিজন দেশে ভয় দেখিয়ে শেষ জীবনে।
গৃহহীন তার বিধবারে
করলে কত অত্যাচারে;
নিঃশ্বাস তার দিন রজনী বেদনা দিল নারায়ণে।
সে দিন তুমি প্রাপ্যহরণ
করলে দুঃখীর, দিলে দহন;
ক্রোধের বশে ধর্ম্ম দলন করলে বল কি কারণে?
দর্পহারী মধুসূদন
দর্প তোমার করছে হরণ;
পাপের ফলে নিত্যনূতন পাচ্ছ বিষাদ ক্ষণে ক্ষণে।

৭।৩।৩৬

(৮২)

সুরট্‌—মিশ্র।

নয়ন আড়াল হলে কার কথা পড়ে মনে ?
পড়ে কি আমার কথা মনে তব ক্ষণে ক্ষণে ?
ছবি তব নিরমল
অন্তর করে উজল,
নয়ন আড়াল হলে পড়ে সদা এ নয়নে।
জানি না কি হয় তব ;
সুধাময় অনুভব—
তুমিও আমারে ভাব কি সজনে কি বিজনে !

৯।৩।৩৬

(৮৩)

খাম্বাজ—মিশ্র।

কেন ভালবাসি, সখা, কেমনে বলিব বল ?
বুঝিতে না পারি তব কেন এত কুতূহল।
পড়ে আছি এক ধারে,
চেতঃ না করিতে পারে
সাহস যাইতে পাশে ; যেয়ে কি বা হবে ফল ?
তুমি ত চাহনা ফিরে ;
ভাসে আঁখি অশ্রুনীরে ;
কেন তবু ভালবাসি, ভালবাসি অবিরল ?

১০।৩।৩৬

(৮৪)

বাউল।

একের অভাব কেন কোটি না করে পূরণ ?
কি যে একে আছে বল করিবে কে নিরূপণ !
একের আননে কেন
অফুরন্ত কান্তি হেন ?
নব নব কান্তি কেন ফুটে উঠে অনুক্ষণ ?
নয়ন পলকহীন
মুখে তার হয় লীন ;
পরশে পরশে সুধা, সুধার ধারা বচনে !
রহস্য গভীরতর—
কেন তার অনাদর
অন্যের আদর ঠেলি, সাদরে করি গ্রহণ ?

১৩।৩।৩৬

(৮৫)

ভাটিয়ালী।

মরণ, তুমি মোহন বেশে
শিয়রে মোর দাঁড়াও এসে,
শিয়রে মোর দাঁড়াও হেসে।
আর্ত্তের সখা হও যে তুমি, লব তোমা প্রেমাশ্লেষে।
শীতল হাতে শরীর জুড়াও,
ললাটে মোর অঙ্গুলি দাও,
যাবার বেলা সকল তাপ ঘুচায়ে লও শীতল দেশে।
হিংসা দ্বেষের এ হ'ল ঠাঁই,
গুণের হেথা আদর নাই;
অসৎ বসে বিচারপীঠে ন্যায়ের বিনাশ করে শেষে।
পূর্ণ না কি তোমার দেশ?
নাই কি সেথা বিষাদলেশ?
অপূর্ণ এই অশ্রুর দেশে রাখবে কেন বিষম ক্লেশে?

১৭।৩।৩৬

(৮৬)

ঝিঁঝিট্—মিশ্র।

তুমি মোরে বাস ভাল, এ ধারণা আছে মনে।
রাখি তোমা সমাদরে দিবানিশি এ নয়নে।
হয়ে থাকে যদি ভুল,
ভেঙে না কর আকুল ;
সুখময় এ ধারণা কি জীবনে কি মরণে।
যদি ভুল ভাঙ তুমি,
মন হবে মরুভূমি ;
উড়িবে দুঃখ-সিকতা, আঁধার করি ভুবনে।

১৮।৩।৩৬

(৮৭)

রামপ্রসাদী।

আমি মায়ের দুষ্টু ছেলে,
চাই না কিছু আমোদ পেলে।
মা বলেছে ধরাতে এই তাপিত জনে যাস্‌নে ফেলে।
চোখের জল শুকায়ে যায়,
আর্ত্ত হাসে আমার সেযায়;
এমন আমোদ কে কোথা পায়?
এইত মায়ের আসল পূজা, চন্দন জবা রাখগে ঠেলে।
মা বলেছে নিজের প্রাণে
হারাও মায়া মায়ের ধ্যানে,
আর্ত্তের ত্রাণ মায়ের ধ্যান, মন্ত্র আসন অবহেলে।
আর্ত্তের ত্রাণ মন্ত্র আসন; চলে যাও ভাই হেসে খেলে।

১৯।৩।৩৬

(৮৮)

জংলা—সুর।

এক মাস না হ'তে শেষ,
পর কেন বিবাহ-বেশ ?
শোভিছে মুকুট শিরে আবরি ভ্রমর-কেশ !
চন্দনরেখা কপালে,
চন্দনের রেখা গালে,
গলে দুলে বেল-মালা ; হয় নি বিরহ-ক্লেশ ?
মরণের কালে আমি
চাহিনু চুম্বন, স্বামী ;
চুম্বন দিলে হে তুমি, করিলে গাঢ় আশ্লেষ ;
(করিলে রস-আশ্লেষ।)
ভুলিলে কি ভালবাসা,
নব প্রেমে রাখি আশা ?
অকল্যাণ করি কেন, রাখি মনে আশা-লেশ ?

(৮৯)

বাউল।

নাম স্মরণে মানস মম সরস হয়ে উঠে যখন,
রসের রসে, হরি, তোমার রসিত হয় বিশ্বভুবন।
রস-প্রভাবে রসিত ফুল
নূতন শোভা ধরে অতুল ;
পত্রে তরুর, লতার দোলে রসের খেলা দেখে নয়ন।
রস-প্রভাবে, হরি, তোমার
শত্রু কেহ থাকে না আর ;
শত্রুমুখে প্রকট হয় ছবি তোমার বিশ্বমোহন ;
সাম্যের লীলা ভুবনময়,
মানব তৃণে প্রভেদ না রয় ,
অপ্রেম প্রেম, অসুখ সুখ, বিলীন হয় বিশ্বচেতন।

(৯০)

বেহাগ—মিশ্র।

কে তুমি এখনও বসে একাকী বকুলতলে ?
নামিছে শ্যামা রজনী তারাহার পরি গলে।
অরণ্য শ্যামায়মান,
পাখী সারি শেষ গান
গেছে নীড়ে ; স্থির বন, বনস্পতি নাহি টলে।
এ কি হাতে দেখি তব
বকুল-মালা-বিভব !
স্মরি প্রিয়ে আত্মহারা, চরণ কি নাহি চলে ?

২৬।৩।৩৬

---

(৯১)

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

আকাশে করাল মেঘ, সভয়ে তারা লুকায় ;
তিমিরে মগনা ধরা, পথ নাহি দেখা যায়।
কোথা ছিলে, কেন এলে
প্রাণমায়া পায়ে ঠেলে ?
কিসের প্রেরণা বল, এলে কার প্রেরণায় ?
মেঘ ডাকে গুরু গুরু,
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু ;
নিরাপদ তুমি, তবু মন না প্রত্যয় পায়।

২৬।৩।৩৬

(৯২)

সিন্ধু—মিশ্র—যৎ।

করুণা কি স্নেহ, হরি, অক্ষয় অনন্ত তব ;
দূর থেকে টেনে আন, হাত ধরে পাপী সব।
নীলিমার নিশামণি,
চন্দ্রিকা-ধৌত ধরণী,
মলয় মৃদু অনিল পাপের বিঘ্ন নীরব।
যদি কেহ পাপ করি
কাতরে ডাকে শ্রীহরি,
কোলে লও তারে তব, স্নেহ করে অনুভব।

৬।৪।৩৬

(৯৩)

ভীমপলশ্রী—দাদরা ?

কতদিন করব হৃদয়-পিঞ্জরে বাস তোমার আশে !
কেটে দাও মায়ার শিকল, উড়ে বেড়াই নীল আকাশে।
পিঞ্জর ভাঙ্গ, কাট শিকল,
পক্ষেতে দাও অমিত বল ;
ভূলোক থেকে দ্যুলোক গিয়ে থাকি সদাই তোমার পাশে।
বর্ষণ কর শান্তির ধারা,
তোমার নামে আত্মহারা,
জন্ম, মরণ, ত্রিবিধ তাপ টুটবে, হরি, অনায়াসে।

১১।৪।৩৬

(৯৪)

সাহানা—ঢিমে কাওয়ালী।

কেন তুমি যাবে চলে, বল হে বারেক বল।
করেছি কি অনাদর, ভাবিয়ে চিত বিহ্বল।
অমিয় অধরে হাসি
যেন শুষ্ক কুন্দরাশি ;
ভাবি বিরহের জ্বালা শুকায়ে দেছে সকল।
বিরহের কথা কেন
বেদনা দিতেছে হেন ;
আসল বিরহ এলে সকল হবে গরল।
তব মধুময় স্মৃতি
হরিবে সকল প্রীতি,
করিবে গরলসার অতীত সুখ সরল

৬।৪।৩৬

(৯৫)

আশা

আশা, তোমায় আদর করে বসায় সবে হৃদাসনে।
দেববালার মূর্ত্তি তোমার ধাঁধা লাগায় সব নয়নে।
(ইন্দ্রধনুর বর্ণ তোমার ধাঁধা লাগায় সব নয়নে।)
মোহে তোমার ভিখারী জন
রাজা হবার দেখে স্বপন ;
কুটীর হয় প্রাসাদ তার, বিলাস বিভব কত মনে।
নড়তে গেলে পড়ে যে জন
ভীম হতে চায় যখন তখন ;
বলবানের শ্রেষ্ঠ আসন লভিতে চায় এই ভুবনে।
প্রতিভাবান জড় হতে চায়,
ফুলে উঠে যশের মায়ায় ;
বর্ণমালার নাই পরিচয়, শকুন্তলা চায় রচনে।
মুখশ্রী যার নাই কোন দিন,
সকল অঙ্গে বর্ণ মলিন,
সে চায় হয়ে রতি ধরায় মুগ্ধ করতে সকল জনে।
জরার বশে কঙ্কালসার,
ছদিন পরে প্রাপ্য চিতার,
সে চায় হয়ে নবীন যুবা মুগ্ধ নারীর মন হরণে।

মৃত শিশুর জীবন দানে
মোহ জাগাও মায়ের প্রাণে ;
পাগল হয়ে জননী ঐ ডাকছে দেখ নারায়ণে।

১৪।৪।৩৬

(৯৬)

বারোঁয়া—মিশ্র।

পাখীরে তুই, কারে আহ্বান করছিস্ এমন করুণ স্বরে ?
বিজন বনে একলা ফেলে করছে প্রিয় প্রেম অপরে ?
কানে এসে অধীর কেন
করছে আমার হৃদয় হেন ?
প্রবোধ দিতে ভাষা সরস খুঁজে না পাই প্রবোধ তরে।
সান্ত্বনা তোর হবে কিসে ?
হৃদয়ে তোর হৃদয় মিশে
একই গ্রামে একই সুরে বাজে যদি আবেগভরে ?
হঠাৎ কেন হ'লি নীরব ?
পেলি কি তুই সুখবিভব
ভাসিয়ে দিয়ে আপন-সুখে প্রিয়তমের সুখ-সাগরে ?

২৬।৪।৩৬

(৯৭)

পিলুমিশ্র—পোস্তা।

ভুলে আমি সুখে আছি, ভেঙো না ভেঙো না ভুল।
তমঃ যার সুখ তারে আলো যে করে আকুল।
ভাবি আমি মনে মনে,
ভাল সে বাসে গোপনে।
কেন দুঃখ দিবে ব'লে মরুতে ফোটে না ফুল?

২৭।৪।৩৬

(৯৮)

ছায়ানট—কাওয়ালী।

দূরে আছি ব'লে তুমি ভুলিলে বল কেমনে?
কে আর বাসিবে ভাল, কে বা আছে এ ভুবনে?
থাকি বসে চেয়ে পথ,
পূরিল না মনোরথ,
বিষাদ-দীরঘ নিশা কাটে শুধু জাগরণে।
সুখহীন এ জীবন,
ফুলহীন যথা বন;
বনেতে ফুটিবে ফুল, সুখ কি হবে জীবনে?

১।৫।৩৬

(৯৯)

গজল।

উদার তুমি, বকুল তরু, আশ্রয় দাও পাখীর দলে ;
ক্লান্ত পথিক আরাম-লোভে আসীন থাকে তোমার তলে।
ফুটে যখন তোমার ফুল,
গন্ধে পবন হয়ে আকুল,
কি জানি কার উদ্দেশে সে এদিক্ ওদিক্ ছুটে চলে।
হরিৎ পত্রে মধুর সাজে
প্রবালসম সুফল রাজে ;
কোকিলবধূপ্রমুখ পাখী সন্তুষ্ট হয় সরস ফলে।
পাতার মাঝে লুকিয়ে থেকে
চমকিয়ে দেয় কোকিল ডেকে ;
অবোধ ভাবে মুখর তুমি, অচিন ভয়ে চরণ টলে।
বকুল, তুমি বল্‌তে পার
কোথায় স্থিতি অজানার?
আমার মনে নিত্য নূতন দিচ্ছ ছায়া সুবাস-ছলে।

২।৫।৩৬

(১০০)

কেদারা—মিশ্র—যৎ।

পাছে ব্যথা পাও তুমি ভয়ে আমি দূরে থাকি,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা কারে না নিকটে ডাকি।
করেছি কি অপরাধ,
মিটাতে দিলে না সাধ,
রাখিতে তোমার ছবি প্রেমের তুলিতে আঁকি।
দেখিবে না, প্রিয়তম,
ঝরে সদা অশ্রু মম;
অশ্রুতে ঝরিতে প্রাণ কেবল রয়েছে বাকি।

৪।৫।৩৬

(১০১)

বেলাবলি—মিশ্র।

ভূলোকপারে দ্যুলোক আছে সত্য কি যা সুজন বলে?
শান্ত প্রভাত, মঞ্জু পবন, শুদ্ধ হৃদয় কোথায় চলে?
শুভ্র প্রসূন গহন বনে,
তারার মালা দূর গগনে
সংবাদ কার সাধুর কাণে শোনায় মৃদু পল বিপলে?
নাম-অনলে হিংসা পুড়ে,
মৈত্রী বসে হৃদয় জুড়ে,
দ্যুলোক-ছায়া দেখি তখন ভব্য ভূতেও দলে দলে।

১১।৫।৩৬

(১০২)

কালেংড়া মিশ্র—কাওয়ালী।

নামিছে রজনীর তিমির ঘন,
আকাশে মেঘ দেখি আকুল মন।
রয়েছি তার আশে,
এখনও এল না সে,
আসিবে কি না জানে নিঠুর জন।
তড়িত ঘন ঘন,
মেঘের গরজন,
আবার বরষণ, ঝটিকা স্বন।
আঘাত কার দ্বারে,
ছলিছে আশা কারে,
আনিব খুঁজে তারে—মরণ পণ।

৭।৫।৩৬

(১০৩)

বসন্তগৌরী

পাখী, তোমার আদর আমি কেমন করে করব বল ?
মুগ্ধ ভুবন রূপে তোমার, মুগ্ধ সুজন সুধীর দল।
কোকিল চাতক পাপিয়ারে
সবাই ভালবাসতে পারে ;
মুগ্ধ তাদের মধুর স্বরে, রূপে তাদের নয় চঞ্চল।
আছে তোমার রূপ যেমন,
তোমার আছে গুণ তেমন ;
রূপে অতুল, অতুল গুণে, মধুর সুরে মত্ত সকল।
যখন তুমি যেদিকে যাও
প্রিয়ার সঙ্গে হরষ পাও ;
'খোকা হোক্' এই কথা তব নব বধূর ভরসাস্থল।

৩১।৫।৩৬

(১০৪)

আশা মিশ্র—আড়া।

কি আদরে রেখেছিলে, অনাদর কেন বল ?
অতীত আদর স্মরি, নয়নে বহিছে জল।
যে দিকে আঁখি ফিরাই,
কিছু না দেখিতে পাই ;
সুমুখে রয়েছে সব, তবে কি মায়ার ছল !
অন্তরে আঁধার কেন
কোটি অমানিশা যেন,
আজীবন রবে ইহা, জীবনে তবে কি ফল ?

১।৬।৩৬

(১০৫)

সিন্ধু মিশ্র—যৎ।

এখনো রয়েছে কেন সুখ-আশা এ জীবনে ?
পদে পদে দুঃখ যার সুখ-আশা কেন মনে ?
নিদাঘে শীতল জল
কেন যে হ'ল গরল—
পিয়াস ত মিটিল না, কাতর তনু দহনে।
একে একে নিজ সবে
পর কেন হল ভবে ;
বিধির লিখন স্নেহ রবে না আপন জনে।

১।৬।৩৬

(১০৬)

সাহানা—মিশ্র।

বিদেশ বাসে থাকি যখন সদাই মনে মুখানি তার
ভাবি কেবল নিশার কালে কেমন আছে সে যে আমার।
চঞ্চল মন মিলন-আশে,
কাটে না কাল দূর প্রবাসে ;
দিবস মম বরষসম, বইতে নারি বিষাদ-ভার।
পাগল করে চিন্তা আমায়
পাছে সে মোর পর হয়ে যায় ;
প্রবাস-শেষে যাব যখন বলবে কি সে, আমি তোমার ?
মধুর হাসে ঢেলে হৃদয় বলবে কি সে, তুমি আমার ?
ছুটিয়ে তড়িৎ ধমনীতে বলবে কি সে, আমি তোমার ?
বলবে কি সে আদর করে, তুমি আমার, আমি তোমার ?

১।৬।৩৬

(১০৭)

সিন্ধু।

আকুল মন, সিন্ধু, আমার সদা তোমায় দেখবার আশে ;
আছে কেউ এই ধরণীতে, তোমায় এত ভালবাসে ?
কি যে হরষ আমার চিতে
সুনীল জলে সাঁতার দিতে,
খেলতে তোমার ঢেউএর সাথে, থাকতে সদা তোমার পাশে।
অসীম শোভা চাঁদনী রাতে,
বিলাস তোমার জোছনাতে,
শীকরবাহী শীতল বায়ু বীজন করে তাপ বিনাশে ।
নৃত্য তোমার বিভ্রমময়
নিত্য নূতন প্রতীত হয়,
দেখে যে জন নৃত্য তোমার আনন্দে তার হৃদয় ভাসে।
ফেনিল তব তরঙ্গদল,
দূরে চুমে আকাশ বিমল,
সুনীল নীলে মিশিয়ে যায়, ছায়া অসীম কার প্রকাশে ?
গীত মধুর কার উদ্দেশে
কর সাগর মধুর বেশে,
নিশার কালে বারি তোমার উদ্দেশে কার মধুর হাসে ?
একবার আমি দেখব তারে,
দিব্য চক্ষুঃ দাও আমারে,
লুকিয়ে হরি বুকে তোমার, ধন্য সাগর হরির বাসে।

১০।৬।৩৬

(১০৮)

ছায়ানট—কাওয়ালী।

জীবন সফল কর শিরে দিয়ে পা দু'খানি।
শুধু তোমা জানি, কালী, আর কারে নাহি জানি।
মুখরি সমর-ভূমি
হুঙ্কার কর মা তুমি;
হুঙ্কারে অসুর মরে, কেন তবে খড়্গপাণি?
অন্তরে উর, মা কালী,
হুঙ্কার কর, করালী,
মরুক অসুর দল, দাও মা অভয় বাণী।
সম্মুখে করাল কাল
প্রলয়-অনল জ্বাল;
অশিবে নাশ মা শিবে অমর বর প্রদানি।

১৪।৬।৩৬

(১০৯)

সাহানা—ঢিমে।

কেন দুঃখ দাও তারে যে তোমারে ভালবাসে ?
দশা তার দেখি, হরি, সকলে সতত হাসে।
পড়ে জল তার ঘরে,
ছিন্ন বস্ত্র সদা পরে,
সহিতে না পারি ক্ষুধা ভিক্ষা করে পরবাসে।
ভালবাসা বুঝিবারে
পরীক্ষা কি কর তারে ?
সর্ব্বজ্ঞ পরীক্ষা করে, বুঝিতে না পারে দাসে।
বৈকুণ্ঠ-সোপান দুঃখ ;
সেখানে অনন্ত সুখ,
অতিক্রম সে সোপানে, অনন্ত সে সুখআশে।

২২।৬।৩৬

(১১০)

শ্যামকল্যাণ।

স্বর্গ আমি দেখি নি, ভাই, স্বর্গ কি, ভাই, আছে উধার ?
যায় কি তথা নিষ্পাপ মন ভুঞ্জি ভবের দুঃখ অপার ?
স্বর্গ না কি সুখের স্থান,
হয় না তথা কুসুম ম্লান !
দিবস রাতে সমান ভাবে বিতরে বাস পূর্ণ সুধার ?
নাই কি তথা মরণ-ভয়,
অমর প্রেমে পূর্ণ হৃদয়,
স্নিগ্ধ জনের আলাপে বয় অমিয় স্রোত অমরতার ?
নাই কি তথা রোগের লেশ,
নাই কি তথা বয়স-শেষ,
শাশ্বত যুবা, শাশ্বত যুনী হৃদয়ে পায় সুখের সার ?
চাঁদের আলো, অপ্সরাগীত,
উন্মত্ততায় প্রফুল্ল চিত,
হাসির রাশি অনিল আনে, ভূলোক ভাসে আনন্দে তার ?
স্বপ্ন দেখি গভীর রাতে
শিরস মোর তার সুহাতে ;
অজানা সুখ পরশ আনে, স্বরগ সুখ চাহি না আর।

২৩।৬।৩৬

(১১১)

মালকোষ।

অতীত আয়াত কাল, হৃদয়ে কি যে স্পন্দন,
শীত নিশা শেষপ্রায় লোহিত পূর্ব্ব গগন।
শুকতারা হয় ম্লান,
বিষাদকাতর প্রাণ ;
নাশিবে বিষাদে, সখা, তব সুখ-আগমন ?
এখনি আসিবে আলো,
কিছুই না রবে কালো,
কেবলি রহিবে কালো তোমারি বিরহে মন।

২৫।৬।৩৬

(১১২)

বাগেশ্রী—মিশ্র।

ঈষৎ লোহিত কুসুমরাশি শাখার উপর তরু তব
শোভায় অতুল অবনীতে, আনে যে ভাব অভিনব,
সেই ভাবেতে পূর্ণ হৃদয়,
অমিয় স্রোত শিরাতে বয় ;
অমর আমি ভাবি তখন, প্রকাশ পায় আত্মবিভব।
কীট-পতঙ্গ-তৃণ-লতায়
ভিন্নতা-বোধ দূর হয়ে যায়,
দেব-মানবে সমান বোধ, থাকে না আর দৈত্য দানব।
বিশ্ব দেখি রূপের আধার,
দৃশ্য হেরি হরির ছায়ার,
সূক্ষ্ম শ্রবণ শুনিতে পায় আকাশময় ওঙ্কার-রব।
বর্ষে বর্ষে মানস আকুল
দেখে তোমার রুচির ফুল,
একলা থাকি বনের ধারে, পিয়াও সবে ঐশ আসব।

৩।৭।৩৬

(১১৩)

সুর—সাহানা দেবী।

সিন্ধুকাফি—(মধ্যলয়)।

ধরিত্রী এই, হরি, তোমার পড়ে আছে চরণতলে!
তুষার-শুভ্র শৈল-শিখর তোমার কথা সদাই বলে।
উর্ম্মি-আকুল সিন্ধুর জল
হৃদয় কেন করে বিহ্বল।
স্পর্শ আনে দূর থেকে কার প্রভাবে যার পাষাণ গলে।
হরিৎ তরু, হরিৎ ক্ষেত্র,
কুসুমশোভা জুড়ায় নেত্র;
সাধুর মুখে তোমার ছবি জ্ঞানীর চোখে সদাই জ্বলে।
পক্ষীর নানা মধুর রব
প্রকাশ করে তোমার বিভব;
শুনি মধুর বংশীর রব মন-যমুনা উজান চলে।
যে ক'টা দিন আছে বাকি
তোমাতে স্থির যেন থাকি,
বধির থাকে শ্রবণ যেন ভবের এই কোলাহলে।

৯।৭।৩৬

(১১৪)

খাম্বাজ—যৎ।

শ্রীমুখেরই কথা তব কেন এত ভাল লাগে!
অভিলাষ বিনিময়ে সতত সকল ত্যাগে।
দূরে আমি থাকি যবে,
সদা শুনি প্রতিরবে,
কর্ণ পান করে সুধা যখনি হৃদয়ে জাগে
কিসে হ'লে এত প্রিয়;
অবশ মন ইন্দ্রিয়
দর্শনে কি বা স্মরণে নব নব অনুরাগে।

৯।৭।৩৬

(১১৫)

ইমনকল্যাণ।

মরণ-পথে সত্বর এত ছুটছ কেন বাঙ্গালী ভাই?
রক্ত তোমার শীতল কেন, পদাঘাতে চেতনা নাই?
চাকরীর তরে হ'য়ে পাগল
এদোর ওদোর ফিরছ কেবল;
ঘরের পাশে দোকান খুলে বিদেশী সব লুটছে সদাই।
বিশ্বপ্রেমের ধ্বজা তুলে,
নিজের ভাইকে গেছ ভুলে;
জিনিষ কেন পর-দোকানে, দ্রব্যে ওদের ঘর যে বোঝাই।
বিহার যদি বিহারীর হয়,
বাংলা কেন বাঙালীর নয়?
নিজের দেশে অন্ন না পাও, অন্ন করে হেথা সবাই।
বাঁচতে যদি চাও হে ভবে
বিদেশীভাব ছাড় সবে;
বাংলাজাত দ্রব্য কেন, ভাইকে মনে দাও না হে ঠাঁই।
কলেজ গিয়ে কি হবে ফল,
ভাতের তরে সদা বিহ্বল;
কঙ্কালসার শরীরখানি রোগের সনে সদা লড়াই।
চাকরীর মুখে ঝাঁটা মার,
শিল্প ব্যবসা সার কর,
শ্রীহীন দেশ শ্রীমান্ হবে, ঘরে বাঁধা থাকবে রমাই।

১৪।৭।৩৬

---

(১১৬)

পুরবী—মিশ্র।

পথ চেয়ে বসে আছি, দিবা অবসানপ্রায়।
পথ চেয়ে বল আর কত কাল থাকা যায়।
শুনি পদশব্দ কার,
ভাবি পদশব্দ তার;
হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রতারিত দুরাশায়।
এই আসে আশা মনে,
হেরি না তারে নয়নে,
বিরস সরস চিত হ'ল তার প্রতীক্ষায়।

———— ১৮।৭।৩৬

(১১৭)

দেশ মিশ্র।

এ দুঃখ রহিবে, সখা, চিরদিন মনে মম
ফুলমালা গলে তুমি পরিলে না, প্রিয়তম।
যতনে শেফালী আনি
গেঁথেছিনু মালাখানি;
পরিলে না কেন বঁধু? বৃথা হল পরিশ্রম।
নয়নে বহিছে জল,
সকলি হ'ল বিফল,
নিবিছে জীবন-আলো, আসিছে তমো বিষম।

———— ১৯।৭।৩৬

(১১৮)

গজল।

বকুলমালা হাতে কেন, বকুল ফুল চিকণ কেশে ?
চাঁদের দিকে চেয়ে কেন বসে আছ বিজন দেশে ?
আকাশের চাঁদ ডুবে যাবে,
ভাসবে হৃদয় নবীন ভাবে,
হিয়ার চাঁদ হিয়ায় রবে নিত্য নূতন মধুর বেশে।
শুকিয়ে যাবে বকুলমালা,
বাড়বে শুধু বিষাদজ্বালা,
চোখের জলে দীরঘ শ্বাসে থাকবে জেগে নিশার শেষে।
ভালবাসায় কেন আকুল ?
হয়েছে, সই, তোমারই ভুল ;
আদর পাবে কেমন করে নিঠুর জনে ভালবেসে ?

২০।৭।৩৬

(১১৯)

খাম্বাজ—মিশ্র।

তোমারে না বাসি ভাল থাকিতে কে পারে বল ?
দিবানিশি টান তুমি, হৃদয় কর চঞ্চল।
প্রবল প্রকৃতিবশে
মণিরত্ন পড়ে খসে
হৃদয়-আসন হতে যা, হরি, তব কেবল।
যতন করিয়া তুলি
হৃদয়ে রাখি সেগুলি ;
আসন তোমার, সখা, হয় পুনঃ সমুজ্জ্বল।
পুনঃ মোর হয় ভুল,
মানস হয় আকুল ;
চিরস্থির কর মন, মুছাও নয়নজল।

২৩৷৭৷৩৬

(১২০)

সিন্ধু—খাম্বাজ।

ভাল ত বাস না জানি, কেন কর অভিনয় ?
জানি ত সতত, সখা, এ ধরা ছলনাময়।
শ্যাম সন্ধ্যা ধরণীতে
নামে যবে চারিভিতে,
ছলে সে কেন আমারে, আঁধার করে হৃদয় !
আকাশে তারকা জ্বলে,
জানি না সে কারে ছলে,
ছলে কি পথিকে পথে, সভয়ে দিয়ে অভয় ?

২৮।৭।৩৬

(১২১)

ভৈরবী—মিশ্র।

কেমনে তোমারি হব ভাবনা এই দিন রজনী ;
তোমার কাজে কাল কাটাব আশা আমার হৃদয়মণি।
যখনি হয় রজনী শেষ,
তোমায় করি মনোনিবেশ ;
নিবেশ হয় ক্ষণিক কেন ? তোমায় ভুলে প্রমাদ গণি।
তোমায় আছে শাশ্বত সুখ,
হৃদয় কেন তাতে বিমুখ ;
অনিত্য এই বিষয়-সুখ,—কেন তা চায় সব ধরণী ?
দূর করে দাও প্রলোভনে,
আশ্রয় দাও শ্রীচরণে,
জীবন দিতে মৃতাত্মারে শক্তি দাও হে সঞ্জীবনী।

৩০।৭।৩৬

(১২২)

প্রভাতী স্থর।

কে তুমি রজনীশেষে ধীরে ধীরে আস মনে!
চিনিতে না পারি তোমা আধ-ঘুম-জাগরণে।
তোমারি কি সুখস্মৃতি
এখনও জাগায় প্রীতি;
ছিলে প্রীতি মূর্ত্তিমতী চপল নব জীবনে।
যবে যাব পরপারে,
দেখিব তীরে তোমারে,
দাঁড়ায়ে রয়েছ চেয়ে সাগ্রহ চারু নয়নে।

৭।৮।৩৬

---

(১২৩)

বেহাগ—মিশ্র।

চরণ চলে না আর;
পথ নাহি হয় শেষ, নাহি শেষ দুরাশার।
কেন এ প্রেরণা কেন,
কার এ প্রেরণা হেন?
তোমাতে মিশিতে কেন চাহে প্রাণ অনিবার?
তোমাতে মিশিতে, প্রভু,
আশা না ছাড়িব কভু;
আশা পূর্ণ হবে কবে, শেষ হবে দুরাশার?

১৪।৮।৩৬

(১২৪)

শ্রীঅরবিন্দ

(জন্মদিনে)

অবনী বিমোহিত সন্দেশে তব !
মুক্তির ধ্রুব পথে চলিছে সব।
ধন্য এ ধরাধাম
আগমে অভিরাম,
হ'তেছে আলোকিত আলোকে নব।
তাহারই এক কণা
আনিছে উন্মাদনা ;
ছুটিব দেশে তব, আশীষ ল'ব।

———— ১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৬।

(১২৫)

সুর—সাহানা দেবী

ছায়ানট (বিলম্বিত)

আলোর দেশে লবে না তো, তবে কেন দেখাও আলো ?
আলোর দিকে ছুটে চলি, নিবে আলো, জগৎ কালো।
আলোর কণা নাইক কম,
হৃদয়দেশে গভীর তমঃ ;
ভুলে যে জন থাকে তোমায়, হৃদয়ে তার আঁধার ঢালো।
বা'র ভিতরে আঁধাররাশি ;
শাসন এ যে সর্ব্বনাশী।
জ্বালো তোমার দয়ার আলো ; মঞ্জু আলোয় হই না ভালো।

১৭।৮।৩৬

(১২৬)

বারোয়া—মিশ্র।

কি আর বলেছি বল, কেন কর অভিমান ?
ম্লান কেন দেখি ধরা দেখি তব মুখ ম্লান !
হারায়েছে তারা ভাতি,
হাসে না কুসুমজাতি,
আনে না পূরব প্রীতি মধুর সে পিকগান।
কি যে হ'ল মনে ব্যথা,
সাধিলে না কও কথা ;
চরণ-সরোজে, সখি, লুটায়ে দিব কি প্রাণ ?

১৮।৮।৩৬

(১২৭)

গৌরী—মিশ্র।

সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে, ধরণী শ্যামায়মান ;
কুলায়ে আসিয়া পাখী গাহিতেছে শেষগান।
ক্রমে ক্রমে তনু ক্ষীণ,
নহে দূর শেষ দিন ;
আসিবে অন্তিম সন্ধ্যা, আঁধারে ডুবিবে প্রাণ।
অতীত করম স্মরি
এখনও ডাক না হরি ;
আলো পাবে পরপারে, সুখস্থানে অবস্থান।

২৪।৮।৩৬

(১২৮)

কানেড়া—মিশ্র।

আসে না কেন মনে তোমারি ছায়া ?
কাটে না কেন, হরি, ভবেরই মায়া ?
পরকে নিজ করি
তোমারে ভুলি, হরি ;
আপন কবে ভবে তনয় জায়া ?
বিষয়-সুখে মন
মগন অনুক্ষণ ;
সসার ভাবি কেন অসার কায়া !
করুণা কর দীনে
যেন হে তোমা বিনে
থাকি না কভু আর, ঘুচাও মায়া।
হৃদয়ে থাক নিতি,
ঘুচাও পর-প্রীতি ;
আবরি থাকে যেন তোমারি ছায়া।

১৯।৮।৩৬

(১২৯)

কোমল মনোহারী।

এ বিজন বনে কেন কর মোরে পরিহার ?

অপরাধ করেছি তো, ক্ষমা কি হবে না তার ?

এখনও রয়েছে দিন,

বন এ যে দিনহীন ;

জানি না রজনী এলে, কেমন হবে আঁধার !

যার মুখ দেখি ম্লান,

হারাতে সকল জ্ঞান,

ফেলে তারে চলে যাবে, কাঁদিবে সে অনিবার।

আদরে এ দেহখানি

লইতে হৃদয়ে টানি ;

খাবে বন-পশু তায়, পাইবে দুঃখ অপার।

দেখি একি চোখে জল,

হয়েছে মন কোমল ?

ঘরে ফিরে যাই চল, অবসান যাতনার।

২০।৮।৩৬

(১৩০)

ইমন—মিশ্র।

মঙ্গল তোমার, সখা, সতত ভাবি কেবল।
কেন ভয় আসে মনে হবে তব অমঙ্গল ?
যবে তুমি থাক দূরে,
কে কাণে করুণ স্বরে
বলে তুমি নাই ভাল, হৃদয় হয় বিহ্বল।
যবে তুমি থাক ঘরে
শান্ত-নিশা-দ্বিপ্রহরে,
কুস্বপন দেখি কেন, বহে স্রোতে চোখে জল।
অমঙ্গল ঘটে পাছে
মনে করি রাখি কাছে ;
তাতে কি ভরসা আছে, বিধি কি বিশ্বাসস্থল ?

২১।৮।৩৬

(১৩১)

কুসুমিত উপবন

করিছে দ্বিরেফদল মধুর গুঞ্জন ;

বহিছে জোছনা-স্রোত

উপবনে ওতপ্রোত ;

চুমিছে কুসুমচয় চঞ্চল পবন।

বুঝেছি একাকী কেন

বসে আছ ছবি যেন,

ব্যর্থপ্রেম, তবু কেন প্রিয়জনে স্থিরমন ?

২৪।৮।৩৬

(১৩২)

বৃন্দাবনী সারেং

পর বাসে যেই জন, কেন তারে ভালবাস ?

চিরদিন পোষ কেন অন্তরে পাবার আশ ?

চেয়ে থাক তার পানে,

সে তো না তোমারে জানে ,

আত্মহারা হও কেন দেখি সে মুখের হাস ?

নিজ সুখ পরিহর,

সুখ তার সার কর ;

শুদ্ধ প্রেম হৃদে তব ক্রমে হবে পরকাশ।

২।৯।৩৬

(১৩৩)

বাউল।

শরীরে এই দেখ না মন রিপুরা সব রঙ্গ করে ;
কেহ নাচে মোহন বেশে, কেহ ভীষণ মূর্ত্তি ধরে।
নারীর মুখে কিসের ছায়া
আনে এমন মোহন মায়া
প্রভাবে যার পরকালের হারায় জ্ঞান বিশ্ব নরে ?
অরুণ নেত্র ক্রোধের বশে,
ডুবে মানস আসুর রসে,
জিহ্বা তখন গরল ঢালে, বহে শোণিত ধরার, পরে।
লোভ করে না কোন বিচার,
হরে শিশুর গলার হার,
বিজনে দেয় গলায় ছুরি, দয়ার লেশ নাই অন্তরে।
এখনও শেষ হয় নি বেলা,
হোক্ না রিপু তোমার খেলা ;
নাম কর না সরল মনে, উদ্ধার পাবে হরির বরে।

———

২৯।৮।৩৬

(১৩৪)

বাউল।

জান না মন শমন কখন বলবে তোমায় চলে যেতে ;
বসেছ বেশ আপন লয়ে সংসারে এই সংসার পেতে ;
সার করেছ মর্ত্ত্যভূমি
ভোগবিলাসে রত তুমি ;
ভুলে গেছ শেষের সে দিন, সুখের কথা শুতে খেতে।
যুবক যুনী রূপে অতুল,
হঠাৎ রোগে হয় আকুল ;
অশ্রুজলে বুক ভেসে যায়, পড়ে কালের কবলেতে।
অসময়ে কুসুম শুকায়,
রাহু গ্রাসে চাঁদের আভায় ;
দেখি এ সব প্রকৃতিজয় কর না মন সময়েতে।
নচেৎ তোমায় যেতে হবে
মরণপথে প্রবল জবে ;
রক্ত ধারা বইবে চোখে, শীতল দেশে মরবে তেতে।

৩।৭।৩৬

(১৩৫)

শঙ্করা ভরণ।

আছ তুমি কোন লোকে, কেমনে পাব সন্ধান ?
যাইতে সে লোকে মম আকুল এ মন প্রাণ।
একা মোরে ফেলে ভবে
চলে তুমি গেলে যবে,
সে দিন হয়েছে, সখি, সুখ-আশা-অবসান।
বরষি অমিয় কাণে
সুখেরি লহরী প্রাণে
উঠাত তোমার কথা, আনিত বিশ্বকল্যাণ।
দীরঘ বিরহ তবে
বল কবে শেষ হবে ;
যাইব সে লোকে তব, সুখ হবে অবস্থান।

১০।৯।৩৬

(১৩৬)

খাম্বাজ—মিশ্র।

তুমি সুখী হবে বলে সুখে সহি দুঃখ কত;
দেখি না যে রূপে গুণে কারেও তোমারি মত।
শুভ দিনে শুভক্ষণে
দেখা হ'ল তব সনে;
সে দিন হইতে তব সুখধ্যানে সদা রত।
করিতে তোমার সেবা
মোর মত আছে কে বা ?
তোমারি এ সেবাসুখে দিন যেন হয় গত।
বিনিময়ে দিও হাসি,
হাসি হবে সুখরাশি;
চলে যেন পথে মম নর নারী শত শত।

১৩৷৯৷৩৬

(১৩৭)

ইমন—মিশ্র।

তোমাতে যখন থাকি কত শান্তি পাই মনে;
কেন হে থাকে না মন চিরস্থির শ্রীচরণে?
কাটে দিন তব ধ্যানে,
নব নব আশা প্রাণে;
নিবে যায় আশা মম, পড়ি আমি প্রলোভনে।
শূন্য আমি দেখি সব,
দুঃখ আসে নব নব;
অভিলাষ জাগে, হরি, পুনঃ তব দরশনে।

———

১৫।৯।৩৬

(১৩৮)

সিন্ধু—মিশ্র।

নিজেকে না দোষ দিয়া কেন দোষ দাও পরে?
কেন নারী-চারু-মুখ হৃদয় চঞ্চল করে?
কর নি সংযম শিক্ষা,
হয় নি শ্রীমন্ত্রে দীক্ষা;
কাম ক্রোধ লোভ তাই সদা নিজ মূর্ত্তি ধরে।
অন্তর কর সরল,
কালী, কালী, কালী বল;
পলাবে রিপুর দল, ভাতিবে কালী অন্তরে।

———

১৬।৯।৩৬

(১৩৯)

সাহানা—মিশ্র।

যখন তখন এসে তুমি আঘাত কর হৃদয়দ্বারে,
অতিথি কই তোমার মত দেখে না কেউ এ সংসারে।
আঘাত করা কেবলি সার,
খোলে না ত হৃদয়দ্বার ;
বিরাগ তব নাইক তাতে ; বুঝতে দয়া ক'জন পারে ?
দেখাও জীবে দয়া তোমার,
ভেঙ্গে ফেল হৃদয়দ্বার ;
বসিয়ে তায় তিমির নাশ ; আলোয়, হরি, তরাও তারে।
নচেৎ জীবের নাহিক গতি,
স্বেচ্ছায় প্রেম তোমার প্রতি
করে না কেউ সরল প্রাণে ; দুঃখের কথা বলব কারে ?

১৮।৯।৩৬

(১৪০)

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বিরহ যে ছিল ভাল, কেন দেখা দিলে আসি ?
রহিলে না, চলি গেলে, বলি শুধু ভালবাসি।
তোমার সে কথাগুলি
কভু না যাইব ভুলি,
সুপ্ত সব নিশাকালে কথা হবে সুখরাশি।
কঠোর কথায় যবে
হৃদয় কাতর হবে,
কথা কি সান্ত্বনা দিবে সকল বিষাদে নাশি ?
শুধু এই দুঃখ মনে,
দেখা না হবে জীবনে ;
নেত্রে সুধা ঢালিবে না শ্রীমুখ-চন্দ্রমা-হাসি।

১৮।৯।৩৬

(১৪১)

কেদারা।

আকুল মন কেন তোমারই তরে ?
বস, হে বস আসি হৃদয় 'পরে।
ভাবিয়ে নিশি দিন
হ'তেছে তনু ক্ষীণ,
তবুও ছবি তব মানস হরে।
কেন এ আকর্ষণ
বুঝিতে নারে মন,
স্মরণে তব কেন অমিয় ঝরে ?
বিপথে যেতে, প্রভু,
বাসনা হয় কভু ;
শাসন কর মোরে কঠোর স্বরে।
মোচনে হবে দুঃখ,
বাঁধনে পাই সুখ ;
চরণে বেঁধে রাখ কঠিন করে।

২৮।৯।৩৬

(১৪২)

খাম্বাজ মিশ্র।

চিরদিনতরে যেন ওচরণে পাই স্থান ;
যেন কারো প্রলোভনে রাঙিয়া না উঠে প্রাণ।
সদা মনে ভয় মম
পাছে হয় মতিভ্রম,
অনিত্য সুখেতে হয় নিত্য সুখ অবসান।
বিতর করুণা মোরে,
যেন পুনঃ মায়া ঘোরে
ডুবি না, ডুবি না, প্রভু, দাও চির পরিত্রাণ।

২৮।৯।৩৬

(১৪৩)

বেহাগ—মিশ্র।

চরণে দিয়েছ স্থান ভুলি না যেন কখন।
করুণা এমন বল লভেছে ভবে ক'জন?
চরণপরশে তব
ঘুচে গেছে জ্বালা সব ;
শাশ্বত শান্তির আশা হবে কি কভু পূরণ?
ইচ্ছা দ্বেষ যেন আর
মনে না ভাসে আমার ;
ধ্যান যেন করে মন অনাময় ও চরণ।

৩।১০।৩৬

(১৪৪)

বাউল।

আমোদ কি ভাই তোমার সাজে ?
ময়ূর সেজে বুক ফুলিয়ে কেমনে যাও লোকসমাজে ?
ছিন্নবসন, নিরাভরণ,
হৃতমুকুটরাজসিংহাসন,
সবার নীচে মায়ের আসন, রাণীর মাঝে মা না রাজে।
দুঃখে মায়ের হয়ে বিধুর,
দুঃখ মায়ের কর না দূর ;
পরিহরি বিলাসবিভব, তপস্বী হও মায়ের কাজে।
মরণজয়ী শিবের বরে
মরণ মানুষ তুচ্ছ করে,
মরণ জয়ি শিবের বরে, ঘুচাও তুমি মায়ের লাজে।

৯।৩।৩৬

(১৪৫)

ভাটিয়ালী।

স্রোত চলে যায় সাগরপানে,
গান গেয়ে যায় মধুর তানে ;
জানি না, সই, উদ্দেশে কার প্রাণে আমার আবেগ আনে।
নেচে নেচে ঢেউ চলে যায়,
চাঁদের কিরণ উজলে তায় ;
নাচে না, সই, হিয়া আমার, উজল কেন হয় না প্রাণে ?
চেয়ে চেয়ে রাত কেটে যায়,
রক্ত আকাশ রবির আভায় ;
জানি না মন কার দিকে ধায় সুপ্ত বীণার নীরব গানে।

১০।১০।৩৬

(১৪৬)

ললিত।

নিশা অবসানপ্রায়, কে তোরা বাদকদল ?
সুমধুর বংশীরবে করিলি মন চঞ্চল।
ভুলাইয়ে নরলোক,
আনিলি সুখদ শোক ;
শ্রুত হয় সুরলোকে সদা সে সুরব কল।
শ্রবণে সে সুরধ্বনি
হ'তেছে দিন রজনী ;
দূরাগত সুরস্রোতে ভাসিছে দিক্‌সকল।

১৫।১২।৩৬

(১৪৭)

আলেয়া মিশ্র।

জানি না কেমনে আমি আদর করিব তব।
আদরে তোমার ফুটে হৃদে ভাব নব নব।
ভাবশতদল কেন
বিতরে সুরভি হেন,
যে ভাবে সুরভিময় সুরভিহীন যা সব।
নূতন হয় পুরাণ,
সকলি হেরি অম্লান,
আদর-উজল প্রাণ, আদর-উজল ভব।

১৬।১২।৩৬

(১৪৮)

ইমন মিশ্র।

পূর্ণ শশী আকাশ ’পরে,
ভাসে ধরা রূপসাগরে;
রূপলহরী তরুলতায়, রূপলহরী সরোবরে।
রূপলহরী ফুলে ফুলে,
রূপলহরী কুলে কুলে,
রূপলহরী শিশুর মুখে, রূপলহরী হয় অন্তরে
বাহিরে চাই, ভিতরে চাই,
হৃদয় কোথা খুঁজে না পাই;
হৃদয়হারা রূপের রূপে, কি এক ভাবে নয়ন ঝরে!

১৭।১২।৩৬

(১৪৯)

রামপ্রসাদী।

আদর তুমি করবে না তো, বাঁচব ক'দিন অনাদরে ?
আকাশ দেখি আদরভরা পূর্ণ শশীর অমল করে।
আদর করে কুসুম অলি,
চুম খেয়ে তায় পড়ে ঢলি,
আদর করে কুসুম অলি মধুর মধু তায় বিতরে।
শরৎকালে ধানের ক্ষেতে
হরিৎ বসে আসন পেতে,
সমীর ধীর নাচায় তারে আদর করে মধুর স্বরে।
যখন আমি যে দিকে চাই,
আদর শুধু দেখতে পাই ,
তুমিই শুধু চাহ না মুখ, শোকে আমার নয়ন ঝরে।

১৬।১০।৩৬

(১৫০)

বসন্তবাহার।

দেবাসুরে সমর ভীষণ হচ্ছে সদাই তোমার মনে।
কখন জিতে ত্রিদশ দেখি, কখন অসুর রণাঙ্গনে।
সুপ্ত শক্তি তোমার ভিতর
জাগাও হয়ে বিজয়পর ;
শক্তি সহায় হলে তোমার, অসুর জয় হবেই রণে।
যদি তোমার না থাকে বল,
ডাক শ্রীমায় হয়ে সরল ;
কৃপা হলে শ্রীমার তোমায় লুটবে অসুর-শির চরণে।
মহাযোগী বলছে সদাই,
"নিরাশ তুমি হয়ো না, ভাই ;
আসবে আলো উপর থেকে, উঠবে বসে যোগাসনে।"

২২।১০।৩৬

(১৫১)

খাম্বাজ

মা, তোমার পদে যেন থাকে মন চিরস্থির।
হেরি পদযুগ কেন আসে না নয়নে নীর ?
যে করে ওপদ সার,
মুক্তি তার অনিবার,
কেন তবে সার করে অসার বিষয় ধীর ?
করুণা কর, মা শিবে,
অভয় দাও মা জীবে ;
দেখা মা জ্ঞানের আলো, নাশ মা মোহ-তিমির।

২৩।১০।৩৬

(১৫২)

ভীম পলাশ্রী—মিশ্র

জীব শিব জেনে কেন জীবে তুমি কর দ্বেষ ?
হৃদয়ে থাকিতে দ্বেষ, হবে না জনম-শেষ।
তব এ করমভূমি,
কেন দ্বেষ কর তুমি ?
তৃণ জীব, নর জীব, জীবময় সব দেশ।
জীব-প্রীতি হরি-প্রীতি—
নানা ছন্দে গাহে গীতি
মুনি ঋষি মহাজন—নাহি এতে ভ্রমলেশ।

২৩।১০।৩৬

(১৫৩)

জংলা ।

অজানা, তুই বল্ না মোরে কেন এমন মোহ রে তোর ?
ছায়াপথের অফুট আলো কেন এমন করে বিভোর ?
গভীর বনে ফুটে যে ফুল
শোভা কি তার এত অতুল ?
হৃদয় কেন করে আকুল, টানে সে ফুল এমন জোর ?
নূতন দেশে সুনীল গিরি
লতায় পাতায় আছে ঘিরি ,
অচিন ব'লে সুষমা তার এত কি হয় নয়নচোর ?
সুদূর দেশে আকাশ-রেখা
তোমারে সে দেয় না দেখা ;
আবরি তায় আলো-আঁধার ফুটিয়ে তোলে চাঞ্চল ঘোর ।

২৬।১০।৩৬

(১৫৪)

অহম্।

আশয়ারি—তেতালা।

অহম্, তুমি যাও না চলে, তোমায় আমি চাহি না আর।
বল্লেও যেতে চাও না কেন, নাই কি চিতে ঘৃণা তোমার ?
ভাণ কর পালিয়ে যাবার,
লুকিয়ে থাক কোণে হিয়ার,
সময় পেলে বেরিয়ে পড় ; রীতি তোমার বুঝা যে ভার !
দুঃখে দুঃখীর হৃদয় গলে,
কপোল ভাসে নয়নজলে,
সমদুঃখের চরম সীমা,—লুকিয়ে থাক পিছনে তার।
যা কিছু হয় মহীর তলে,
"হরির লীলা" সবাই বলে ;
অহম্ তাদের আঘাত পেলে, লাফিয়ে উঠে চক্র তোমার।
থাকলে তুমি, বিবুধ বলে,
আবদ্ধ জীব কামশিকলে,
জনম তাহার হয় বারে বার, নাহিক শেষ অশ্রু-ধারার।
সাধুর মনেও থাক তুমি,
নিচিত এই করমভূমি
সত্তায় তব, কবে মানব ত্যজ্‌বে তোমায় ভাবি অসার ?

১৩।১২।৩৬

(১৫৫)

সারেং।

অপরাধ শ্রীচরণে করি আমি বার বার,
ক্ষমা তুমি কর মোরে, নাহি শেষ করুণার।
করুণা তোমার বল
কেন হে হয় বিফল,
অপরাধ করি পুনঃ, প্রকৃতি মম দুর্ব্বার।
নাশ হে প্রকৃতি নাশ,
হৃদয়ে হও প্রকাশ,
থাক হে প্রকাশ সদা, যেন না আসে আঁধার!

৩১।১২।৩৬

(১৫৬)

লুম মিশ্র।

জানি না, সই, কেন আমি তোমায় এত ভালবাসি,
চোখের পলক পড়ে না মোর দেখে মুখের মধুর হাসি।
থাকি যখন ঘুমের ঘোরে,
মনে হয়, সই, ডাক মোরে,
সূরয উঠে, স্বপন ভাঙে, স্মরণে পাই সুখের রাশি।
কেন এ টান বুঝতে নারি ;
পাছে টুটে টান তোমারি
আতঙ্কে এই নয়নবারি ঝরে আমার মন উদাসি।

১।১।৩৭

(১৫৭)

বাণীবিদায়।

বসন্ত-আগম-চঞ্চল ভুবনে
বিদায় দিতেছি চঞ্চলিত মনে,
বিজয়া-প্রণাম করি শ্রীচরণে,
বিজয়া-আশীষ বিতর।

রাগরাগিনীর উদাত্ত ঝঙ্কার
নরনারীকণ্ঠে উঠুক্ আবার,
স্থান হোক্ পুনঃ মৃদঙ্গবীণার ;
অনৃত সঙ্গীত সংহর।

কোটি কণ্ঠে পুনঃ হোক্ সামগান,
ধ্বনিত হউক্ সুদূর বিমান,
দেশ পুনঃ হোক্ দেব-অধিষ্ঠান,
ভারত কর মা ভাস্বর।

মতি তব পদে থাক্ চিরদিন,
শ্রীমান্ কর মা জীবন শ্রীহীন,
উজ্জ্বল কর মা মানস মলিন,
মানসে সতত বিহর।

কর মা মানবে পরা বিদ্যা দান,
হোক্ মুক্তিকামী সদা তার প্রাণ,
কর মা ভূলোক গোলক-সমান,
প্রস্থান কর মা সুকর।

৩।১।৩৭

(১৫৮)

পুরবী মিশ্র।

জানি না, সই, কেন তুমি শুধুই কর আমার আশ ;
চোখের আড়াল হলে কেন পড়ে তোমার দীরঘ শ্বাস।
থাক সদাই আমার আশে ;
না পেয়ে চোখ জলে ভাসে,
উঠে হিয়ায় দুঃখের ঢেউ ডুবিয়ে দিয়ে মধুর হাস।
দিনরজনী নিরাশ প্রাণে
থাক কেন আমার ধ্যানে ?
ভাঙো এ ভুল ; মানুষ করে পুরাণ ভেঙে নূতনে বাস।

১৬।১।৩৭

(১৫৯)

খাম্বাজ মিশ্র।

বিপদে পড়িলে, হরি, সতত তোমায় ডাকি,
বিপদ্ হইলে শেষ, কেন তোমা ভুলে থাকি ?
তবে কি, হৃদয়স্বামী,
শাশ্বত বিপদ আমি
চাহিব স্মরিতে তোমা, শমনেরে দিতে ফাঁকি ?
ভয় নহে প্রেম, হরি,
প্রেমে যেন তোমা স্মরি ;
থাকে যদি প্রেম তব, কিছু না থাকিবে বাকী।

৩১।১।৩৭

(১৬০)

খাম্বাজ মিশ্র।

যৌবনে কেন, মা, তুমি ধরেছ যোগিনী বেশ ?
গৈরিক পরেছ কেন, কেন তব রুক্ষ কেশ ?
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম
পায় তব কোরে নাম,
কেন মা তপস্যা কর, সহ কেন এত ক্লেশ ?
ধরার কল্যাণতরে
ধ্যান কি কর, মা, হরে ?
পারে কি বুঝিতে নরে, মহিমা তব অশেষ ?

৩।২।৩৭

---

(১৬১)

পুরিয়া মিশ্র।

দেখনা এক অসুর এসে ছিঁড়চে ফেলে ফুটন্ত ফুল ?
কলি ওসব অসুর কেন প্রখর করে করছে আকুল।
তরুরা সব কেন বিহ্বল,
প্রসবে কই প্রসূন ফল ?
অসুরভয়ে আত্মাহারা ; হাতে যে তার হিংসা-ত্রিশূল।
সুখীর সুখ অসুর নাশে,
দুঃখীর দুঃখে নয়ন ভাসে।
অসুর হেন ধরায় কেন ? কুল, শ্রীমা, কর নির্মূল।

২২।৩।৩৭

(১৬২)

টোড়ী মিশ্র।

রয়েছ, সই, আমায় ভুলে
বিষাদে তাই হৃদয় ঢুলে।
দিন দুপুরে রবির আলো, তবুও কেন জগৎ কালো ?
অমাসাগর রূপে তোমার উজল হ'ত কুলে কুলে।
বকুল তলে বিকচ ফুল
হৃদয় কেন করে আকুল ?
হাত চলে না তলায় বসে গাঁথতে মালা কুড়িয়ে ফুলে।
আকাশে চাঁদ দেখে তোমায়,
হিংসা আমার আনে হিয়ায় ;
ভাগ্য চাঁদের এত ভালো, কুঠার আমার ভাগ্যমূলে।

২৬।৪।৩৭

(২৬৩)

ভাটিয়ালী

বান এসেছে যমুনায়,
কে তোরা দেখতে যাবি আয়।
থাকে যদি মনেরই জোর, কাটিয়ে দে না মায়ারই ডোর,
যে ডোর আছিস্ বাঁধা অসার এই দুনিয়ায়।
সুনীল জলে যমুনার,
বিমল জলে যমুনার,
ভাসিয়ে দে না অহঙ্কার।
ভেসে ভেসে যাবি তোরা, লাগবি শেষে হরির পায়।
ভেসে ভেসে যাব মোরা, লাগব শেষে হরির পায়।

২৮।৪।৩৭

(১৬৪)

ছায়ানট—মিশ্র—তেতালা।

শূন্য ঘরে আর কত দিন থাকবে বল শূন্য আসন ?
শূন্য আসন হেরি যখন, অশ্রুজলে ভাসে নয়ন।
বারে বারে কত যে দোষ
করেছি, তাই হয়েছে রোষ ?
অথবা শোক প্রিয়জনের দেখিয়ে সব অনাচরণ ?
দিয়েছিলে কতই বিভব,
সময়স্রোতে ডুবেছে সব ;
ভাসিছে তায় সুখের শব, কেমনে প্রাণ করি ধারণ ?
আবৃত ঘর নাই তিমিরে,
ধৌত আসন নয়ননীরে ;
একবার, হরি, এস ফিরে, চরণ রবে চিরশরণ।

১১।৭।৩৭

(১৬৫)

বাগেশ্রী—কাওয়ালী।

তোরা আমার হরির প্রসাদ মূর্ত্ত হয়ে আছিস্ পাশে।
আঁধার রাতে তারার মত উদার ছবি তিমির নাশে।
অসহ হয় জীবন যবে,
ইচ্ছা না হয় থাকতে ভবে,
তোদের সেবা শরীর মন নবীন করে নূতন আশে।
দেখি যখন সিন্ধু আকুল,
পদে পদে হয় কেন ভুল ?
ইচ্ছা হয় যাই ডুবে জলে, ডুবতে না দিস্ মধুর হাসে।
রয়ে সদা হরির প্রসাদ,
দূর করে দে বিশ্ববিষাদ ;
বিশ্বমানব করবে আশীষ কোমল কান্ত মধুর ভাষে।

১৫।৭।৩৭

(১৬৬)

তিলোক কামোদ।

উষাকালে তরুশিরে সোনার বরণ রবির কিরণ
তোমার দিকে করে আহ্বান।
প্রজাপতি নানা রঙের বায়ু' পরে দেয় সন্তরণ ;
মৃত্তিকা নয় তাদের স্থান,
তোমার দিকে করে আহ্বান।
তরুশাখায় পাখীর রবে মুখরিত বন উপবন ;
ঢালে সুধা তাদেরই গান,
তোমার দিকে করে আহ্বান।
আদর ক'রে লতায় পাতায় দেয় মৃদু দোল মৃদু পবন ;
দুলিয়ে দেয় আমার প্রাণ,
তোমার দিকে করে আহ্বান।
প্রভাব উষার অন্তর্বহিঃ শান্ত হৃদয়, শান্ত পবন ;
সে শান্তি হয় তোমারি দান,
তোমার দিকে করে আহ্বান।

১৭।৭৩৭।

(১৬৭)

সারেং—মিশ্র।

লীলাময়ের লীলা এই যে, পঙ্কে ফুটে শ্বেত শতদল।
সন্তানহীন ধনীর গৃহ, অধন গৃহে শিশুসকল।
অধর্ম্মের জয় পদে পদে,
থাকে সে জন সুখসম্পদে ;
ধর্ম্ম ধ'রে থাকে যে জন, পায় না সে দীন অশন জল।
সতী নারীর পতি মরে,
হাহাকার সে সদা করে,
অসতী পায় সকল সুখ, আলয়ে তার সঙ্গীত কল।
ইক্ষু প্রসব করে না ফল,
চন্দনে নাই পুষ্প কোমল,
সাগরে নাই সুপেয় জল, কর্ণিকারে নাই পরিমল।
হরিলীলার রহস্য ভেদ
করতে নারে পুরাণ বেদ ;
পারে সে জন, যে জন করে চিন্তায় হরির চিত্ত বিমল।

২৪।৭।৩৭

(১৬৮)

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

নিদ্রা তোমার ভাঙ্গবে কবে ?
অচেতন আর কতই রবে ?
গর্জ্জে সাগর, দীর্ণ আকাশ, গর্জ্জে অসুর, বিশ্বের ত্রাস,
গর্জ্জে উর্দ্ধফণা শেষনাগ, জাগরণ আর কিসে হবে ?
যোগনিদ্রায় আছ মগন,
করছে অসুর বিশ্ব দলন ;
দুষ্কৃতনাশ, সাধুর ত্রাণ, অঙ্গীকার কি কথাই রবে ?
জাগো, জাগো, মধুসূদন,
চক্র আবার কর ধারণ ;
অসুরমুণ্ড কর ছেদন ; নিস্তার, হরি, দাও হে ভবে।

২৮।৭।৩৭

(১৬৯)

খাম্বাজ—যৎ।

বিজনে তোমারি কথা বসিয়ে কেবলি ভাবি
বলিতে পারি না কেন অশ্রু ঝরে নেত্র প্লাবি।
আছ তুমি সুরলোকে,
মুখ না মলিন শোকে,
যেথা বহে আলোস্রোত দেবদেবীমুখস্রাবী।
আসিবে সে দিন কবে,
আবার মিলন হবে,
বিরহ তোমার আর রবে না মরমলাবী।

১৬।৭।৩৭

(১৭০)

বেহাগ—আড়া।

সখা, কর কি স্মরণ ?
বিজনে প্রেমেরই কথা সুধাপ্রস্রবণ ?
বিরহ কি সহে আর,
প্রাণ করে হাহাকার ;
পথ চেয়ে বসে আছি, দাও দরশন।
অরস এ দেহ কেন,
রবিতাপে লতা যেন,
স্পর্শে দেহ হবে নব, হিমে ব্রততী যেমন।

২৮।৭।৩৭

(১৭১)

বাউল।

পাখী কেটেছে শিকল ; কেমন করে ধরবি তারে বল্ ?
উড়ে বেড়ায় নীল আকাশে,
ফিরবে না আর দেহবাসে,
যতই কেন দেখাও তারে বিষয়রাঙ্গাফল।
জ্ঞানের আলো জ্বলছে চারিধার,
মোহমায়ায় অন্ধ এ সংসার ;
দেখতে না পায় জ্ঞানের আলো, বলে, এ সব ছল।
পঞ্চভুতের পিঞ্জরখানা,
আমার এই আছে জানা ,
ভেঙ্গে দিয়ে মায়ার খাঁচা, হরির দিকে চল্।

২।৮।৩৭

(১৭২)

ভীমপলাশ্রী—মিশ্র যৎ।

ফুটেছে ঐ মালতীফুল, শোভায় লতা ক'রে অতুল।
চক্ষু কি ফুল কান্ত বিমল,
ব্রততী তায় দেখে সকল ;
দৃষ্টি কেমন প্রশান্ত ধীর, তাপসী এই জন্মায় ভুল।
পবিত্রতার পরশ ব'লে
বিটপী তায় অঙ্গে তোলে ;
তাপস শাখী সহে সকল, যখন তারে করে নির্মূল।
তাপসী তার পবিত্র সব,
সুবাস আনে পুণ্যবিভব ;
বিভাবে যে অপূত মন প্রপূতভাবে করে আকুল।
ধনী জনের তোরণ-শিরে
দেখবে তুমি মালতীরে ;
সবার আগে অতিথিরে স্বাগত দেয় স্নেহ বিপুল।
প্রণাম কোটি বিভুর পায়,
দেখি ধরায় হেন লতায়
অবল তনু শান্ত কোমল, সবল জড়ে দেয় সে তুল।

২৭।৮।৩৭

(১৭৩)

সিন্ধু-খাম্বাজ যৎ।

যে জন চলিয়ে গেছে সে আর ফিরে না ভবে ;
দিবানিশি পথ চেয়ে কেন বসে থাকি তবে ?
কি যে কাতরতা প্রাণে,
মন না সান্ত্বনা মানে ;
যে জন চলিয়ে গেছে সে আর ফিরেছে কবে ?
মলয়-অনিলে কেন
তার কথা মাখা হেন ?
পত্রের মর্মরে কেন শুনি আমি তারি রবে ?
চারিদিকে ফুটে ফুল,
হৃদয় করে আকুল,
তারই যে লাগানো ফুল, খুঁজে তারে তারা সবে।

১৪।৯।৩৭

(১৭৪)

কেদারা মিশ্র—তেতালা।

আদর দিলে বা কেন, কেন কর অনাদর ?
আলো-শেষে তিমির কি কভু হয় সুখকর ?
শরতেরই সন্ধ্যাকালে,
দেখি সোণা মেঘভালে,
বলিতে, এমন সোণা হয় নি কভু গোচর।
রাং হ'ল কেন সোণা,
ফুরিয়েছে আনাগোনা,
আছে তব সেই স্মৃতি, হর তুমি স্মৃতি হর।
সুন্দরতর সুন্দরে
তব স্মৃতি কেন করে,
তব স্মৃতি বিজড়িত যা কিছু দেখি সুন্দর।

১৫।৯।৩৭

(১৭৫)

দেওগীরি।

মন যে বুঝে না, শ্যামা, মায়াময় এ সংসার ;
কিসে হবে বল না, মা, এ মায়ার প্রতিকার।
অঘটনে মায়া পটু,
মিষ্ট করে তিক্ত কটু ;
সত্য যে গরল, কালি, হয় সে সার সুধার।
কোথা থেকে এরা আসে,
বাঁধে শুধু মায়াপাশে,
কাটিতে পারি না পাশে, অকাট্য পাশ মায়ার।
নাম তোর মহামায়া,
সংসার এ তোর ছায়া ;
তিরোহিত হ'না তারা, দে' না, মা, জীবে নিস্তার।

১৬।৯।৩৭

আরনা

(১৭৬)

বাগেশ্রী—তেতালা।

কি আয়াসে আসি আমি তোমারি মন্দিরদ্বারে,
কত আশা মনে মম, হরি, তোমা দেখিবারে।
আসে পুনঃ কাম ক্রোধ,
হারিয়ে ফেলি সুবোধ ;
মন্দির দেখি না আর, ডুবি ঘোর অন্ধকারে।
পুনঃ জ্বলে জ্যোতিঃ তব,
দেখায় সুপথ সব,
পুনঃ আমি চলি পথে আকর্ষি ধরি আশারে।
মোহ্-তমঃ নাশ কর,
হরি, মোরে দাও বর,
দ্বার হ'তে আমি যেন ফিরি না হে বারে বারে।

২৬।৯।৩৭

(১৭৭)

ছায়ানট—কাওয়ালী।

বলি না তোমারি কথা, সরম মরমে জাগে।
তব নাম করি কেন উঠি আমি সবা-আগে?
স্বপনে তোমারে স্মরি,
কেটে যায় বিভাবরী;
নয়ন রঞ্জিত কেন তোমারি করুণারাগে?
কেন যে এ ভালবাসা,
কেন এ মিলন-আশা,
কেন এ বিরাগ মম সতত তোমারি ত্যাগে?

হীরাভবন, ২৪।১০।৩৭
বারিপদা।

---

(১৭৮)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেন জাগালে আমায়?
সুখের স্বপন কেন ভেঙ্গে দিলে হায়?
হবেনা যে জন মম
ধরি তার গ্রীবা কম,
পাশে বসে ছিনু যেন মত্ত মদিরায়।
তার সে নীরব ভাষা
জাগাইল কত আশা,
স্মৃতি তার কেন বল নিরাশে ডুবায়?

২।১২।৩৭

(১৭৯)

আশাভৈরবী—যৎ।

যাবে যদি যাও, সখা, ভাল না লাগে আমারে ;
কে তোমা সান্ত্বনা দিবে নিরমম এ সংসারে ?
হেরি তব ম্লান মুখ,
কে পারে অসহ দুঃখ,
শ্রবণে বচনসুধা কে বল ঢালিতে পারে ?
পেয়েছিলে বিনা ক্লেশে,
তাই অনাদর শেষে ;
অযত্নলব্ধ যে প্রেম, কে করে আদর তারে ?
কখন নহি চতুর,
বুঝিনা সংসার ক্রূর ;
তা হ'লে আয়াস পেয়ে করিতে সার অসারে।

১।১১।৬৭।

(১৮০)

বাহার—মিশ্র কাওয়ালী।

যারে তুমি বল দুঃখ, সে দুঃখ কি চির রহে ?
দূরে চেয়ে দেখ দেখি, সে যে সুখ, দুঃখ নহে
ধনিধন পায় লোপ,
সে নহে বিধির কোপ ;
শুভ ইচ্ছা সে বিধির, ধনিজনদর্প দহে।
নয় সে শিখে তখন
ঘৃণা না করে অধন,
হরিপদে দিয়ে মন, হেলায় আয়াস সহে।
ক্রমশঃ হৃদয়ে তার
জ্যোতির হয় সঞ্চার,
অশুভে সে শুভ দেখে, সাদরে অশুভ বহে।

২৫।১১।৩৭।

(১৮১)

বিহারী—মিশ্র।

জীবনভার অবহ, তাই বলি, শ্যামা, নামিয়ে নিতে
বহু দিনের সঞ্চিত ভার পারি কি, মা, আর বহিতে ?
কেমন করে জানিব বল
কি করমের এমন ফল,
ক্ষমা কি নাই অপরাধের, আর কেন দিস বিষাদ চিতে ?
তবে কি নাই করুণা তোর,
সন্তান রবে শোকে বিভোর
মা-নামের কি নাই কোন জোর ? কর, মা, দয়া সন্তান-হিতে।

———

৫।১২।৩৭

(১৮২)

সিন্দুড়া—ঝাঁপতাল।

কেমন করে বুঝব বল স্বপ্ন কি এই মায়ার খেলা ?
অসার কেন ভুলিয়ে রাখে তোমায়, হরি, দিনের বেলা ?
রজনী সেই তামস আনে
বিবেক কোথা বিকল প্রাণে ?
অপটু এই ইন্দ্রিয় সব, শরীর যেন জড়ের মেলা।
দিনের বেলা রবির করে
জাগর কেন বিবেক হরে ?
তোমার নামে, তোমার কাজে হয় কেন এই অবহেলা ?

———

১৭।১২।৩৭